অথ সরস্বতী [illegible]

রাগিণী আলিয়া । তাল কাওয়ালি

মা তোর শ্রীকরে কি শোভা করে বীণে । তুমি মা নবীনে, কখন প্রবীণে অতি, প্রাচীনে না চিনে গতি, অগতির গতি নাই মা বিনে ॥ কমল দলে মা তোমার কি শোভন, অমল যুগল পদ কমলে কমল ভূষণ, মা করেছ নীল কমলে মগন, কমল আঁখির সঙ্গে কি মিলন, কর কমলেতে কিবা, প্রফুল্ল কমল শোভা, চরণ কমল দেহ দীনে ॥ ধ্রু ॥

ত্রিপদী । বাক্‌বাণী তব পদে, প্রণমামি পদে২, কি পদের ভাব উঠেছে ও পদোপরে পাদপদ্ম, তাহে ভক্তার্চ্চিত পদ্ম, সে পদ্ম কি পদ্ম ফুটেছে ॥ চমৎকার পদ্ম করে, শোভা তুটি

পদ্ম করে, মা তোর রূপের একি শোভা। মুখ পদ্মে পদ্ম হারে; কি সাজেছে পদ্ম হারে, পদ্মলোচনের মনো লোভা।। হেরিয়ে বিপদ খণ্ডে, পদ নখে শশী খণ্ডে, খণ্ডে জগতের অন্ধকার। অমল কোমলপায়, নূপুর কিশোভা পায়, ওপায়উপায়মা আমার।। শ্বেতবর্ণ কিমাশ্চর্য্য, রজতের যে মাৎসর্য্য, হরে সুধাকরের কিরণ। শ্বেতঃ পদ্ম দলে বাস, পরিধান শ্বেত বাস, অঙ্গে শ্বেত চন্দন শোভন।। করে শোভে শ্বেত বীণে, ভূষণ নাই শ্বেত বিনে, কভু কায়া প্রবীণে নবীনে।। শিরে শ্বেত চূড়া ধরা, পীনোন্নত পয়োধরা, ত্রিলোকে কে ভাবে তোমা বিনে।। বিদ্যা রূপা বাগীশ্বরী, তুমিগো মা বাগেশ্বরী, আদি সেই ছাত্রিশ রাগিণী। জানি তুমিছয় রাগ; লোহ মোহ কাম রাগ, ছয় রিপু দমন কারিণী।। তব পদ বিশ্ব সার, ঐ পদে তন্ত্র সার, যন্ত্র মন্ত্র সকলি উৎপত্তি গীত বাদ্য তালমান, মান আর অপমান, যশঃরস কুমতিসুমতি।। দীনে দয়া কর সরস্বতী। তুমি চন্দ্র তুমি তারা, জ্ঞানের নয়ন তারা, সত্য রজঃ তমঃ গুণ বতী।। তুমি গো মা সপ্তস্বর, ক্লিষ্ট হয় সুরাসুর, মধুকরীদের গান শুনে। কত গুণ রাঙ্গা পায়, অনন্ত না অন্ত পায়, দাসে দয়া কর নিজ গুণে।। যে জন্য এ ভবে আসা, পূর্ণ না হইল আশা, ভুলে আছি তোমার চরণ। আমি দোষী পদেং, স্থান দেহ রাঙ্গা পদে, মা করিবে কৃপাবলোকন।। তুমি দেবী আদ্যাশক্তি, বর্ণিতে কি আছে শক্তি, কহিলাম বুদ্ধি অনুসারে। ভক্তিতে রসিক বলে, মা তোর নামের বলে, আমি যাব ভব সিন্ধু পারে।।

শ্রীশ্রীহরি।
শরণং।

ভূমিকা।

ত্রিপদা॥ সহর শ্রীরামপুর, তথা হৈতে কিছু দূর, পশ্চিমেতে বড়া নামে গ্রাম। বিশিষ্ট বসতি যত, যাগ যজ্ঞ অভিরত; নিত্য বেদ পাঠ অবিশ্রাম॥ কুলীন কায়স্থ জাতি, বহু বোষ্টি বসু খ্যাতি, সকলে বসতি করে তথা। মহা মান্য জমীদার, জমী খানী সুবিস্তার, নিস্তারিণী বিশালক্ষ্মী যথা॥ কি কব অধিক আর, গৌতমের অধিকার, যুড়ে যত দ্বিজে বাস করে। আর২ জাতি যত, বসায়েছে শ্রেণীমত, কামার কুমার স্তরধরে॥ মালাকার স্বর্ণকার, গৃহস্থ বৈষ্ণব আর, কৈবর্ত্ত সৎগোপ গোপ কত। নাপিত বাগিদী হাড়া, আশী ঘর ভষ্টা রাঁড়ি, কত কব আর২ যত॥ তন্মধ্যে গৌতম বংশ, জমীদারী চারি অংশ, চারি বাড়ী

চারি সহোদরে। কতক চৌধুরী তার, দক্ষিণে মজুমদার, দুই ভাই ব্যক্ত চরাচরে ॥ জমীদারী সম ভাগ, ধন্যঃ অনুরাগ, জ্যেষ্ঠ তার শ্রীরামগোপাল। তাঁর পুত্র হরেকৃষ্ণ, যার দুঃখ হরে কৃষ্ণ, পাঁচ পুত্র প্রশন্ন কপাল ॥ প্রথমে গোকুলচন্দ্র, সাক্ষাত গোকুল চন্দ্র, তাহার দৌহিত্র মম পিতে। গঙ্গা প্রাপ্তি কালে তারি, নিজ অংশ জমীদারী, আজ্ঞা দিলেন দৌহিত্রে সপিতে॥ সে অবধি শুন সবে, হরিপাল ত্যজে তবে, বসবাস হইল বড়াতে। মম পিতা নাম হরি, হরি বলে কাল হরি, হরি গেলেন হরিতে মিশাতে ॥ পরিহরি পরিবার, বৈকুণ্ঠে গমন তাঁর, তদন্তর শুন বিবরণ। পিতার মরণান্তর, আছি পঞ্চ সহোদর, জ্যেষ্ঠ কালীকুমার সুজন ॥ মধ্যম অধম আমি, হয়ে আছ অধোগামী, কেনারাম তৃতীয় সে হয়। চতুর্থ কৈলাস তায়, পঞ্চম শ্রীকৃষ্ণ রায়, কহি লাম নিজ পরিচয় ॥ পরে ধরি ধন্যঃ, বসু কুলে অগ্রগণ্য, নাম প্যারীমোহন সংসারে। চিকিৎসায় ধন্বন্তরী, নাম করে রোগে তরি, শ্রীকবিকঙ্কণ বলে যারে ॥ রসিকের শিরোমণি, নানা গুণে গুণীগণি, চিন্তামণি চিন্তে সর্ব্বকাল। তাঁর যুক্তি শিরে ধরি, গ্রন্থ বিরচনা করি, ললিত ভাষিত সুরসাল ॥ কহি বক্ষ্য বিবরণ, বসুকুলে দুইজন, বেণীনাথ দীননাথ নাম। অতি শান্ত দান্ত ধীর, প্রেমসিন্ধু সুগভীর, অশেষ গুণের গুণধাম ॥ অতঃপর বলি আর, হড়ায় নিবাস যার, মম শিষ্য ত্রিপুরা বিশ্বাস। বড়ায় মাতুলালয়, হউক তাহার জয়, রসিকের এই অভিলাষ॥

শ্রীশ্রীহরি।

জয়তিঃ।

জীবন তারা।

নবসতি নদীয়ায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, যার নাম খ্যাত
। রাঢীয় দ্বিজের সার, বরপুত্র অন্নদার, লোকে যারে
ল ।। পূজা কৈল অন্নদায়, রাজ্যে নাহি অন্ন দায়, অতি
প্রশংসিয় রাজনীতি। কিবা পুণ্য ভূপতির, সীমা নাহি সুখ্যাতি
র, যার যশে পরিপূর্ণ ক্ষিতি ।। ভবাণীর অনুগ্রহ, রত্নেতে পূর্ণিত
গৃহ, কবি বত্ন সভায় সকল। জগন্নাথ বাণেশ্বর, বিদ্যা যুদ্ধে ধনু
র্দ্ধর, তর্ক ঘোর সমরে অটল ।। রাজ সভা মনোহর, সভাসদ গুণা
কর, শ্রীযুত ভাবিত দ্বিজবর। ভাবতের মনোনীত, ভারত রচিল
গীত, নাম বিদ্যাসুন্দর সুন্দব ।। ধন্য খেলা অন্নদার, অন্নদামঙ্গল
সার, আদিরস আদি প্রেমাচার। সেই গ্রন্থ করে ধরি, কৃষ্ণচন্দ্র
দৃষ্টি করি, প্রশংসা করেন বার২ ।। ভারতে কহেন ভূপ, কি হেরি
নু অপরূপ, বিদ্যা সুন্দরের প্রকরণ। সঙ্গোপনে চুপে২, সুন্দর
সুন্দর রূপে, বিদ্যায় বিদ্যায় জিনে লন ।। সুড়ঙ্গ কাটিয়ে বঙ্গে,
বিহার বিদ্যার সঙ্গে, অনঙ্গ তরঙ্গ মাঝে ভাসে। হেন নাগরালী

আর, কে কোথা দেখেছ কার, সুন্দর কি সুপ্রেম প্রকাশে ॥ দেখি নাই শুনি নাই, সুন্দর করিল তাই, ধন্য বাদ ধবায় ধবায ধরিয়ে সন্যাসী বেশ, রাজারে ছলিল বেশ, এমন শুনেছ কে কোথায় ॥ ভাবত হাসিয়ে কয়, শুনঃ মহাশয়, জীবন তারার উপাখ্যাণ। সে রস শুনিলে ভাবে, রসেতে বসিয়ে যাবে, মহা রাজা রসিক সুজন ॥ রাজা কন সে কেমন, রায বলে দিয়ে মন, সাবধানে শুন নরপতি। সিন্ধুপুরে রঘুবীর, গুণসিন্ধু সুধীর, ছিল রাজা ব্যক্ত বসুমতি ॥ রাজ্য তার সুবিস্তার, যুদ্ধে পায কে নিস্তার, নিস্তারিণী যাহার সহায়। জীবন তাহার সুত, রূপে গুণে গুণযুত, ধন্যঃ কালীর কৃপায় ॥ পঞ্চকুটী বসবাস, নাম যার সপ্রকাশ, রাজা চন্দ্রসেন এসংসারে। তারামণি তার কন্যা রূপে গুণে ধরাধন্যা, জীবন বিবাহ করে তারে। শুন পূর্ব্ব সমাচার, দাস দাসী কালিকার, আছিল জীবন তারা তারা। কালিকার খেলা ছলে, শাপে জন্ম মহীতলে, পরে শুন হইল যে ধারা সংসার মায়ার জাল, রমণী কুলের কাল, কাল সাপ প্রায় অবিশ্বাসী। এই কথা লোক মুখে, শুনিয়ে বিমুখ সুখে, হইলেন জীবন সন্যাসী ॥ তাজিয়ে সংসার আশ, করিলেন কাশী বাস, শোকে কান্দে জনক জননী। বহু দিন গত পরে, যৌবনে মদন জ্বরে, জ্বলিযে কান্দিছে তারামণি ॥ হবিপাল বসবাস, যশশ্চন্দ্র সুপ্রকাশ, কায়স্থ ভুবনেশ্বর রায়। তাহার বংশেতে দীন, রসিক সুরসাধীন, নূতন রসের গীত গায় ॥

অথ পতি বিচ্ছেদ খেদ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল তেতালা।

হরিষে হরি সে মধু পুরে যদি রহিল। কে সবে
কেশবের বিচ্ছেদ জ্বালায় মনো দহিল ॥ সে
বিনে অন্যে ভাবিনে, লোকে কয় তারে পা-
বিনে, কিশোরীর কৃষ্ণ বিনে, কি শরীর কি
হইল॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ ভাবে তারা রসবতী চক্ষে বহে জল। পতির বি-
চ্ছেদ শরে জীবন বিকল॥ পতি ধ্যান পতি জ্ঞান পতি আরা
ধন। পতি তপ পতি জপ পতিং মনঃ॥ হায় পতি কোথা পতি
পতি পাব কবে। পতি লাভ প্রেম লাভ রস লাভ হবে॥ কি
করিব কোথা যাব কব আর কারে। কোথা গেলে বিধি নিধি
দিবেন আমারে॥ তৃষিত চাতকী আমি না হেরে জলদে। কত
ই বারব আর জলদেং॥ কি গরজে সে গরজে বরিষে কোথায়
চাতকীরে কেবা চায় হায় কে বাঁচায়॥ এই রূপে ভাসে সতী
দুঃখের পাথারে। ওখানে জীবনকৃষ্ণ আছে যোগাচারে॥
কেদার কেদার বলি ডাকে সর্ব্বক্ষণ। আনন্দ কাননে করে আ-
নন্দে ভ্রমণ॥ এই রূপে কত দিন থাকিয়া কাশীতে। বৃন্দাবনে
গেল রায় গোবিন্দ হেরিতে॥ প্রণমিয়া শ্রীরাধিকা প্রভু ভগবান
স্থানেং দেখে কৃষ্ণ বিহারের স্থান॥ মধু নিধু কুঞ্জ আর নিকুঞ্জ
কানন। ভমে রায় ভাণ্ডীর তমাল আদি বন॥ কৌতুকে কৌতুক
দেখে শোভা স্থলেং। স্থলে স্থল পদ্ম আর জল পদ্ম জলে॥ সক

ল বনের মধ্যে সার নিধুবন। সেই বনে কুতূহলে রসিল জীবন।। অপূর্ব্ব বনের শোভা কি কব কি জানি। কাম বুঝি নির্জ্জনে নির্ম্মিল বন খানি।। অনুমানি কাম সে বনের ফুল তুলে। ফুল ধনু ফুল বাণ গড়ে সেই ফুলে।। ফুটেছে বিবিধ ফুল নানা তরু বরে। মধু লোভে গুঞ্জে অলী গুণ২ স্বরে।। কোকিল ললিত রাগে সুললিত গায়। তেজস্বী ঋষির মন সে বনে রসায়।। কাম হানে ফুল বাণ সর্ব্বদা তথায়। ফুটিল কামের শব জীবনের গায়।। জীব বনের জীবন ব্যাকুল কাম বাণে। গেল যোগ তপ জপ কেবা আর মানে।। উন্মত্ত মদন শরে বাক্য নাহি সরে। কাশীতে অন্ন দা দেবী জানিলা অন্তরে।। তারার জীবন তারা হয় দান দাসী। দাসীরে মিলাতে দাস হৈলা অভিলাসী।। শিবেরে লইয়া শিবা হয়ে কুতূহল। দ্রুত আসি নিধুবনে পাতিলেন ছল।। কবি প্যারী মোহনের যুক্তি করি সার। কহিছে রসিকচন্দ্র খেলা অন্নদার।।

অথ অন্নদার ছল।

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালি।

কালী অনন্ত রূপিণীর অন্ত কে জানে। কে চিনে, প্রাচীনে, কভূ নবীন ষোড়শী, হরেতে বিহরে হাসি, নখরেতে হরে শশী, কিরণে।। কখন শ্রীকৃষ্ণ রূপ গোকুলে, কখন প্রহরে অসি দনুজ কুলে, কখন হন রামের সীতে, অসীতে হয়ে অসিতে, হরষিতে বধেছেন শতাননে।।

ত্রিপদী॥ জীবনের যোগাচাব, ঘুচাইতে অন্দার, কত রঙ্গ বনের ভিতরে। বৌতুকে শিবেরে লয়ে, দোঁহে শুকশারী হয়ে, বসিলা বকুল তরুবরে॥ ছলে পাকসাট মারি, শুকে খেদাইয়া শারী, কত ছল করে কত রূপে। শুনং শুক বাজ, জানি পুরুষের কায, কামিনী মজায় কাম কূপে॥ এই তুমি আছ বশ, কত দিনে ত্যজি রস, হবে নাথ আমারে নিদয়। পুরুষ নিষ্ঠুর যত রমণী হইলে তত, সংসার অপ্রশংসার হয়॥ যাওং ওহে শুক, কহিতে বিদরে বুক, পুরুষের ঘর করা দায়। এ জ্বালা এড়াই মেনে, চলো যাই স্থানেং, যদি কৃষ্ণ ত্বরায় তরায়। না বুঝিয়ে করে কর্ম্ম, না জানে নারীর মর্ম্ম, পুরুষের কঠোর হৃদয়। দয়া হীন তনু যার, জীবন বৃথায় তার, দয়া বিনে পুণ্য নাহি হয়॥ সাধে কি হে মন্দ বলি, করিয়াছি পত্রাবলী, ক্রমে বলি শুন এক মনে। তুমি নাথ তা জান কি, স্বয় লক্ষী সে জানকী, শ্রীরাম দিলেন তারে বনে॥ কৃষ্ণ ত্যজে কিশোরীরে, শুনে প্রাণ কি শরীরে, থাকে ওহে কান্ত গুণমণি। লয়ে শ্যাম কুবুজায়, রহিলেন মথুরায়, নিদয় হে পুরুষ এমনি॥ অন্য কি কহিব আর, সাক্ষাত প্রমাণ তার, চক্ষে দেখ শুক মহাশয়। ঐ বসিয়ে জটাধারী, উহার যুবতি নারী, সত্য মিথ্যা লহ পরিচয়॥ যৌবনে জ্বলিয়ে ধনি, আহা মরি কাহা ধ্বনি, কবে প্রাণ পতির বিচ্ছেদে। সে নয়ন জলে ভাসে, এ রহিল তীর্থ বাসে, কি ব্যবহার মরি ঐ খেদে॥ শুক বলে কেনং, প্রেয়সি কহিলে হেন, পুরুষ কি নিষ্ঠুর এমনি। শারী বলে চলং, কেমন করিয়ে বল, কিছু নাহি

জানহে আপনি ॥ তখন বিনয়ে শুক, হৃদে অতি সকৌতুক, বাক্য জিনি সুধায় সুধায় । সত্য বল২ শারি, কেবা এই জটাধারী, কার পুত্র নিবাস কোথায় ॥ শারী বলে প্রাণেশ্বর, রঘু নামে নর বর, সিন্ধুপুর যার রাজধানী । বড় পুণ্যবান সেই, তাহার তনয় এই, জীবন ইহার নাম জানি ॥ অল্পকালে বিয়ে করি, কামিনীরে পরিহরি, দেশান্তরী হইয়ে বেড়ায় । যুবতি জনকঘরে, জ্বর২ কাম শরে, মর২ বিচ্ছেদের দায় ॥ এইরূপে ছল করি, দ্রুত হয়ে মহেশ্বরী, শিবেরে লইয়ে অন্তর্দ্ধান । যিনি ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থলে, কি না হয় তাঁর ছলে, শুনিয়ে জীবন হত জ্ঞান ॥ হরিপাল বসবাস, যশশ্চন্দ্র সুপ্রকাশ, কায়স্থ ভুবনেশ্বর রায় । তাহার বংশেতে দীন, রসিক সুরসাধীন, নূতন রসের গীত গায় ॥

অথ জীবনের খেদ ।

রাগিণী ঝিঁঝিট । তাল তেতালা ।

তাহার কারণ মনোকরে যে কেমন । যে কবে
কহিব কারে কে আছে এমন ॥ ভাবিতে
তাঁহার রূপ মনো জ্বলাতন । না ভাবিলে ভাব
নায় যায় যে জীবন ॥ ধ্রু ॥

পয়ার । অন্নদা দাসেরে ছলি গেলেন কাশীতে । জীবন দুঃখের জলে লাগিল ভাসিতে ॥ তারার কৃপায় তারা মনে পড়ে যায় । তারা নামে বহে জল নয়ন তারায় ॥ তেমন কামিনী তারা নয়নের তারা । তারা বিনে বুঝি আজি বনে যাই মারা ॥ বালিকায় তার রূপ দেখেছি যেমন । না জানি যৌবন কালে এখন

কেমন ॥ কে আছে নিষ্ঠুর আর আমার সমান। সন্ন্যাসী হইয়া বধি যুবতীর প্রাণ ॥ না জানি কামিনী কত পাইতেছে জ্বালা ॥ দারুণ কামের শর সে যে ফুলবালা ॥ শুনিনু শারীর মুখে দুঃখের সংবাদ। জনক ভবনে ধনি গণিছে প্রমাদ ॥ অবলার ধর্ম্ম আর পুরাণ অমূল্য। এই দুই বক্ষে পায় যতনে বিস্তর ॥ যতনে রতন থাকে বলে সর্ব্বজনে। আহা মরি মোর রত্ন আছে অযতনে ॥ ত্বরায় যাইব তথা করিয়া যতন। কিন্তু যে সন্দেহ আছে কি করি এখন। লোক মুখে শুনিয়াছি অবিশ্বাসী নারী। কিরূপে পরীক্ষা আমি করিব তাহারি ॥ পরীক্ষা নহিলে কভু সুস্থ নহে মন। না হয় বিশ্বাস বিনে লভ্য প্রেম ধন ॥ এই রূপে সাত পাঁচ ভাবিয়া কুমার। যুক্তি সার করিলেন নারী পরীক্ষার ॥ এই সন্ন্যাসীর বেশে পঞ্চহাটী যাব। সমাদরে যেখানে সেখানে বাসা পাব ॥ ছলে কলে কি কৌশলে বুঝা যাবে তবে। সতী কি অসতী হবে চাপা নাহি রবে ॥ অসতী হইলে পুনঃ হবে তীর্থ বাস। ভ্রষ্টা নারী কাল সাপে না হয় বিশ্বাস ॥ বাঁধা রব প্রেমে তাঁর দেখি সে সুনীত। সতের সঙ্গেতে সৎ ব্যভার উচিত ॥ এই রূপে বিস্তর ভাবিয়ে যুবরায়। দুর্গা বলে সকৌতুকে উঠিল ত্বরায় ॥ সঙ্গে এক অশ্ব ছিল নাম তাঁর ঝড়ী। দড়বড়ি গমনে পশ্চাৎ বাড়বড়ি ॥ সেই ঘোড়া চড়ি রায় করিল চাবুক। প্রহরে পরগণা পার দিবসে মুলুক ॥ কত মত কত রঙ্গ দেখে ডানি বামে। পঞ্চ দিনে উত্তরিল পঞ্চহাটা গ্রামে ॥ কবি প্যারীমোহনের যুক্তি এ বিসার। কহিছে রসিকচন্দ্র খেলা অন্নদার ॥

অথ পঞ্চহাটী বর্ণনা।

ত্রিপদী। দেখে পুরী পঞ্চহাটী, চারিদিগে পরিপাটী, নদী জিন দিব্য গড় হানা। ফটকে শেফাই খাড়া, সদত দিতেছে তাড়া, দ্বারে২ কোটালের থানা॥ ভূপতির দপদপা, কোটালের ঐ জপা, পাছে রাজ্যে ঘটে কোন দায়। আজ্ঞা যদি পায় উন, করে বৈসে চারি গুণ, কার সাধ্য এড়াইয়া যায়॥ ছলে যদি পায় চোর, অমনি লাগায়ে ঘোর, উড়ায় জুতার চটচটি। লাঠি বন্দুকের হুড়া, করে ফেলে হাড়গুড়া, মারিয়ে ফাটায় পটপটি কেহ আসি দড় বড়, স্বজোরে লাগায় চড়, কড় মড় দশনে দশন বিকট দেখিয়ে রায়, ভাবিতে২ যায়, ভয়ে করে ভবাণী স্মরণ॥ ফটক হইয়া পার, রাজ কীর্ত্তি চমৎকার, স্থানে২ দেখে দেবালয়। কোন স্থানে গুপ্ত কাশী, বিতরণ অন্ন রাশি; অন্নদা শঙ্কর শিলাময়॥ কোন স্থানে সুশোভন, দেখে গুপ্ত বৃন্দাবন, কোন স্থানে গীতবাদ্য রঙ্গ। মৃদঙ্গে বাজায় রঙ্গ, কালোয়াতী চতুরঙ্গ গায় গীত শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ॥ বাজিছে মধুর বীণে, গতি নাই গোবিন্দ বিনে, দিন গেল বল মনো হরি। সেতারা বাজিছে ঘন, সে তারা ভজরে মন, যার নামে ভব সিন্ধু তরি॥ এই রূপ রঙ্গ যত, দেখে যায় কত শত, শত২ শঙ্কর স্থাপন। দিবানিশি ঘড়ি২, বাজে শঙ্খ ঘণ্টা ঘড়ি, দ্বিজ করে বেদ উচ্চারণ॥ যায় ধীর ধীরে২, দেখে চারি দিগে ফিরে, নানা জাতি জাতির ভবন। ব্রাহ্মণ কুলিন বড়, পুরাণে নিপুণ দড়, স্থানে২ চৌপাটী শোভন॥ কায়স্থ বিদ্যার ডালি, করস্থ কলম কালী, সৎসদ্বংশেতে উদ্ভব।

মালা গাঁথে মালাকরে, বৈষ্ণবের মালা করে, বাজিকরে বাজি করে সব।। ভাঁড়ামি করয়ে ভাড়, বিক্রি হেতুই তু ভাঁড়, কুমারের কুমারের শিবে। দেখে বেণে গন্ধ স্বর্ণ, স্বর্ণকারে পিটে স্বর্ণ, কর্ম্মকারে লোহা কর্ম্ম করে ।। কৌতুক দেখিয়া যান, পরেতে দেখিতে পান, আর যত ছিনালের বাস। লম্পটের আনাগনা, ধূর্ত্ত করে ধূর্ত্ত পনা, ষাঁড়ে ভাঁড়ে ষাঁড়ের বিলাস ।।কেহ বা নাগর সঙ্গে, পালঙ্গে বসিয়া রঙ্গে, বারাণ্ডায় বাহার দিয়াছে। কেহ বা সঙ্গিণী লয়ে, চাতকীর মত হয়ে, কান্ত আশা পথ চায়ে আছে ।। কেহ বা আনন্দ মনে, ভুলাতে পথিক জনে, দাঁড়াইয়া মৃদু২ হাসে। অর্দ্ধ খানি কুচ গিরি, বসনেরাখেযে ঘেরি, অর্দ্ধ খানি বাহিরে প্রকাশে।। এই রূপ রঙ্গ যত, দেখে রাব কত শত, রাজ বাটী দেখে গড় হানা। শিলা ময় বাড়ী খানা, সম্মুখে চিড়িয়া খানা, কাছে নাহি গলী ঘুঁজি খানা ।। দ্বারে চৌকী চৌকীদার, বসিয়াছে জমাদ্দার, তার জিম্মা যত বাজে দায়। এড়ি তোলা জুতা পায়, হুজুরে হুকুম পায়, বিপক্ষ বিনাশে পায়২ ।। থানে জাত চোপদার, ধরে ঢাল তলোয়ার, শিফাই বন্দুক লয়ে খাড়া আছে যত রাজপুত, সাক্ষাত যমের দূত, চোর ধরে আনে খাড়া২ ।। দরবার ঘোর তর, কাঁপে লোক থর২, কেহ বলে রক্ষা কর বাপ। কেহ বলে হায়২, কেহ বলে প্রাণ যায়, নদিক কচি ছে একি পাপ।।

অথ বাজার বর্ণন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড় খেমটা।
দেখিলাম ভবের বাজার বড় মজার
মায়ায় ঘেরা। মোহ কাম ক্রোধ আদি
আছে ছয় দ্রব্য ঐ দোকান ভরা॥ বি-
কায়না সে পরমাত্মা, পদ্ম মধু গুরু
দত্ত, অনিত্য বিষয়ে মত্ত, খায় লব
আশয় করা॥ ক্র॥

অন্ত্যযমক পয়ার।

এই রূপে নগরেতে ভ্রমেণ জীবন।
তারা বিনে কভু নহে সুস্থির জীবন॥
সম্মুখে বাজার রায় দেখিবারে পায়।
দেখিতে বাসনা হৈল গেল পায় পায়॥
দেখে রায় পরিপাটী ব্যবসায় নানা।
কেহ বলে এই দর কেহ বলে না না॥
কেহ বলে ও দোকানী অগ্রে মোরে দেনা।
সে বলে অগ্রেতে দেনা পূর্ব্বকার দেনা॥
এ রূপে বাজার হয় মহা শব্দ ময়।
গোয়ালিনী বেচে দধি আর ঘোল ময়॥
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে আঁটী২ চেলা।
মেচনী বেচিছে মাচ পোনা পুঁটী চেলা॥

বেচে কই মাগুর তপিসা দিব্য বাটা।
কাঁশারী বিক্রয় করে থাল্য ঘটী বাটা॥
দোকানী বেচিছেছিট গড়া পাটনাই।
কত আছে পাট করা কত পাট•নাই॥
বেচিছে রুমাল আর সাল গঙ্গাজলে।
রাজার ঠকাযে খায় ভাড় গঙ্গাজলে॥
কেহ বা বাসন বেচে আমদানী চিনে।
খরিদারে লয় তাহা ভাল মন্দ চিনে॥
বিকায় আরশী মিসি মাথাঘসা বালা।
সাধ মিটাইয়া লয় যতকুল বালা॥
কম্মকারে বেচিতেছে কাঁচি ছুরী জাঁতী।
মালাকারে বেচে ফুল জুঁই জবা জাঁতী॥
বেচিছে মালতী বক প্রফুল্ল গোলাপ।
খোট্টা লোকে বেচে চুয়া আতর গোলাপ॥
বিকায় বিস্তব পাখী ময়না বাবুই।
সামা কাকাতুয়া লয় কেবল বাবুই॥
বেচিছে চন্দনা টীয়া ময়ূর ময়ূরী।
গন্ধবেণে বেচে শুঁঠ এলাচ মউরি॥
ধন্যা বেচে পুযা২ লঙ্গ তোলা২।
কিনে লয় সবে কেহ নাহি লয় তোলা॥
বাজারেতে রাজার কোটালআছে চৌকী।
ছুতার বেচিছে খাট ভাল২ চৌকী॥

মেষ পাঁটা মারিয়ে কুরঙ্গ কুরঙ্গিণী।
বেচে মাস ব্যাধ কন্যা যত কুরঙ্গিণী॥
বসিক কহিছে এ বাজার নিশি দিনে।
কিনে খায় অদীনে মাগিয়া খায় দীনে॥

অথ উদ্যান বর্ণন।

লঘু ত্রিপদী। চলে পায়২, দেখিবারে পায়, বাজার দিব্য বাগান। করিয়ে প্রবেশ, দেখে যোগ্য বেশ, সুশোভিত রম্য স্থান॥ শোভে নানা দ্রব্য, সরোবরে দিব্য, সরোজ ফুটে বিস্তর। চৌ দিগে শোভন, পুষ্প উপবন, সুচারু অতি সুন্দর॥ ঘেরেছে বেড়ায়, তন্মধ্যে বেড়ায়, সন্যাসী হর্ষ অন্তরে। কেবা তত গণে, পুষ্প তরুগণে, দিবসে আন্ধার করে॥ মালতী করবী, ঢাকে শশী রবি, মল্লিকে আর টগর। নানা পুষ্প ফুটে, গন্ধে আসি ফুটে, হৃদয়ে মদন শর॥ মকরন্দ আশে, মধুকর আসে, বেড়ায় সদা উড়িয়া। বৈসে নানা ফুলে, ঘন উঠে ফুলে, আমোদ মদে মাতিয়া॥ কোকিল কুহরে, মনঃ প্রাণ হরে, সিহরে তাহে সন্যাসী হইয়া ব্যাকুল, অমনি বকুল, তলায় বসিল আসি॥ শীঘ্র চলে উঠে, দেখে অশ্ব উটে, ঘেরেছে তার উত্তর। পালিয়াছে করী, লক্ষ সংখ্যা করি, খচ্চর গাধা বিস্তর॥ গণ্ডা২ আর, পুষেছে গণ্ডার, পিঞ্জরে ব্যাঘ্র বন্ধন। অসংখ্য বানর, পক্ষ কিবা নর, গোপালে পালে গোধন॥ বসি সারি২, পিঞ্জরেতে শারী, শুকে তে সুখে বিহরে। মরি কি বাগান, পক্ষ কিবা গান: করে রবে

কৃষ্ণ হরে ॥ এরূপে জীবন, যুড়াতে জীবন; ভ্রমণ করেন রঙ্গে
রসিক ভাষায়, রসিকে ভাসায়, নূতন রস তরঙ্গে ॥

অথ কালিকার বর্ণন।

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালি।

কালী চরণ সরোজে মজ ওরে মন। সে চরণ,
বিস্মরণ, হয়ে মজেছ কি রসে, শিয়রে শমন
বসে, জাননারে আয়ু গ্রাসে, প্রতিক্ষণ ॥ ধ্রু।

অন্ত্যযমক পয়ার।

বাজারের দক্ষিণে মন্দির কালিকার।
রাজার পৈতৃক কীর্ত্তি কীর্ত্তি নির্ব্বিকার ॥
সেই স্থানে গিয়া রায় দেখে লোকাকার।
সকলেতে দেয় পূজা বিবিধ প্রকার ॥
পরম যতনে পূজা করি অম্বিকার।
প্রণাম করিল পদে গিরি বালিকার ॥
চরণ কিরণে নাশ হরে অন্ধকার।
রাঙ্গা পদে রাঙ্গা জবা শ্বেত শবাকার ॥
কত শোভা শ্রীচরণে জগৎ পালিকার।
পাদ পদ্মোপরে পদ্ম অতি চমৎকার ॥
ক্রমে রায় নিরখে কটির অলঙ্কার ॥
স্বর্ণ কর শ্রেণী শোভে বর্ণে সাধ্য কার ॥
অবণন শোভা কর পদ্ম কর্ণিকার।
কি কব কর্ণের শোভা শোভা কর্ণিকার ॥

কিবা গজ মুক্তা শোভে অধোনাশিকার।
ধর অসি করেতে অসুরনাশিকার॥
রসিকের বর্ণিতে বিদ্যায় অধিকার।
কিছু নাই কি বলিবে করে অধিকার॥

অথ তীর্থের মাহাত্ম্য।

রাগিণী সুরট। তাল জৎ।

মনোচলরে সুস্থ মনে, তীর্থ কাশী দরশনে, শিব সনে, কনকাসনে, নয়নে হেরিব তারা। ব্রজে কমল আঁখিরবামে কমলিনী পরাৎপরা॥ ভক্তি সাগরেতে মন, দেহ দেহ বিসর্জ্জন, ভজরে শ্রীগুরু চরণ, ধরায় ধন্য রবে ধরা॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ এই রূপে রাজ কীর্ত্তি দেখেন সন্যাসী। রবি অস্তে রজনী উদয় হৈল আসি॥ আইল অনেক লোক কালী দরশনে। সন্যাসীরে দেখিয়া সুধায় জনে২॥ বল২ সন্যাসী গোসাঞিঃ সমাচার। কোন২ তীর্থ দেখা হয়েছে তোমার॥ কোন্ তীর্থে কেমন মাহাত্ম্য সুপ্রকাশ। শুনিব তোমার মুখে বড় অভিলাষ। সন্যাসী বলেন তীর্থ দেখেছি বিস্তর। কাশী গয়া বৃন্দাবন মথুরা নগর॥ কাশীর মাহাত্ম্য ব্যক্ত আছে কাশীখণ্ডে। দরশনে শরীরের মহা পাপ খণ্ডে॥ তথায় করিলে বাস মোক্ষ পদ পায়। মৃত্যু হৈলে লীন হয় শঙ্করের পায়॥ গয়ার মাহাত্ম্য তত্ত্ব লিখেছে পুস্তকে। কৃষ্ণ পদ চিহ্ন গয়াসুরের মস্তকে॥ তাহে সুর নর আদি

করে পিণ্ড দান। নাহি দেখি কোন তীর্থ গয়ার সমান ।। ব্রজের মাহাত্ম্য কথা ব্যাসের রচিত। ভাগবৎ শ্রবণে পবিত্র হয় চিত ।। এই রূপে সন্যাসী বিশেষ বিবরিয়া। তীর্থের মাহাত্ম্য কন হাসিয়া২ ।।হেন কালে হুজুর হইতে দশ জন ঃ খোজা আসি কালী বাড়ী দিল্প দরশন।।তিলেকে লোকের ভিড় ভাঙ্গিল সকল । কুল পুরোহিত মাত্র রহিল কেবল।। লোকে জিজ্ঞাসিয়া যোগী তত্ত্ব জানে তার। কেন ভাই হইল এ পাহারা খোজার।। সবে বলে শুন ভাই দর্শনে ভবাণী । আসিবেন রাজ কন্যা আর রাজ রাণী।।তা সবার কথা শুনে ভাবে যুবরায়।এ ভালো সুসার বটে কি করি উপায় ।। পুরী মধ্যে পুনঃ যদি প্রবেশিতে পারি। তবে যেদেখিতে পাই সে রাজ কুমারী।।কি করি কি হবে যোগী ভাবেন বিস্তর। ভাবিতে২ পুনঃ গেলেন সত্বর।। পুরীর দুয়ারে গিয়া প্রবেশিতে যায়।তখন খোজারা আসি মানা করে তায়।।আসিতে না পাবে হেথা মানা এই ক্ষণে । আসিবেন মহা রাণী কালী দরশনে।। সন্যাসী কহিছে অতি বিনয় বচনে। তীর্থ হৈতে আসিয়াছি তারা দরশনে ।। কোথা গিয়ে পথে২ করিব ভ্রমণ। পথ ছাড়ি দেহ করি কালী দরশন।। সন্যাসীর ধর্ম্ম এই রব তপস্যায়।আসিবেন রাজ রাণী ক্ষতি কিবা তায় ।। প্রবেশিতে দেহ দ্বারী হইওনা বিরূপ। দুটী টাকা লহ বরং শিরপা স্বরূপ।।কেহ বলে সে হবে না দুরন্ত রাজন।টাকায় কি করে বল মান বড় ধন।। কি আছে অধিক পাপ লোভের সমান । সামালিতে না পারিলে লোভে যায় প্রাণ।। আর এক জন বলে

কি করিস্ মানা। লভ্য পথে কেন ভাই মিছে দিস হানা।। কেবা গিয়ে একথা জানাবে ভূপতিরে। দুটা টাকা পাওয়া যায় তাহে ক্ষতি কিরে।। তার কথা শুনিয়ে সকলে দিল সায়। হাতে টাকা পায়ে দ্বার ছেড়ে দিল তায়।। প্রফুল্ল অন্তরে পুরী প্রবেশিয়ে রায়। মৃগ চর্ম্ম বিছায় পুরীর আঙ্গিনায়।। কুড়াইয়ে নানা কাষ্ঠ অগ্নি কুণ্ড করি। বসিলেন জটাধারী তারা ধ্যান ধরি।। তারা যোগ আরাধনা তারা২ জপ। কতক্ষণে আইসে তারা এই তার তপ।। রসিক কহিছে যোগী ধূর্ত্ত চূড়ামণি। পাতিয়াছ ভাল ছল ছলিতে রমণী।।

অথ কামিনীদিগের রূপ বর্ণন।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

একি রূপ মরি কাম কামিনী গঞ্জিত। খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে শোভিত।। মুখ পূর্ণ সুধাকর, পক্ব বিম্ব ওষ্ঠাধর, কেশ নব জলধর, কুসুম জড়িত।।

পয়ার।। এইরূপে যোগে বসি আছেন সন্ন্যাসী। হেনকালে মহারাণী উপস্থিত আসি।। সারি২ নামাইল মহাপা সকল। উঠিলেন রাজরাণী লয়ে দলবল।। পরমা সুন্দরী সব কুলের কামিনী। চলিলেন ধীরে২ গজেন্দ্র গামিনী।। সঙ্গে করি লয়ে যান ভূপতির খুড়ী। আগে২ যান তিনি বয়েসেতে বুড়ী।। পাকিয়াছে কেশ তনু বর্ণ যেন স্বর্ণ। শুনিতে না পান রুদ্ধ হইয়াছে কর্ণ।। ভূপতির ভগ্নী তাঁর পিছে২ যান। বয়েস বত্রিশবর্ষ রাণীর সমান।। পীনোন্নত পয়োধর শশধর মুখি। পতি থাকে পরবাসে

তাহে মনো দুঃখি॥ তার পিছে যান রাণী রূপে যেন রতি।বাক্য জিনে সুধার গজেন্দ্র জিনে গতি॥ রাণীর পশ্চাতে ধনী চলে তারামণি। টলায় মুনির মনঃ সে হেন রমণী॥ নয়ন হিল্লোলে হরে চন্দ্রের হিল্লোল। বচনেতে হরে ধনী কোকিলের বোল॥ কটাক্ষ বাণেতে বধে পুরুষ কুরঙ্গ। ঋষিবে ভুলায়ে পাবে ঘটাতে রঙ্গ॥ তারার পশ্চাতে চলে নাম চন্দ্রাননী। সে নবীন যুবতী রাজারভাগ্নীধনী॥গুণেসরস্বতী প্রায়রূপে যেনশশী।হাসিতে বিদ্যুৎ লতা পড়ে যেন খসি॥ আসে পাশে চারি দিগে দাসী কুড়ি জন। আনন্দে আনন্দময়ী করে দরশন॥ আলো করে যায় তারা রূপের ঘটায়। দেখহ সন্ন্যাসী পরে কি রঙ্গ ঘটায়॥দেখে অপরূপ রূপ শিহরিল অঙ্গ। অন্তরে বাড়িল বড় দুঃখের তরঙ্গ॥ সংসার আশার দ্বারে লাগায়ে কপাট। রমণী প্রেমের হাটে না করিনু হাট॥ এইরূপে ভাবে আর পুনঃ২ চায়। চিনিতে আপন নারী না পারিল রায়॥ হেথা সকলেতে করি কালী দরশন। ধীবে২ চলে সবে নিজ নিকেতন॥ তখন চাহিয়া দেখে সন্ন্যাসীর পানে। প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় বসিয়াছে ধ্যানে॥ শিরে ধরা জটা ভার গায়ে ভস্মরাশি। রাণীর পড়িল মনে জামাই সন্ন্যাসী॥ কাঁন্দিয়া কহেন দুটি চক্ষে বহে নীর। অভাগী তারার ভাগ্য ভাবিয়া অস্থির॥ মনোমত পেয়েছিনু সুন্দর জামাই। কে জানে সন্ন্যাসী হবে ঘরে রবে নাই॥কপালে আগুণ তার সন্ন্যাসে কি গুণ। এইমত কোন তীর্থে জ্বলেছে

আগুণ ॥ আগুণ দেখিয়া মোর জ্বলে মনাগুণ। আগুণ জ্বালাব তাব লাগুক আগুণ ॥ আই২ ছাই মাখে লাজে মরে যাই। তার ছাই মাথায় পড়ুক মেনে ছাই ॥ আহা মরি প্রাণ মোর করে ধড ফড়। তারা মোব স্বর্ণলতা জামাই ভাঙ্গড় ॥ রসিক কহিছে বাণী গালি দিও নাই। যারে দেখে গালি দেহ সেই যে জামাই ॥

অথ সন্ন্যাসী দর্শন।

রাগিণী বাবওয়া। তাল জৎ।

সই লো, সন্ন্যাসীরে কেমন২ দেখি। আড নয়নে ঘন চায নাচায় দুটি খঞ্জন আঁখি ॥ কেমন কে পারে চিন্তে, কে জানে কি করে চিন্তে, বুঝি ভগ্ন প্রেমের চিন্তে, না জানি কার দুঃখের দুঃখী ॥ ধু ॥

বিপরীত পয়ার ছন্দ ॥

অন্যায়মক।

দেখিয়ে যোগীর রূপ, খেদ করে কত রূপ,
সবে বলে দেখ দেখ চায়ে।
না দেখি সুন্দর আর এযোগীর চায়ে ॥
আমরা কুলের নারী, পলক ফেলিতে নারি,
একথা কহিব গিয়া কায়।
আহা মরি ছাই মাখা হেন স্বর্ণকায় ॥
চন্দ্রা বলে হাসি পায়, প্রণাম যোগীর পায়,
এ যে যোগী কেমন কেমন।
অনুভবে জানা যায় হারেছে কে মন ॥

দেখিয়াছি কত যোগী, তত্ত্ব জ্ঞানে জ্ঞান যোগী,
আঁখি মুদে রাঙ্গা পদ চায়।
এযে ক্ষণে মুদে আঁখি ক্ষণে ফিরে চায়॥
স্ফটিকের মালা করে, ক্ষণে ক্ষণে ধ্যান করে,
কোন ধ্যানে আছে কেবা জানে।
অই জানে বিধি জানে আর জানে জানে॥
রাণী বলে হরি হরি, কোন কুল পরিহরি,
সন্ন্যাসী হইল কোন ভাবে।
তাই ভাবি উহার জননী কত ভাবে॥
মারীবে পরাণে মারি, প্রাণ বধিয়াছে মারি,
আহা মরি কাহার বাছনি।
এমন না দেখি আর কবিয়া বাছনি॥
যোগী বসিয়াছে যোগে, জ্ঞান হয় নিশিযোগে,
প্রকাশ হয়েছে যেন রবি।
আহা নিরীক্ষণ করি তিলেক কি ববি॥
সন্যাসীব নাহি দ্বেষ, ভ্রমিয়াছে নানা দেশ,
আহা মরি বর্ণ বিবরণ।
অনুমানি জানে জীবনের বিবরণ॥
মুখে বল শুভঙ্করী, চল চল শুভ করি,
অই সন্ন্যাসীর সন্নিধানে।
সুধাইব সমাচার যদি কিছু জানে॥
তাহে সবে দিল সায, পরামর্শ হৈল সায,

যায়২ চারিদিগে চায়।
অগ্রেতে রাজার ভগ্নী পরিচয় চায়॥
রসিক কহিছে রায়, বুঝে সুঝে দিও রায়,
তোমার পিশেস কিবা বলে।
সুচতুর জানা যাবে সুবুদ্ধির বলে॥

অথ সন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা।
রাগিণী বারওা। তাল ঠুংরি।
কেতুমি কি অভিমানে হয়েছ সন্ন্যাসী। আঁখি
হৈল অনিমিখ হেরে তব রূপ রাশি। এত যে
মেখেছ ছাই, তবু রূপের সীমা নাই, আহা
মরি মরে যাই, দেখে আঁখি-নীরে ভাসি॥ ধ্রু॥

পয়ার। জিজ্ঞাসে তারার পিশী সন্ন্যাসী গোসাঞি। কোথা হৈতে আইসেন যাবেন কোন্ ঠাঁই॥ দেখিয়ে তোমার রূপ স্নেহ নীরে ভাসি। কোন কুল ত্যজে বল হয়েছ সন্ন্যাসী॥ কেন তুমি ছাই মাখ হেন-সোণা গায়। আহা মরি মার বাছা ত্যজিয়াছ মায়॥ কোন রাগে আসিয়াছ বুঝিতে না পারি।এ নবীন বয়েসেতে কেন জটাধারী॥ কি বলে মায়েব প্রাণে দিয়াছ প্রবোধ।অনুমানি খুন করিয়াছ জন্ম শোধ।।ঘরে যদিথাকেনারী তার কিবা হাল। দিয়াছ অনল তার যুড়িয়া কপাল॥ সে ধনী কি প্রাণে আছে হয়ে তোমা হারা। আহা মরি তার মত দঃখী

মোর তারা॥ শুনিয়া তারার কথা সন্তুষ্ট জীবন। করিয়া বিস্ত
র ছল কহেন তখন॥ কি বলিলে বল মায়ী শুনি, সমাচার।
কেবা তুমি কার নারী তারা কে তোমার॥ আসিয়াছে কত
গুলি পরমা রূপসী। ভূতলে উদয় যেন পূর্ণিমার শশী॥ এমন
রজনীকালে যত কুল কন্যা। কোথা হৈতে আইলে বল এখানে
কি জন্যা॥ কহিলে তারার কথা সে কেমন আর। কেবা সেই
কার নারী কিবা দুঃখ তার॥ সে ধনী কহিছে তবে শুন জটা
ধারী। রাজকুলে থাকি মোরা রাজকুল নারী॥ প্রত্যহ যামিনী
কালে কামিনী সকলে। ব্রহ্মময়ী দরশনে আসি এই স্থলে॥
ভূপতির ভগ্নী আমি শুন যোগীবর। কহিনু তারার কথা তোমা
র গোচর॥ কহিতে তাহার দুঃখ আখি ভাসে জলে। তার মত
দুঃখি আর নাহি ভূমণ্ডলে॥ ভূপতির নাহি পুত্র সবে সে
নন্দিনী। তার রূপ হেরে স্থির নহে সৌদামিনী॥ হয়েছিল তার
মত সুন্দর জামাই। কে জানে সন্ন্যাসী হবে সন্ন্যাসী গোসা
ঞি॥ কপালে আগুণ তার সন্ন্যাসে কি গুণ। শুনি নাকি জপ
করে জ্বালিয়া আগুণ॥ এখানে ভাবিয়া তার ভার্য্যা হয় সারা।
বিবর্ণ হয়েছে মোর স্বর্ণময়ী তারা॥ তেঁই বলি তুমি বুঝি হও
সেই মত। ত্যজিবে যুবতী নারী এ যোগেতে রত॥ কহিলাম
গোসাঞিঃ সকল সমাচার। কহ দেখি পরিচয় শুনি আপনার॥
শুনি মনেং হরি স্মরে যোগীবর। পিশেসের সঙ্গে কথা কিদিব উ
ত্তর॥ কহিতে সরম হয় আর পায় হাসি। না জানে পিশেস
আমি কেমন সন্ন্যাসী॥ যেমন নির্লজ্জ সব আইল নিকটে।

সমোচিত ফল দেওয়া উপযুক্ত বটে॥ প্রকাশ করিয়া ইহা শি খাইব পরে। কখন এমন যেন আর নাহি করে॥ এতেক ভাবি য়া রায় কহেন তখন। মোর পরিচয় তবে করহ শ্রবণ॥ রসিক কহিছে রায় পিশেসেরে লয়ে। কথা মাত্র কৈও অতি সাবধান হয়ে॥

অথ সন্ন্যাসীর ছল।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জৎ।

থাকি যোগাচারে কাশীতে। জানে সে কাশী
বাসীতে। আইলাম সুখে পশিতে, তারা প্রেমা
মৃত রাশিতে, রসিকের মনোদুঃখ নাশিতে॥ ধ্রু॥

পয়ার। সন্ন্যাসী বলেন তবে শুন পরিচয়। তারা প্রেম যোগে আমি করেছি আশ্রয়॥ তীর্থেতে তারার কথা করিয়ে শ্রবণ। আসিয়াছি করিতে এ তারা দরশন॥ অতি শুভক্ষণে তারা হেরিনু নয়নে। জীবন যুড়াল আজি তারা দরশনে॥ যোগী দুই অর্থে নিজ পরিচয় বলে। যে কালিকা সেই তারা বুঝিল সকলে॥ সন্ন্যাসী বলেন কহিলাম পরিচয়। রাজনন্দিনীর দুঃখ শুনে প্রাণ দয়॥ আগ মরি যে তার পতির শুনি গুণ। সন্ন্যাসী হইয়া করে কামিনীরে খুন॥ যার ঘরে এমন যুবতী পূর্ণমাসী। সে কেন আপনা খায়ে হইল সন্ন্যাসী॥ এমন যুবতী যদি না হেরে নয়নে। সে নয়নে কি ফল বিফল দরশনে॥ বিচ্ছেদ বেদনা শুনে মর্ম্মে ব্যথা পাই। কেমন সে রাজকন্যা দেখিবারে চাই॥ আপাদ মস্তক তার করিয়ে দর্শন। অদৃষ্টে ফলাফ।

দেখিব কেমন ॥ শুনে সন্যাসীর কথা প্রফুল্ল অন্তরে। তারারে লইয়ে ধনী দেখায় সত্বরে॥ আহা মরি এই দেখ তারা মুখ চাঁদ। হইয়াছে বিবণ ভাবিয়ে পরমাদ॥ সন্যাসী তারার রূপ দেখে নিরখিয়ে। ধিক মোরে কি করেছি এধনে ত্যজিয়ে॥ ফেলেছিনু পায়ে আমি কি রসের মেলা। পদ্ম ফেলে হেলার হেলায় করি খেলা॥ এত ভাবি ধূর্ত্তরাজ বলেন তখন। যত কিছু কর্ম্ম ফলে হয়েছে এমন॥ আমি এক ঔষধি বান্ধিয়া দিব গলে। অবশ্য পাইবে পতি ঔষধের ফলে॥ সেই ঔষধের গুণ কহিতে না পারি। যারা পতি পাইতে পারে যত সতী নারী॥ জন্ম অন্ধ জন্ম কালা তারা ভাল হয়। অতি শীঘ্রগতি হয় বন্ধ্যার তনয়॥ পতিবশী ভূত হয় না রয় অন্তর। পরীক্ষা করিয়া আমি দেখেছি বিস্তর॥ শুনে ঔষধের কথা তাহে অনুরক্তি। টোটকা ঔষ ধেতে বড় মেয়েদের ভক্তি॥ কহিছে তারার পিশী ঘুচাও প্র মাদ। পরায়ে তারার গলে কর আশীর্ব্বাদ॥ শুনিয়া তারারে চাহি কহেন সন্যাসী। ঔষধী ধারণ কর বসিয়া রূপসী॥ রমণী বসিল কাছে শিহরিল অঙ্গ। অন্তরে বাড়িল বড় আনন্দ তরঙ্গ॥ সন্যাসীর সঙ্গে২ থাকে এক ঝুলি। লতা পাতা মূল তাহে থাকে কতক গুলি॥ সেই ঝুলি হৈতে যোগী করি অন্বেষণ। মিছে এক শিকড় লইল ততক্ষণ॥ তারারে বলেন কর ভক্তি আচ রণ। শীঘ্রগতি খুলে ফেল বুকের বসন॥ তারা নাহি খুলে বস্ত্র লাজে করি ভর। চন্দ্রাননী খুলে দিল আসিয়া সত্বর॥ কামে মত্ত হয়ে যোগী তারার গলায়। ঔষধী বান্ধিয়া দিল মতির মা

লায়॥প্রণামকরিল তারা লোটায়ে ধরণী।আশীর্ব্বাদ করে যোগী ধূর্ত্ত চূড়ামণি॥ শীঘ্র আসি পুত্র হরু করিনু কল্যাণ। রসিক কহিছে আমি হইনু অজ্ঞান॥

অথ রাণীর ঔষধী ধারণ।

রাগিণী সুরট। তাল কাওয়ালি।

বাঁচে কি বিরহী ফুলবাণের বাণে। কোকিল ঝংকারে সদা স্থানে২॥ কাম ভরে টলং, আঁখি দুটি ছলং,কি উপায় বলং, কানে২॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী। তখন হাসিয়া রাণী, বিনয়েং বাণী, কহিছেন সন্যাসীর কাছে। শুনং জটাধারী, আমি এ রাজার নারী, মোর এক নিবেদন আছে॥ প্রণমামি পুনঃ২, আপনি যদ্যপি শুন, একটী মর্ম্মের ব্যথা বলি। এই যে দাঁড়ায়ে যিনি, হন মোর নন দিনী, ইহার জ্বালায় সদা জ্বলি॥ প্রবাসে নন্দাই থাকে, বৎসরে দুদিন তাঁকে, ঘরে মাত্র পায় দরশন। তাহে কি রমণী সুখী, সদা জ্বলে বিধুমুখী, অই দুঃখে দুঃখি সর্ব্বক্ষণ॥ রাখ প্রভু এই যশঃ সে হয় ইহার বশ, দেহ কিছু ঔষধী এমন। আইসং বঁধূ বলে, আদরে পড়িবে ঢলে, হবে চাঁদ চকোরে মিলন॥ রাণী চুপ এত বলে, সে ধনী উঠিল জ্বলে, বলে আই ছিছি কি বালাই। সন্যাসী গোসাঞি শুন, শুনে জ্বলে মনাগুন, এমন ঔষধে কায নাই॥ যৌবন হয়েছে গত, ভাব ভঙ্গি সব হত, বুড়ায় কি বুড়ায় মনোবসে। সময়ে সকল মিষ্ট, অসময়ে বিষ দৃষ্ট, বুঝে বল বল কি পৌরষে॥ বরং এই নিবেদন, রাণী পুত্রবতী হন, এমন

ঔষধী কিছু দেহ। হবে রাজবংশ রঙ্গে, মঙ্গল সবার পাঙ্গে, পুলকে পূর্ণিত হবে দেহ ।। উভয়ের রঙ্গ দেখে, বহির্বাস দিয়ে মুখে, সন্যাসী রাখিতে নারে হাসি। পিশেসে বলেন যোগী, হয়ো তবে মনোযোগী, দুজনে ঔষধী পর আসি।। ঔষধের গুণ জানি, তনয় পাবেন রাণী, তব কান্ত নিবাসে আসিবে। বারোমাস রবে বশে, অন্তর পুরিবে রসে, সুখে প্রেম তরঙ্গে ভাসিবে ।। যৌবন হয়েছে গত, তাহে কেন খেদ এত, পুনঃ যাবি আসিবে যৌবন। সেই হাব ভাব ভঙ্গি, যৌবনের আনুষঙ্গী, সব আসি দিবে দরশন ।। রাণী বলে ও ননদী, না জানি সে কি ঔষধী, যৌবন আসিবে পুনঃ ফিরে। আমার বচন ধর, ত্বরায় ধারণ কর, নমস্কার করো সন্যাসীরে ।। বলি তবে অতঃপরে, আমি ত পরিব পরে, তুমি কর অগ্রেতে ধারণ। শুনিয়ে রাণীর বাণী, সে কহিছে নাই হানি, দেখা যা'ক ঔষধী কেমন।। এত বলি অক পটে, সন্যাসীর সন্নিকটে, হাসিয়া বসিল রসবতী। অন্তরে গোবিন্দ স্মরি, ঔষধী ধারণ করি, অমনি উঠিল শীঘ্রগতি।। তখন মহিষী আসি, বসিলেন হাসি২, করিলেন ঔষধী ধারণ। রসিক হাসিয়া কয়, এমন কি আর হয়, জীবনেরে দিলাম জীবন ।।

অথ চন্দ্রার ঔষধী ধারণ।

রাগিণী মোল্লার। তাল কাওয়ালি।

রাখিতে নারিলে প্রেমধন। প্যারি গো কি করব

কারণ। মান সাগরে শ্যাম নাগরে দিলে বিসর্জ্জন। যার গৌরবেতে গৌরবিণী,হয়ে আছিস কমলিনী, সেই কৃষ্ণ তোর মান তরঙ্গে ভাসিছে, ছিগো গোকু লে সকলে হাসিছে, রাধে শুনগো মানিনী চিন্ত। মণি ধনের ধনী ধনি. কেন সে নীলকান্ত মণির এত অযতন ॥ ধ্রু ॥

পয়ার। এইরূপে ঔষধী পরিয়া কৃতহয়ে। তখন তাবার শিশী সন্যাসীরে বলে ॥ এই দেখ মহাপ্রভু আমার নন্দিনী। চন্দ্রাননী নাম ধরে রূপচন্দ্র জিনি ॥ সাক্ষাতে দেখিলে রূপ গুণ চমৎকার। জামাই বাদেনা ভাগ্যে কি হবে ইহার ॥ সন্যাসী ভাবেন ভাল মিলালেন কালী। এতক্ষণে পাইলাম মনোমত শালী ॥ ঔষধী পরাতে এই উপযুক্ত বটে। প্রাণ পুলকিত হবে বসায়ে নিকটে ॥ হাসিয়া চন্দ্রারে ডরে কহিছেন যোগী। ঔষধী পরিতে ধনি হওলো উদ্যোগী ॥ হাস্য সন্যাসীর কাছে বসিল সুন্দরী। চুপেং কৌতুক করেন জটাধারী ॥ এমন সুন্দরী তুমি তুল্য নাহি যার। কেন সে বাসে না ভাল মর্ম্ম বল তার ॥ অনুমানি তুমি তারে না পার দেখিতে। নতুবা বিবাদ কেন চাঁদ চকোরেতেও ॥ উভয়ের দোষ ইথে আছে কাযে২। এক হাতে করতালী কভু নাহি বাজে ॥ রাগে চন্দ্রা বলে শুন২ যোগী রাজ। ঔষধী পরাহ মিছে কথায় কি কায ॥ অমনি হাসিয়া যোগী মহিষীরে কয়। তোমাদের মায়ে্য গুলা বড় ভাল নয়। কেবল জামাই মন্দ মিছে বল আর। যেমন দেব

তা যিনি তেমি দেবী তার॥ ভাল হৈলে দ্বন্দ্ব কেন হবে রসা ভাষে। আমি জানি ভাবে সকলে ভাল বাসে॥ বুদ্ধিনাহি মিলিয়াছে উভয়ে সমান। আপনি রাখিলে থাকে আপনার মান॥ সে জামাই তীর্থবাসী সেই যেন মন্দ। এ জামাই আছে ঘরে কেন হয় দ্বন্দ্ব॥ এত শুনি চন্দ্রাননী রাগে করি ভর। চাহিনা ঔষধী বলে উঠিল সত্বর॥ রাখহ ঔষধী প্রভু ঝুলিতে তোমার। সন্যাসিনী মিলে যদি গলে দিবে তার॥ বশীভূত হয়ে রবে নয় নেহ। যুড়াইবে প্রাণ দিগম্বরী দরশনে॥ সন্যাসী কহিছে তুমি যে বলিলে রাগে। পরায়ে দিয়াছি মোর যোগিনীরে আগে॥ এই অল্প কথা শুনে মত্ত রাগরঙ্গে। তেই সে বিবাদ হয় ভাতারের সঙ্গে॥ এইরূপে সন্যাসী হাসিয়া যত বলে। চন্দ্রাননী চন্দ্রমুখী দুনা ক্রোধে জ্বলে॥ চন্দ্রার জননী আসি কহিছে তখন। প্রভুর সঙ্গেতে কেন বিবাদ এমন॥ যে দেখি তেজস্বী যোগী সূর্য্যের আকার। শাপ দিলে এখনি হইবি ছার খার॥ তক্ষকের লেজে কেন কর করাঘাত। দংশিলে বাড়িবে বড় বিষের উৎপাত॥ পতঙ্গ হইয়া কেন পড় অগ্নিকুণ্ডে। আপনি হানহ বাজ আপনার মুণ্ডে॥ কি করিলি মোর মাথা খায়ে একি দায়। ত্বরায় ধরহ গিয়া সন্যাসীর পায়॥ সন্যাসী বলেন মাগি আমি রুষ্ট নয়। পরম সন্তুষ্ট আছি কেন কর ভয়॥ কন্যারে বসিতে বল ঔষধী পরাই। হইবে উহার বশ তোমার জামাই॥ চন্দ্রার জননী তবে চন্দ্রারে লইয়া। সন্যাসীর সন্নিকটে দিল বসাইয়া॥ তাবার বুকের বস্ত্র চন্দ্রা খুলে দিল। সময় পাইয়া ধনী প্রফুল্ল হইল॥

চন্দ্রার বুকের বস্ত্র খুলে দিল আসি। দাড়িম্ব যুগল কুচ দেখিল সন্যাসী॥ হাসিয়া দিলেন তারে পরায়ে ঔষধী। সন্যাসীর নাহি আর সুখের অবধি॥ আর২ সবে পরে হইয়ে তৎপর। সে সব কহিতে গেলে বাড়িবে বিস্তর॥ রসিক কহিছে যোগী যে ফন্দি তোমার। রমনী কি ছার মনঃ ভুলেছে আমার॥

অথ জীবনের বারতা জিজ্ঞাসা।

রাগিণী ঝিঝিটী। তাল তেতালা।

কিরূপে সে রূপ কব অপরূপ অতি। স্বরূপ কহিতে লজ্জা পায় রতি পতি॥ তার মুখ চন্দ্র দেখে, চন্দ্র গেল চন্দ্রলোকে, নলিনীর সেই দুঃখে, সলিলে বসতি॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী। সুধায় জিনিয়ে রাণী, যোগীরে সুধায় বাণী; কহ২ সন্যাসি গোসাঞি। তুমি প্রভু তীর্থবাসী, গোকুল মথুরা কাশী, ভ্রমণ করেছ কত ঠাঞি॥ যদি তীর্থ পর্য্যাটনে, দৈবে জামাতার সনে, দেখা হয়ে থাকে প্রভু তব। দাসীর বচন ধর, বারেক স্মরণ কর, জনমের মত কেনা রব॥ বলি তার সুনিণয়, বয়েস অধিক নয়, তোমার বয়েসী সেইজন। সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ, গিধিনী জিনিয়া কর্ণ, সুধাকর সদৃশ বদন॥ মুখ মধ্যে কিবা নাসা, খগের গৌরব নাশা, তিল ফুল তিল তুল্য নহে। কিবা শোভা নাসিকায়, রূপ হেরে নাসিকায়, বুঝি কাম লুকাইয়ে রহে॥ ধিক কাম ধনুকেরে, ভুরু ভাঙ্গা ভুরু হেরে, দশন দর্শনে কুন্দ

কলি। লাজেতে অমনি ফুটে, সে পদনখরে ছুটে, শরণ লইল গুরু বলি॥ রাণী কহিলেন রূপ, শুনিয়ে রসের কূপ, সন্যাসী চতুর চূড়ামণি। অমনি চাতুরী করে, রূপ শুনে মনোহরে, মায়ি তোর জামাই এমনি॥ যেমন রূপসী মেয়ে, তেমনি জামাই প্যায়ে, কি যাতনা বিধাতায় ধিক। একি অল্প দুঃখ কৈতে, প্রাণাধিক পুত্র হৈতে, জামাতারে মমতা অধিক॥ তাহে তোর পুত্র নাই, সবে ধন সে জামাই, এই কি উচিত কর্ম্ম তার। যার জন্যে করি দুঃখ, সে যদি না চাহে সুখ, যে অসুখ কহিতে অপার॥ শুন মায়ি সমাচার, যে রূপ কহিলে তার, নাহি প্রায় এমন সন্যাসী। আছে মাত্র এক জন, তাব সঙ্গে দরশন, যবে আমি কাশী হৈতে আসি॥ শুনেছি তাহার ঠাই, সত্য মিথ্যা জানি নাই, হয়েছে পথের পরিচয়। ছিল সিন্ধুপুরে ধাম, জীবন তাহার নাম, রঘুবীর রাজার তনয়॥ শুনে সন্যাসীর মুখে, মহিষী মোহিল সুখে, কি কুশল বলিলে গোসাঞি। গেল ব্যথা আন্তরিক, জীবন জীবনাধিক, সেই বটে আমার জামাই॥ বিনে সে জীবন ধন, দহিছে জীবন মন, জীবনের জীবন জীবন। আছে মোর বহুধন, বংশে নাহি পুত্রধন, সে ধনের সকল এধন॥ শুনিব কুশল তার, শারীরিক সমাচার, ভাল সে আছে প্রাণে। সেই গিয়াছে বিয়ে করে, দেখিয়াছি বাস ঘরে, পুনঃ নাহি আইল এখানে॥ সন্যাসী অমনি কয়, সেই কি জামাই হয়, ছি ছি তার জনম বিফল। আছে ভাল শারীরিক, মায়ি তোর প্রাণাধিক, জামাতার সমস্ত মঙ্গল॥ পরিত্যাগ

করে কাশী, এক্ষণে মথুরা বাসি, ভাসিতেছে আনন্দ সলিলে। তার রঙ্গ শুন যদি, উথলিবে লজ্জা নদী, পলাইবে পরিচয় দিলে॥ পূর্ব্বে বরং ছিল ক্লেশ, এখন সুখের শেষ, বিশেষ কহিতে কিছু নারি। রসিক কহিছে ধন্য, রসিকের অগ্রগণ্য, ধূর্ত্ত রাজ তুমি জটাধারী॥

অথ সন্যাসীর সহ তারার কথা।

রাগিণী ঝিঝিটী। তাল জৎ।

প্রাণ বঁধু শ্যাম কেমন আছে গিয়া মথুরায়।
পরেকি সে মোহনধড়া মোহন বাঁশিটী বাজায়॥
বাঁকা হয়ে কদম তলে, দাঁড়ায় কি জয় রাধা বলে,
গোধন লয়ে বংশী বদন, বংশীবট বিপিনে যায়॥ ধ্রু॥

পয়ার। আক্ষেপোক্তি।

বাক্য জিনিয়া সুধায়। বাক্য জিনিয়া সুধায়।
চন্দ্রাননী চন্দ্র মুখী হাসিয়া সুধায়॥
শুনি গোসাঞি কি বল। শুনি গোসাঞি কি বল।
শুনিতে কুশল তার বাসনা কি বল॥
ভস্ম মাখে কি সে গায়। ভস্ম মাখে কি সে গায়।
রামজী কেযণজী বলে সদা গীত গায়॥
সে কি খায় সিদ্ধি ঘুঁটে। সে কি খায় সিদ্ধি ঘুঁটে।
তীর্থ ঘুঁটে বেড়ায় কুড়ায় কাষ্ঠ ঘুঁটে॥
সে কি বাঘ ছাল পরে। সে কি বাঘ ছাল পরে।
কত বড় জটা তার মস্তক উপরে॥

বল এই ভিক্ষে মাগি। বল এই ভিক্ষে মাগি।
মিলেছে কি তারে সন্যাসিনী এক মাগি ॥
শুনে যোগী করে ছল। শুনে যোগী করে ছল।
সে কথা কহিতে আঁখি করে ছলং ॥
দেখ আমার যে বেশ। দেখ আমার যে বেশ।
এই মত সমুদয় বেশ তার বেশ ॥
জটা পড়ে তার পায়। জটা পড়ে তার পায়।
তার কাছে ধনি তোর বেণী লজ্জা পায় ॥
দুঃখ অন্তরে তুলনা। দুঃখ অন্তরে তুলনা।
সে নিষ্ঠুর সন্যাসীর না দেখি তুলনা ॥
ত্যজে এ যুবতী নারী। ত্যজে এ যুবতী নারী।
যে কর্ম্ম করিল তীর্থে সে কহিতে নারি ॥
কান্দ তোমরা সে বিনে। কান্দ তোমরা সে বিনে।
সে পায়েছে এত দিনে যোগিনী নবীনে ॥
মত্ত প্রেমের ঘটায়। মত্ত প্রেমের ঘটায়।
কে ঘটাতে পারে যদি বিধি না ঘটায় ॥
একা সন্যাসিনী নয়। একা সন্যাসিনী নয়।
হয়েছে শালীর সঙ্গে নূতন প্রণয় ॥
সেই শালীর হাব ভাবে। সেই শালীর হাব ভাবে।
ঢলো যেন গলো পড়ে প্রেমের প্রভাবে ॥
তীর্থে ইহা জানে কেনা। তীর্থে ইহা জানে কেনা।
সন্যাসী সে শালীর গুণেতে আছে কেনা ॥

শুনে হাসিল সে ধ্বনি। শুনে হাসিল সে ধ্বনি।
আজি কি শুনালে প্রভু সুমধুর ধ্বনি।।
মরি গোসাঞি গোসাঞি। মরি গোসাঞি গোসাঞি।
কথা শুনে হাসি পায় সন্যাসী গোসাঞি।।
সত্য মিথ্যা কেবা জানে। সত্য মিথ্যা কেবা জানে।
তুমি জান ধর্ম্ম জানে আর জানে জানে।।
তার শালীব কি রূপ। তার শালীর কি রূপ।
কেমন যোগিনী ভাল বাসাই কি রূপ।।
যোগী বলে মরি মরি। যোগী বলে মরি মরি।
সে যে ভাল বাসা বাসি কি কব সুন্দরী।।
যথা নূতন পিরিতি। যথা নূতন পিরিতি।
সেই খানেতে চলাচল প্রেমের এরীতি।।
দেখ বেদাদি পুরাণ। দেখ বেদাদি পুরাণ।
সেই খানেতে ভগ্ন স্নেহ যেখানে পুরাণ।।
বল কমল বাসিতে। বল কমল বাসিতে।
দেখেছ কি ভঙ্গে ভাল কোথায় বাসিতে।।
হাস্যা কহিছে রসিক। হাস্যা কহিছে রসিক।
যেখানে নূতন রস সেই খানে রসিক।।

অথ তারার খেদ।

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

নাথের বিচ্ছেদ বিষে বুঝি মোর গেল প্রাণ।

রহেনা২ বিনে মিলন অমিয়পান ॥ কিম্বা প্রেম
জল সার, করিলে বাচি এবার, নতুবা অসারে
সার, জীবনে জীবন দান ॥ ধ্রু ॥

পয়ার ॥ এই রূপে কথা কয়ে সন্যাসীর সনে। বিদায় হই য়া সবে গেল নিকেতনে ॥ তারাব মহালে তারা আর চন্দ্রাননী। পালঙ্গে বসিল যেন চাঁদ দুই খানি ॥ মিলে সব সহচরী চামর ঢুলায়। উপ ভোগ নানা দ্রব্য সম্মুখে যোগায় ॥ কস্তূরী আতর চুয়া সুগন্ধি চন্দন। মাখাইতে যায় তারা করিল বারণ চন্দ্রাবলে বারণ করিলে কি কারণ। ফিরাইয়া দিলে কেন আতর চন্দন ॥ তারা বলে চন্দ্রা লো চন্দনে কায নাই। অতি শীঘ্র দেহ মোরে মাখাইয়া ছাই ॥ এইলহ মুক্তা হারনাহি প্রয়োজন। আনিয়া রুদ্রাক্ষ মালা পরাহ এখন ॥ নীলাম্বরে কায নাই আন বাঘছাল। পরাইয়া কটী দেশে ঘুচাও জঞ্জাল ॥ কায নাই মেঘ বর্ণ কুন্তলে আমার। বেণী খুলে বানাইয়া দেহ জটা ভার ॥ বিভূতির গোলা দেহ দণ্ডকমণ্ডলা বসন ভূষণ লহ পরিয়া কি ফল ॥ সন্যাসিনী সাজাইয়া দেহ লো ত্বরিতে। নাথের নিকটে যাব প্রাণ যুড়াইতে চন্দ্রা বলে সন্যাসিনী হৈতে যদি সাধ। ধৈর্য্য হও দিন কত ঘুচিবে প্রমাদ ॥ আসিবে সন্ন্যাসী এই ঔষধের ফলে। সন্যাসিনী তখন সাজিবে কুতূহলে ॥ রসময় রসময়ী বসিবে দুজন। হর গৌরী দরশনে যুড়াবে নয়ন ॥ তোমারে জ্বালায় সেই মদনের শর। করিবেন কাম ভস্ম আসিয়া সে হর ॥ কেন মিছে তাঁর্থে

গিয়া করিবে ভ্রমণ। ঘরে বসি কত তীর্থ দেখিবে তখন॥ তীর্থ দেখাবাব কর্ত্তা তোমার সে হর। আনন্দে দেখাবে তীর্থ দেখিবে বিস্তর॥ সিদ্ধি ঘুটিবারে বড় তোমার বাসনা। তখন ঘুটিবে সিদ্ধি পূরিবে কামনা॥ এক্ষণে কি সুখ বল দণ্ড কমণ্ডলে। দণ্ড কমণ্ডলে সুখ পাবে সেই কালে॥ হরং শব্দ সেই বলাবে যখন। আনন্দে বলিবে সুখ বাড়িবে তখন॥ কোথা পাব পরাইতে রুদ্রাক্ষের মালা। সে আসি পরায়ে দিবে ঘুচে যাবে জ্বালা॥ বাসনা করেছ চিত্তে বাজাইবে গাল। সে আসি বাজায়ে দিবে ঘুচিবে জঞ্জাল॥ শুনিয়ে চন্দ্রাব কথা হাসিল সুন্দরী। কি রঙ্গ করিস মেনে বাক্য জ্বল্যে মরি॥ সকলি জানিস চন্দ্রা নহে অপ্রকাশ। তবু বলি আমার যে দুঃখ বার মাস॥ রসিক কহিছে আর কেন কর খেদ। আসিয়াছে জটাধারী ঘুচাতে বিচ্ছেদ॥

অথ বারমাসের দুঃখ বর্ণন॥
রাগিণী ঝিঁঝিটী। তাল আড়া।

সে বিনে যাতনা যত সে বিনে জানাব কারে।
অন্তরের দুঃখ আমি রাখি অন্তরেং॥ সে
মোর আঁখি অঞ্জন, আঁখি মোর নিরঞ্জন,
করে গেছে সে অঞ্জন, অঞ্জন দিয়ে অন্তরে॥ ধ্রু।

ত্রিপদী॥ বৈশাখে প্রখর রবি, সুনিলে অসুখে রবি, যে দুঃখ লো সে কহিব কারে। এতেক বিরহ তাপ, ভাস্করের যে

উত্তাপ; বিরহিণী বাঁচি কি প্রকারে।। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘরে বসি, পাকা অম্র করে রসি, করিআমি সর্ব্বদা রোদন। নাগর নাহিক ঘরে, সেরসি খাওয়াইকারে, রসিতেরসিয়া উঠেমন।।আষাঢ়ে না স্বরেবাক, শুনে নীরদের ডাক, বিষম ভেকের মেকামেকি।সঘনে বরিষে বারী, বারী করে প্রাণ বারি, কান্ত বিনে বড় ঠেকা ঠেকি।। শ্রাবণেতে আছে ধরা, বর্ষায় ভাসায় ধরা, চাতকী মেঘের জল পিয়ে। বিনে কান্ত নবঘন, আমি কাঁদি ঘন২, সে জল দে জল দে বলিয়ে ।। শরৎকাল ভাদ্র মাস, শশী করে সর্ব্বনাশ, কান্তি হেরে কান্ত পড়ে মনে। চন্দ্রের রমণী তারা, চন্দ্র ঘেরে থাকে তারা, বল বাঁচে এ তারা কেমনে'।। আশ্বিনেতে দুর্গোৎসব, নিবা সেতে আইসে সব, যে যে খানে থাকে কর্ম্ম স্থানে । ধনে মনে প্রেম রসে, অগ্রেতে রমণী তোষে; মোরে ফুলবাণ বাণ হানে ।। কার্ত্তিকে হিমানী বড়, ভয়ে লোক জড় সড়, জ্বরে পাছে করে প্রাণে হানি। আমি মরি কাম জ্বরে, অন্য জ্বরে কিবা করে; নাহি মানি কিসের হিমানী।। অগ্রহায়ণ মাসে প্রায়, সকলে নূতন খায়, হাটে মাঠে নূতন যে কত। আমার হয়েছে সার, পূরাণ বোদন আর, না ঘুচিল জনমের মত।। পৌষ মাসে ঘোর শীতে, যেমন দুঃখিনী সীতে, নিশিতে তেমনি ভাবি আমি । করেন নীলকণ্ঠ কি, যেন লো শয্যা কণ্টকি, জানেন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী মাঘেতে বাঘের প্রায়, নূতন বসন্ত ধায়, সঘনে ঝংকারে মধুকর কুসুম প্রফুল্ল হয়, মলয় বাতাস বয়, হুতাশে কম্পিত কলেবর।। ফাল্গুণে কৃষ্ণের দোলে, যারা থাকে পতি কোলে, করে ফাগু

মাখামাখি গায়। রঙ্গে পরে পরিপাটী, বসন্তী রঙ্গের সাটী, দেখে মোর প্রাণ জ্বলে যায়॥ চৈত্রেতে বারুণী যবে, গঙ্গা স্নান করে সবে, নিত্য মহা বারুণী আমার। দুঃখ তিথি যোগ করে, শনি দশা শনিবারে, আঁখি নীরে স্নান অনিবার॥

অথ চন্দ্রার সহ তারার কথা।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালি।

আর রবনা২ আমি কুলে। একুলে নাই কূল
কিনারা পড়েছি অকূলে॥ কুলে নাহি পাই
কূল, ভাব্যা প্রাণ হয় আকুল, পতি নহে অনু
কূল, বিধি প্রতিকূলে॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ তারা বলে চন্দ্রা লো শুনিলে বিবরণ। এই হেতু বলি গৃহে নাহি প্রয়োজন॥ ত্বরায় সাজায়ে মোরে দেহ সন্ন্যাসিনী। এখনি যাইব আমি থাকিতে যামিনী॥ পতি দরশনে মনে হয়েছে বাসনা। রবনা২ ঘরে রবনা রবনা॥ দিয় না২ বাধা দিয়না২। সহেনা২ আর সহেনা যাতনা॥ ঈষৎ হাসি কহিছে চতুরা চন্দ্রাননী॥ একান্ত সে কান্ত পাশে যাবে কি আপনি॥ ঘরে তবে আমি কেনরব একাকিনী। দুইজনে সাজিব যুগল সন্ন্যাসিনী। তারা বলে সে বেশে কি মিটিবে আবেশ॥ ঘরে আছে বেশ পতির রসিকের শেষ॥ বঁধুর পিরিতি মধুপুরে কর বাস। কিছার সে মধুপুরে দেখিবারে আশ॥ চন্দন রাখিয়া ছাইমাখি বারে মন। সে ছাই তোমার ছাই আমার চন্দন॥ বাঘছাল আমা

র পক্ষেতে নীলাম্বর। এ রুদ্রাক্ষ মুক্তাব হার ভাবি নিবন্তব ॥ জটা ভার মোর পক্ষে চিকুর কুন্তল। দিব্য স্বর্ণ পাত্র জ্ঞান হয় কম গুল ॥ তোমার কি বালাই হইতে সন্যাসিনী। সুখেতে চাঁদের সুধা খাবে বিনোদিনী ॥ হৃদয়েতে পতিচাঁদ হইবে প্রকাশ। এই যে তোমাধ তীর্থ প্রয়াগ প্রকাশ ॥ এ তীর্থেতে নাহি ছাই চন্দন লেপন। ইহা ফেলে ছাই তীর্থে যাবে কি কারণ ॥ এ তীর্থেতে গলে পরে মুকুতাব হার। কেমনে করিতে চাহ রুদ্রাক্ষ ব্যভার ॥ এ তীর্থেতে কবরী বান্ধিবে মনোনীত। ইহা ত্যজে জটা ভার সে নহে উচিত ॥ এ তীর্থেতে নীলাম্বর বড় সুব্যভার। ব্যাঘ্র ছালে শোভা কি লো হইবে তোমার ॥ এই রূপে দুই জনে কত কথা হয়। রজনী হইল সাঙ্গ অরুণ উদয় ॥ দুর্গা বল্যে অমনি উঠিল তারামণি। প্রাতঃক্রিয়া আদি সাঙ্গ করিল তখনি ॥ দা সীরা করিয়া দিল পূজার উদ্যোগ। কুসুম চন্দন আর নানা উপভোগ ॥ ভক্তি ভাবে বিনোদিনী বসিল পূজায়। উদ্দেশে কুসুম দিল কালিকার পায় ॥ পূজা সমাপিয়ে অতি কাতবে অমনি। ককাবেতে কালিকার স্তব করে ধনি ॥ রসিক কহিছে কালী দীনের এ ভয়। অন্ত দিনে পাছে দিনমণি সুতে লয় ॥

অথ কালিকার স্তব।

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালি।

কালি ভরসা মা তোর পদাশ্রয় কেবল।

নাহি বল, উপায় বল, হয়েছি দুর্ব্বল অতি,
কামিনীর বল সম্বল পতি, সে বল হলো
দেশান্তরী হয়ে বল॥
নিতান্ত সঁপেছি মনঃপতিতে, দয়াময়ী কেন নিদয়া
এ পতিতে, হলো বহু কাল অতীত, পতি সে তীর্থে
র অতিথ, অতিথ কর শঙ্করি দুঃখানল॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ ক স্বরূপা করাল বদনি কাত্যায়নি। কিঙ্করীরে কৃপা কর কমল নয়নী॥ কাতরে মা তোরে ডাকি করুণা করিয়ে। কর কালি দুঃখ দূর কটাক্ষে চাহিয়ে॥ একান্ত ব্যাকুল চিত্ত কান্ত প্রতিকূলে। কুল কুণ্ডলিনি কূল দেহিমা অকূলে॥ কাশীশ্বরি করপুটে করি নিবেদন। কিঞ্চিৎ করুণা কণা কর বিতরণ॥ কালী নামে কতগুণ কার সাধ্য কয়। কি কহিব বেদ কারকের কর্ম্ম নয়॥ কবি কঙ্কণের কাব্য শুনেছি চণ্ডীতে। কমলে কামিনী হৈলে শ্রীমন্তে ছলিতে॥ কালকেতু প্রতি কৃপ করিয়ে কাননে। কত ধন দিলে কেবা কবে একাননে। কি করি কিঙ্করী করি কষ্টে কাল ক্ষয়। কান্তের বিচ্ছেদ দুঃখ একান্ত না সয়॥ কৃপা দানে কৃপণতা কিসের কারণ। কৃপাময়ী নামে কি মা কলঙ্ক ভূষণ॥ কৌশিকি গো কাল কান্তা কৃতান্ত দলিনি। কান্ত দেহি কান্ত দেহি কালি কপালিনি॥ কাতরানুকম্পা কালি আমি মা কাতরা। কঙ্কাল বিকট কণ্ঠি কৃত কাঞ্চি করা॥ কামাক্ষ্যা কৌমারি কলাবতি কুন্দযোনি। কুলজ্ঞা কুরঙ্গী নেত্রা কামারি কামিনি॥ কামেশ্বরি কামরূপা কুটিল কুন্তলা। কটী কৃশা কৃত কর্ণ

কিশোর কুশলা॥ কমলা কর্ণিকে· কোণে কাষ্ঠা মধ্যে স্থিতি। কালে কাল সঙ্গে কর বিপরীত কৃতি॥

অথ জীবনের ছল প্রকাশ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমানে ঠেকা।

আজি বুঝা গেল চতুরের চাতুরী। ভারি
ভুবি জারী জুরি ঘুচে গেল লুকাচুরি॥ যে
মত আছিল রঙ্গ, তেমনি হইল ভঙ্গ, ছলনা
হইল সঙ্গ, ঘুচিল তরঙ্গ ভারি॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ এরূপে রূপসী শ্যামা বিষয় বিস্তর। গাইল করি ঘা ধনী খেদ বহুতর॥ কৈলাসে কালিকা দেবী পারিলা জানিতে। তারারে কহেন তারা আকাশ বাণীতে॥ কেন বাছা তারা তুমি এত কর খেদ। আসিয়াছে পতি তোর ঘুচাতে বিচ্ছেদ॥ আমি বিশ্বময়ী কালী তোরা দাস দাসী। শাপেতে জনম লৈলি ভূতলেতে আসি॥ দাস দাসী মিলাইতে অভিলাষী মনে। দিয়াছি যে তীর্থ হৈতে পাঠায়ে জীবনে॥ শুন তার বিবরণ তারা গুণবতি। ব্রজে নিধু বনে ছিল তোর প্রিয় পতি॥ তোর দুঃখ দেখে আমি লয়ে ত্রিপুরারি। ছলিলাম জীবনেরে হয়ে শুক শারী॥ ছলেতে করিয়া তারে বিস্তর ভৎসনা। পাঠায়ে দিয়াছি তোর পূরাতে বাসনা॥ কালিকার রজনীতে নানা রঙ্গ ছলে। সে তোদের ঔষধী বান্ধিয়া দিল গলে॥ শুনিয়া আকাশ বাণী চমকিল ধনি। করেতে আকাশ যেন পাইল অমনি॥ লোমাঞ্চ শরীর মুখে হাস্য মৃদু মন্দ। অস্ত গেল নিরানন্দ উদয় আনন্দ॥

আজি মোর শুভ দিন শুনি সুমঙ্গল। মঙ্গলার কৃপায় প্রকাশ হৈল ছল॥ তাই ভাব একি চতুরের চতুরালি। করিতে কি বাকি আর রাখিয়াছে কালী॥ ছলেতে ঔষধী বান্ধ্যা দিয়াছে গলায়। কোথা পায় এ বিদ্যা প্রণাম তার পায়॥ যেমন করিল কর্ম্ম নাহি লজ্জা ভয়। অবশ্য ইহার শোধ দিতে তবে হয়॥ চতুরের কর্ম্ম এই জগতে প্রচার। যে যেমন তার সঙ্গে তেমতি ব্যভার॥ যেমন সন্যাসী হয়্যে ছলিল আমারে। সন্যাসিনী হয়ে আমি ছলিব তাহারে॥ মধু কুঞ্জ নামেতে পিতার পুষ্পোদ্যান লোক মুখে শুনিয়াছি অতি রম্য স্থান॥ নানা ফুলে সুশোভিত চৌদিগে প্রাচীর। ফটকের সম্মুখেতে শিবের মন্দির॥ পঞ্চানন পূজা ছলে যাইব সেখানে। পঞ্চ দিন রবমধু কুঞ্জ পুষ্পোদ্যানে॥ সখীসঙ্গে যোগ করি নাথেরে ছলিব। নাগরালি কিঞ্চিৎ নাগরে শিখাইব॥ এত ভাবি গিয়া তবে জননীর পাশে। বিনাইয়া বিনোদিনী কহে মৃদুভাষে॥ শুনগো জননী যাব মধু কুঞ্জ বনে। পঞ্চ দিন সেবন করিব পঞ্চাননে॥ একান্ত হয়েছে মন কর অনুমতি। আশু গিয়া পূজি আশুতোষ পশুপতি॥ কন্যার কথায় রাণী হাসেন তখন। নিশিতে রাজারে কন সব বিবরণ॥ কন্যার হয়েছে মন মধু কুঞ্জে রবে। পঞ্চদিন পঞ্চানন চরণ সেবিবে॥ ক্ষতি কিবা কন্যা ইথে যদি রহে মনে। সে বনে পাঠাও কন্যা শিবের সেবনে॥ শুনিয়ে রাণীর কথা রাজা দিল সায়। প্রভাতে কন্যারে মধু কুঞ্জেতে পাঠায়॥ হীরে ধীরে পদ্ম চাঁপা দাসী চারি জন। তারার সঙ্গেতে তারা প্রবেশিল বন॥ শুনহ

যে রূপে তারা যোগিনী সাজিল। জীবন তারার খেলা রসিক রচিল॥

অথ তারামণির সন্যাসিনীর বেশ।

রাগিণী ঝিঁঝিটী। তাল জৎ।

নিকুঞ্জে কি সাজে রাই পরে কুঞ্জ ফুলের হার।
হরিতে হরির মনো সুখে করিতে বেহার॥ সখী
মেলি নানা যূথে, গাঁথি ফুল বিনি সূতে, ভুলা
ইতে নন্দসুতে, গলে দিল শ্রীরাধার॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী॥ প্রবেশ করিয়ে বনে, লয়ে নিজ দাসীগণে, কহে সতী পতির সংবাদ। হাসিং বিনোদিনী, সাজে দিব্য সন্যাসিনী, রঙ্গে পাতে পতি ছলা ফাঁদ॥ বিনোদ কবরী খুলে, জটা ভার করে চুলে, বিনাইয়া বিবিধ প্রকারে। নীলাম্বর ত্যজ্য করি, বাঘ ছাল অঙ্গে পরি, ত্যজিলেন স্বর্ণ অলঙ্কারে॥ রুদ্রাক্ষেরমালা গলে, পরিলেন কুতূহলে, রসবতী আনন্দে মাতিয়ে। ছাই মাখে সোণা গায়, পরম যোগিনী প্রায়, বসিলেন সূর্য্যেরে জিনিয়ে॥ লয়ে দণ্ড কমণ্ডলে, যোগাসনে যোগ ছলে, রহিলেন পতি ছলিবারে। সম্মুখে জ্বালিয়ে ধুনী, করে ধনি শিব ধ্বনি, ধন্য ধনি বাখানি তাহারে॥ আছিল সঙ্গিণী যারা, তারার আজ্ঞায় তারা, চারি জনে সাজে সন্যাসিনী। করে বিভূতির গোলা, মুখে বলে বম ভোলা, যেন তত্বজ্ঞানে উন্মাদিনী॥ চাঁদে যেন ঘেরে তারা, তারার চৌদিগে তারা, হাসি হাসি বসিল তখন। ভানু অস্তাচলে চলে, কমলিনী জলে জ্বলে, শশী আসি

দিলেন কিরণ॥ বসন্তে কুসুম ফুটে, চারিদিগে গন্ধ ছুটে, সৌর ভে ব্যাকুল হৈল সবে। কোকিল ললিত গায়, ডাকিতেছে পাপি য়ায়, পিউ২ সুমধুর রবে॥ ব্যাকুল কামিনী কুল, করিল কামি নী ফুল, অধিকান্ত বকুল তাহাতে। ভ্রমর গুঞ্জরে ঘন, দহিল তারার মনঃ, মন্দ২ মলয়ার বাতে॥ হাসিয়ে দাসীরে বলে, কালী দরশন ছলে, শীঘ্র যাও কালীর ভবনে। সন্যাসী আছয়ে যথা, উপনীত হয়ে তথা, ছলে কথা কবে তাঁর সনে॥ পরিচয় দিবে তারে, যোগাসন হরিদ্বারে, আইলাম তীর্থ পরিক্রমে। যে জন্যে এখানে আসা, শুন সে মনের আশা, যাব গঙ্গা সাগর সঙ্গমে॥ আছি মধু কুঞ্জ বনে, নিরাহার যোগাসনে, আছেন যোগিনী ঠাকুরাণী। আমরা তাঁহার দাসী, তাঁর প্রেম অভিলাষী, ব্রহ্ম পদ তুচ্ছ করি মানি॥ এই কথা শুনে তবে, আসিতে বাস না হবে, তারে না আনিবে এই স্থলে। বুঝাইয়া কবে হেন, ফটকে দাঁড়ায় যেন, দেখা হবে শিব পূজা ছলে॥ জিজ্ঞাসিলে যেন কয়, ভৃত্য বলে পরিচয়, যেন মায়ি না বলে আমারে। সদা রবে সাবধানে, করিবে আমার স্থানে, যোগ শিক্ষা বিবিধ প্রকারে॥ শুনিয়ে তারার কথা, সখীরা চলিল তথা, উপনীত যথায় সন্যাসী। রসিক হাসিয়া কয়, এ মেয়েত মেয়ে নয়, একি বুদ্ধি সাবাসি২॥

অথ সহচরীগণের ছল।

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠেকা।

কি আশয়ে হেথা আসা বল সে মনের আশা।

প্রেম আশার আশ্রিত আমি করোনা হে নৈ
রাশ্য ॥ বুঝি কি পায়েছ আশা; তাই দৈব
যোগে আসা, পূরাবে কি মনা আশা, ভ্রমে
যদি হলো আসা ॥ ধ্রু ॥

পয়ার॥ ববম কেদার বলে গাল বাজাইয়া। কালী বাড়ী উপনীত আনন্দে মাতিয়া ॥ ছিলেন জীবনকৃষ্ণ বসে যোগাসনে ভাবেন দেখিয়ে নব সন্ন্যাসিনী গণে॥ কোন তীর্থ হৈতে চারি আতিথ্য রমণী। কি কারণে আইল হেথা কিছুই না জানি ॥ প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় হইল উদয়। তেজস্বিনী যোগিনী দেখিয়ে লাগে ভয়॥ কিহেতু হেথায় আসা কোথায় আসন। জিজ্ঞাসিয়া জানা যাক্ কোথায় গমন॥ এই রূপে জটাধারী ভাবিয়া বিস্তর সন্যাসিনী গণেরে করিয়ে সমাদর। বসাইয়া মৃগ চর্ম্ম আসনে সকলে। জিজ্ঞাসেন পরিচয় অতি কুতূহলে॥ দেহ সত্য পরিচয় বিনয়ে সুধাই। কোথা হৈতে আইসেন আসন কোন ঠাই ॥ যোগিনী সকলে মিলে কোন তীর্থে চল। এখানে কি হেতু আসা মনঃআশা বল॥ ভক্তি হয় তোমাদের দেখে যোগাচার। নারায়ণীসকলে আমার নমস্কার॥ নারায়ণ২ যোগিনীরা স্মরে। ঠাকুর জামাই ছিছি নমস্কার করে॥ তখন সকলে মিলে সন্যাসীরে কয়। নমঃ২ নারায়ণ প্রভু দয়াময়॥ জিজ্ঞাসিলে পরিচয় শুন সমাচার। নারায়ণী দাসী মোরা থাকি হরিদ্বার॥ সাগর সঙ্গমে যাব এই হেতু আসা। নগরেতে মধু কৃষ্ণ পুষ্পোদ্যানে বাসা॥ নারায়ণী ঠাকুরাণী আছেন তথায়। পরম যোগিনী তিনি বি-

খ্যাত ধরায়॥ সেবি তাঁর পাদপদ্ম মোক্ষ পদ আশে। সঙ্গে২ দাসী মোরা যাই তীর্থ বাসে॥কি কহিব গুণ শিষ্যকৃত জটাধারী এক ধাব বলি তার ধাব নাহি ধাবি॥ করেছেন আমাদের জ্ঞান চক্ষু দান। কে আছে যোগিনী আর তাহার সমান॥ শুনে যোগী বলে একি বলিলে বচন। পরিচয়ে জানিলাম মহৎ যেমন॥ এই হেতু লোকে লয় মহৎ আশ্রয়। সৎসঙ্গে কাশীবাস কথা মিথ্যা নয়॥ দাসী হয়ে তোমরা এমন সংজ্ঞানী। না জানি কেমন নারায়ণী ঠাকুরাণী॥ যোগিনীরা বলে তাঁর চমৎকার গুণ। আপনি এখানে কেন জ্বালিয়া আগুন॥ কোন তীর্থে আশ্রম যাবেন কোথাকারে। সত্য বল কারশিষ্য জিজ্ঞাসি তোমারে॥ সন্যাসী বলেন থাকি বদরিকাশ্রমে। আসিয়াছি যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তমে॥ কাশীধামে যোগেশ্বরআকড়ার গোসাঞি। যোগ শিক্ষা কিঞ্চিৎ করেছি তাঁর ঠাই॥ নারায়ণী যোগিনীর শুনিয়ে সংবাদ। অন্তরে আমার বড় বাড়িল আহ্লাদ॥ কেমন যোগিনী তিনি দেখিব নয়নে। সঙ্গেযদি লয়ে যাও যাই দরশনে॥ সন্যাসিনী সকলে কহিছে হাসি২। কেমনে যাইবে তুমি সামান্য সন্যাসী॥ তোমারে দেখিয়ে যদি কোপ দৃষ্টে চান। অমনি হইবে ভস্ম কে করিবে ত্রাণ॥ তবে এক উপায় আছয়ে জটাধারী। যখন হইবে দুই প্রহর শর্ব্বরী॥ দাঁড়াইয়ে রবে তুমি ফটকের দ্বারে। আসিবেন নারায়ণী পূজিতে শঙ্করে॥ যোড় হস্তে অমনি সম্মুখে দাঁড়াইবে জিজ্ঞাসিলে ভৃত্য বলে পরিচয় দিবে॥ মায়ী না বলিবে তাঁবে হও সাবধান। ও কথায় ক্রোধে হন অনল সমান॥ সন্যাসীরে

এত বল্যে সন্যাসিনী গণে। আনন্দে চলিয়ে গেল মধু কুঞ্জবনে
সন্যাসীর কথা তারা তারারে জানায়। পশ্চাতে সন্যাসী আসি
ফটকে দাড়ায়॥ নারীট নিবাসী ইষ্টদেব পরাৎপর। অভয়া
চরণ তর্ক সিদ্ধান্ত সত্বর॥ তার পাদপদ্ম করি হৃদয়ে ধারণ।
করিল রসিক চন্দ্র গ্রন্থ বিরচন॥

অথ সন্যাসিনীর শিব পূজা ছল।

তাল জৎ।

করে কিরঙ্গ তারামণি। ভালতো রঙ্গিণী, প্রেম
তরঙ্গিণী, শশী মুখী হাসি২, গায়ে মাখে ভস্ম
রাশি, গুণ সাগর নাগরে ছলিতে। নাগর
যেমন রসিকমণি, তদধিক সে রমণী, মুনির
মনোহরা বিনোদিনী॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ সখী মুখে সন্যাসীর সংবাদ শুনিয়ে। সুন্দরীর
সুখসিন্ধু পড়ে উথলিয়ে॥ দেখিয়ে গভীরা নিশি মনঃস্থির নাই।
ভাবে ধনি কি আশ্চর্য্য নাথেরে দেখাই॥ এক জাতি পাথরের
গুঁড়া সঙ্গে ছিল। ভস্মের সহিত রঙ্গে অঙ্গেতে মাখিল॥অনলের
শিখা যেন লাগিল জ্বলিতে। শিব পূজা ছলে যায় নাথেরে ছলি
তে॥ আগে২ গিয়া সখী ফটক খুলিল। ধীরে২ শশী মুখী বাহির
হইল॥ নিরীক্ষণ করে যোগী থাকিয়া অন্তর। তেজস্বিনী যোগি
নী দেখিয়া লাগে ডর॥ কেমনে নিকটে যাব ভাবেন অন্তরে।
কি জানি যদ্যপি ভস্ম করে ক্রোধ ভরে॥ অনলের শিখা যেন
জ্বলে কলেবরে। না দেখি সামান্যা হবে মান্যা চরাচরে॥ ভয়ে

আশা ভঙ্গ দিয়ে যাওয়া বিধি নয়। যোগে রণে আলাপনে না করিবে ভয়॥ আশা রূপ তরুর ভরসা হয় মূল। আশাতে ভর সা হৈলে কার্য্যের প্রতুল॥ প্রহ্লাদের কৃষ্ণ পাদ পদ্মে আশা ছিল। ভরসা করিয়া ভবে বিপদে তরিল॥ অতএব ভরসা করি য়া যাই তবে। বিধির লিখন ভাগ্যে যে থাকে সে হবে ॥ এই রূপে সাত পাঁচ ভাবি অভিপ্রায়। যোড় হস্তে গল বস্ত্রে সম্মুখে দাঁড়ায়॥ তা দেখিয়ে অন্তরে উল্লাস তারামণি। রঙ্গ করি জি- জ্ঞাসেন কে বট আপনি॥ সন্যাসী বলেন নারায়ণী নমস্কার। আমি কাশী বাসী ভৃত্য চিহ্নিত তোমার॥ শুনিয়ে ঈষৎ হাসি লয়ো সঙ্গিণীরে। রঙ্গিণী চলিয়া গেল শিবের মন্দিরে॥ বিল্বদলে শিব পূজা তৎপর করিয়ে। অস্তে ব্যস্তে যায় ধনি সঙ্গিণী লই য়ে॥ সন্যাসী আসিয়া পুনঃ সম্মুখে দাঁড়ায়। কে তুমি বলিয়া তারা জিজ্ঞাসেন তায়॥ সন্যাসী বলেন আমি ভৃত্য যোগেশ্বরী। শুনিয়ে ঈষৎ হাসি চলিল সুন্দরী॥ সন্যাসী না ছাড়ে সঙ্গ পিছেং যায়। ফটকের দ্বারে গিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়॥ কে তুমি বলিয়া পুনঃ যোগিনী জিজ্ঞাসে। মুখে বহির্বাস দিয়ে সঙ্গিণীরা হাসে॥ সন্যাসী বলেন মোর কাশীতে আশ্রম। দর্শনে যাইব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥ এদেশে আসিয়া শুনে মহিমা তোমার। আসিয়াছি কিঞ্চিৎ শিখিতে যোগাচার॥ শুনিয়া চতুরা তারা কহেন দাসীরে। আইস তবে সঙ্গে করে লয়ে সন্যাসীরে॥ আজ্ঞা দিয়া ত্বরায় চলিল তারামণি। রসিক কহিছে ভাল রসিকা রমণী॥

অথ সখী সঙ্গে যোগিনীর কথা।

ভাল যোগ করে আজ যোগাসনে বসেছে
সুন্দরী। যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী॥
কি রঙ্গ করে রঙ্গিণী, কামিনী প্রেম তরঙ্গিণী
সুগভীর প্রেম সাগর নাগরে ভুলায়। রসিকা
রমণী ধনি কি রঙ্গ ঘটায়। সাবাসি২ হাসি
পায় দেখে চাতুরি॥ ধ্রু॥

পয়ার। প্রবেশিয়ে রসবতী মধু কুঞ্জ বনে। সম্মুখে জ্বালিয়ে অগ্নি বৈসে যোগাসনে॥ যোগিনীর চারি দিগে বৈসে চারি দাসী। নিকটে আসন পাতি বসিল সন্যাসী॥ যোগিনী করিয়ে ছল মুদিয়ে নয়ন। যেন কত ধ্যানে ধনি রহিল তখন॥ প্রফুল্ল ফুলের গন্ধে সকলে অস্থির। মলয় সমীর যেন হানিতেছে তীর॥ কুহবে কোকিল আর গুঞ্জরে ভ্রমর। শিহরিল যোগিনী যোগীর কলেবর॥ হরগৌরী ভ্রমেতে মদন হানে বাণ। কামে মত্তা কামিনী সন্যাসী পানে চান॥ হাসিয়া কহিছে হীরামণি সহচরী। যোগের ঈশ্বরী কিছু নিবেদন করি॥ আশয়ে তোমার কাছে আসিয়াছে যোগী। যোগীর বিষয়ে কিছু হও মনোযোগী॥ উৎযোগী হয়েছে বড় শিখিবারে যোগ। শিখাও যাহাতে হয় জ্ঞানের সংযোগ॥ শুনিয়ে দাসীর কথা হাসিলরূপসী। করে যদি পাই আমি আকাশের শশী॥ অনুকম্পা হয়ে যদি বলেন শঙ্করী তথাপি মূখের সঙ্গে আলাপ না করি॥ কারে যোগ শিখাইতে বলিলে সঙ্গিণী। শিখালে কি শিখে চোর ধর্ম্মের কাহিনী॥ এ

সব কথায় সখী মোর অঙ্গ জ্বলে।পড়াইলে ঘুঘু কোথা রাধা কৃষ্ণ বলে॥ শুনিয়ে লোকের মুখে নারী অবিশ্বাসী। বিবেচনা না করিয়ে যে হয় সন্যাসী॥ পাখির কথায় পুনঃ ত্যজে যোগ ধর্ম্ম। তারে যোগ শিখাইতে নহে মোর কর্ম্ম॥ হীরামণি সহচরী জিজ্ঞাসে তখন। বিশেষ আমারে বল সে আর কেমন॥ যোগিনী বলেন আমি জানিয়াছি ধ্যানে। সবিশেষ বলি সখি শুন সাবধানে॥ অপুর্ব্ব সহর পূর্ব্ব দেশে সিন্ধু পুব। ধর্ম্মশীল মহারাজা তাহার ঠাকুর॥ সুবোধ তনয় তাঁর এই জটাধারী। বিবাহ করিল চন্দ্র সেনের কুমারী॥ নাম তার তারামণি ধরা ধন্যা ধীরা। কি দোষে ত্যজিল তারে সুধাও লো হীরা॥ লোক মুখে শুনিয়াছে অবিশ্বাসী নারী। কেননা পরীক্ষা সখী করিয়াছে তারি॥ ইহার তুলনা বলি সঙ্কেতে তোমাকে। যেমন কথাব কথা কান নিল কাকে॥ এ কথা শুনিলে পরে হাসিবেক ধরা। উচিত কর্ম্মের অগ্রে বিবেচনা করা॥ কহিতে উহার কথা পায় মোর হাসি। নিধু বনে গিয়া ছিল যখন সন্যাসী॥ বন পক্ষী শুক শারী নিন্দিল উহারে। না বুঝিয়া চলে যেবা ব্যাঙ্গে লাথি মারে॥ লজ্জিত হইয়ে যোগী পাখির কথায়। তেয়াগিয়া যোগ ধর্ম্ম আস্যোছে হেথায়॥ অন্তরেতে নিরন্তর প্রেম সুখ আশা। রমণী পরীক্ষা হেতু কালী বাড়ী বাসা॥ আর যে করিল কর্ম্ম বলি অতঃপর। যোগে যোগী জ্ঞান যোগী হয়েছে সুন্দর॥ ঔষধী বান্ধিয়া দিল শাশুড়ীর গলে। কহিয়াছে গর্ভ হবে ঔষধের ফলে॥ পিশেস পাইবে পতি শুনে পায় হাসি। আর কত গুণ

কব উহারে সাবাসি ॥ অনুযোগ শুনিয়ে যোগীর হরে জ্ঞান। অন্তরে বাখানে ধন্য যোগিনীর ধ্যান॥ না বুঝি সামান্যা হবে মান্যা এ সংসারে। অন্তর্যামিনীর অন্ত কে বুঝিতে পারে ॥ সিদ্ধি যোগে যোগাবন্তে ঘুঁটে ছিল সিদ্ধি। সিদ্ধেশ্বরী মনঃবাঞ্ছা করেছেন সিদ্ধি ॥ রসিক কহিছে যোগি এ যোগ কেমন। জানিবে হে প্রেম যোগে মাতিবে যখন ॥

অথ দাসীর কৃত অনুযোগ।

রাগিণী ইমন। তাল ঠেকা।

বলহে নিদয় কেন সদত থাক অন্তরে। যে তোরে তোমার তবে তারে ভাব না অন্তরে ॥ তুমি নব জল ধর, চাতকিনী সে তোমার, কেন বিন্দু বরিষণ; বারে ক না কর তারে ॥

ত্রিপদী ॥ নারীর মন্ত্রণা ভারি, নারিলেন জটাধারী, বিবে চনা করিতে তখন। দেখিয়ে আশ্চর্য্য শক্তি, অন্তরে জন্মিল ভক্তি, ভাবে মনঃ হইল মগন ॥ ঈষৎ হাসিয়া ছলে, হীরামণি দাসী বলে, একি শুনি সন্যাসী গোসাঞি। নারী মোরা মরি লাজে, প্রণাম তোমার কাযে, ছি ব্যানে মাখ্যেছ কেন ছাই ॥ তোমার রমণী ধন্যা, এমন রাজার কন্যা, কি জন্যে ত্যজিলে তারে বল। বল বল সে কৌতুক, কি বলিল শারী শুক, একি ঘৃণা ছিছি চল চল ॥ এরূপে করিয়ে যোগ, সবে করে অনু যোগ, শুনিয়ে সন্যাসী যেন চোর। লজ্জা পায়ে মনঃ দুঃখে, রহি

লেন অধঃমুখে, ভাবে আজিঁ কি হইল মোর ।। হীরা পুনঃ কয় সন্যাসী নিরবে রয়, দেখে তারামণি কতূহল । ভাবছেন চন্দ্র মুখী, আজি বড় হৈনু সুখী, মনঃ আশা হইল সফল ।। যেমন মন্ত্রণা যার, তেমতি যন্ত্রণা তার, ধর্ম্ম দেন কর্ম্ম মত ফল । আছে কৃষ্ণ দর্পহারী, ঘুচিল নাথের জারী, জানা গেল যত বুদ্ধি বল ।। যোগিনী এরূপ ভাবে, যোগী কহে ভক্তি ভাবে, লইলাম চরণে শরণ। শ্রীপদের যোগ্য নয়, আমার কি ভাগ্যোদয়, পাইনু চরণ দরশন।। ছিল মোর মনে, রস বৃন্দাবনে বনে, শারী শুক নিন্দিল আমারে। সে কথা না জানে জানে, আপনি জানিলে ধ্যানে, যোগেশ্বরী প্রণাম তোমারে ।। মহিমা কি সুপ্রকাশ, মোহিত হইল দাস, মহীতল মোহিনী আপনি। আসিয়াছি বড় আশে, যদি কৃপা হয় দাসে, ধন্য বাদ ধরিবে ধরণী ।। সঁপিলাম পদে অঙ্গ, কভু না ছাড়িব সঙ্গ, পদ সেবা করিব গৌরবে । কুড়াইয়া কাষ্ঠ ঘুঁটে, বেড়াইব তীর্থ যুটে, সিদ্ধি ঘুঁটে আশা সিদ্ধি হবে ।। সংসার মায়ার কূপে, না মজিব কোন রূপে, সদারব তোমার নিকটে। মানিলাম তুমি গুরু; জ্ঞান দানে কল্পতরু, সতী ভাবে রতি দানে বটে ।। হাসিয়া কহিছে ধনি, ওলো সখী হীরামণি, একি কথা কহিল সন্যাসী। যার নাহি জ্ঞান যোগ, কেমনে শিখাব যোগ, কি উপায় শুনে পায় হাসি ।। তোমরা উদ্যোগী হও, যোগীরে বুঝায়ে কও, মিছে কেন বসিয়া এখানে । তবে মোর হয় মত, যদি লিখে দাস খত, দেয় যোগী আমা সন্নিধানে।। সন্যাসী অমনি কয়, এই কি আশ্চর্য্য হয়, অবশ্য লিখিব

আমি তাহা। শুনে সব সখী মেলি, যোগায় কলম কালী, সুন্দ রীর সঙ্গে ছিল যাহা ।। বসি মধু কুঞ্জবনে, সন্যাসী আনন্দ মনে, লিখিয়া দিতেছে দাস খত। রসিক হাসিয়ে কয়, যুক্তি বড় মন্দ নয়; এই খতে হবে নাকে খত ।।

মহীপূর্ণ মহিমা তরঙ্গিণী
শ্রীযুক্তা যোগেশ্বরী নারায়ণী
বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীজীবনকৃষ্ণ সন্যাসী।

কস্য দাস খত পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে আপনকার পরমাত্মা বিষয়ে তত্ব জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়া আত্ম তত্বে মত্য ভূমে মত্ত হইয়া সত্য সত্য সত্য আপন গরজে পদ সরোজে এ জীবনের ক্ষুদ্র জীবন জীবন ধারণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া দাস খত লিখিয়া দিতেছি যে আপনকার অনুগ্রহ সুপ্রকাশ জানিয়া যোগ শিক্ষার্থে অদ্যাবধি দাসত্ব স্বীকার করিয়া শ্রীপাদ পদ্ম সেবন নিযুক্ত হইলাম দাসানুদাসের প্রতি যখন হুকুম প্রদান করিবেন তাহার আজ্ঞামি তৎক্ষণাৎ দিব ইহার অন্য মত করিয়া দণ্ডী হইলে শত২ বার নাকে খত দিব এই করারে আপন খুসিতে দাস খত লিখিয়া দিলাম ইতি।

ইসাদী

শ্রীমতি হীরামণি দাসী	শ্রীমতি পদ্মমুখী দাসী
সাং পঞ্চহাটী	সাং পঞ্চহাটী

সাং বড়া

অথ জীবনের সন্ন্যাসী বেশ ত্যাগ।

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালি।

মনো মজনা শ্রীগুরু পদোপান্তে। জানি গুরু
ব্রহ্ম সারাৎসার, নাহি জীবের গতি আর,
বিনে হৃদি পদ্মে গুরু চরণ চিন্তে ॥ মিছে
কর অহঙ্কার, দারা পুত্র কেবা কার, মায়া
অন্ধকারে ভবে ভুলে আছ ভ্রান্তে ॥ আছ
অনিত্য দেহ ধারণে ভবে, মরণ হবে না
রবে সত্যং রে, যদি নাম রেখে ভবে, যাবি
মনঃ বলি তবে, কিরসে হয়েছ তুমি মত্তরে,
ত্যজে অহঙ্কার কর অহং তত্বরে, নিত্য
রসে মজো মন, রসিক নাম কর ধারণ, অনি
ত্য রসিক নাম যাবে জীবনান্তে ॥ ধ্রু ॥

পয়ার ॥ দাসখত দেখিয়া যোগিনী সুখে ভাসে। মুখে বহি
র্বাস দিয়া সঙ্গিনীরা হাসে ॥ সন্ন্যাসিনী বলে যোগি শুন সমা
চার। গুরু বলে এত ভক্তি যদ্যপি তোমার ॥ শুনেছ শাস্ত্রের
কথা সর্ব্বলোকে কয়। গুরুর নিকটে মাথা মুড়াইতে হয় ॥ মুড়া
ইয়া জটাভার কর যোগ শিক্ষে। শৈব হবে শিব মন্ত্রে করাইলে
দীক্ষে ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া যোগী যোড় হস্তে কয়। ইচ্ছাময়ী
আপনার ইচ্ছা যেবা হয় ॥ আমারে জিজ্ঞাসা করা এ আর
কেমন। শিষ্য কোথা গুরু বাক্য করেছে হেলন ॥ আপনি সে
শাস্ত্র বেদ আপনি পুরাণ। কৃপা করো যদি মোর বাসনা পূরাণ ॥

হাসিয়াসুন্দরীকরে দাসীরে ইঙ্গিত।.সন্যাসীর জটা ভারমুড়াও ত্বরিতা।সখীমেলিজটাভারদিলমুড়াইয়া।গামুছায়গামুছায়হাসিয়া২।।সুন্দরীরপুরুষের সাজছিল সঙ্গে।সেইসাজে যুবরাজেসাজাইল রঙ্গে।। পদ্মহস্তে পদ্মমুখী দিল পদ্ম আনি। হীরামণি হার গলে দিল.হীরামণি।। গাঁথিয়া চাঁপার হার চাঁপা পরাইল। রূপ দেখে'ধীরা সখী অধীরা হইল ।। তারার নয়ন তারা হেরে হয় স্থির। কন্দর্পে কদম্ব সম শিহরে শরীর।। হাসিয়া সুন্দরী বলে শুন যুবরাজ। যার সাজ তারে সাজে অন্যে পায় লাজ।। বিচার করিয়া সৃষ্টি করেছেন ধাতা। রাজার রাজত্ব ভিখারীর ঝুলি কাঁথা।। করে ছিলে স্বর্ণ অঙ্গ ভস্মে আচ্ছাদন। যেমন চাঁদের গায় কলঙ্ক লেপন ।। এই বেশে একবার শ্বশুর আলয়। রমণী তুষিতে যাও হইয়ে সদয়।। দিন দুই চারি পরে আসিবে এখানে। করাইব যোগ শিক্ষা অতি সাবধানে।। তোমার রমণী তারামণি গুণবতী। আমি জানি সে রমণী পতিব্রতা সতী।। দিয়না২ দুঃখ হইয়ে নিদয়। মনঃ দুঃখ দিলে মনঃ দুঃখ পাইতে হয় ।। পরের কথায় কেন কর অবিচার। যে হয় আপনি ভাল জগৎ ভাল তার ।। কি আর শিখিবে যোগ কি শিখিবে ধ্যান। সেই যোগ ধর্ম্ম যদি থাকে.ধর্ম্ম জ্ঞান ।। ভক্তি যদি থাকে তবে কি কর ভাবনা। ঘরে বসি হৃদি পদ্মে গুরুরে ভাবনা।। ধর্ম্মকথা মর্ম্ম কিছু শুন অতঃপরে। ভাবসত্য বল সত্য তরিবে সত্বরে ।। সাবধান পরহিংসা না কর কখন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রের লিখন।। রায় বলে যে আজ্ঞা একথা মিথ্যা নয়। সতী

বলে য'ও তবে শ্বশুর আলয়।। পশ্চাতে আসিবে পুনঃ শিখাইব যোগ। জীবন বল্লেন মোর হৈল জ্ঞান যোগ।। যাই তবে গুরু বাক্য হৃদে ভাবি সার। চরণ প্রসাদে যেন ভবে হই পার।। রসিক কহিছে যোগী এ গুরু কেমন। যখন করিবে পার জানিবে তখন।।

অথ জীবনের শ্বশুরালয় গমন।

রাগিণী হাম্বির। তাল একতালা।

চলে রায় রঙ্গে। ভাসিতে সে প্রেমময়ী ধনির প্রেম তরঙ্গে।। নানা ফুলের গন্ধছুটে, সৌরভে রস উথলে উঠে, ঐ সময়ে রসময়ের অঙ্গ ঘেরে অনঙ্গে।। ধ্রু।।

পয়ার। এইরূপে কথা হয় মধুকুঞ্জে বসি। পোহাইল বিভাবরী অস্ত গেল শশী।। রায় বলে আসি তবে আশীর্ব্বাদ কর। হাসিয়া সুন্দরী বলে সুখে কাল হর।। শ্রীদুর্গা বলিয়া ধীর ধীরে২ চলে। উত্তরিল কালীবাড়ী অতি কুতহলে।। হেথা সন্যাসিনী বেশ ত্যজিয়ে সুন্দরী। পরিলেন পূর্ব্ব সাজ সহ সহচরী।। বসিলেন সতী যেন রতিরে জিনিয়া। হাসিয়া সখীর অঙ্গে পড়েন ঢলিয়া।। ধীরে২ ধীরা সখী তখন সুধায়। জিনিয়াছ ঠাকুর ঝি বচনে সুধায়।। মুখে শশী জিনেছ মাজায় কেশরীরে। কত গুণ আছে গো তোমার এশরীরে।। নয়নে জিনেছ মৃগ নব ঘনে কেশে। তোমারে যে জিনে আমি নাহি জানি কে সে।। গুণেতে জিনিলে নিজ কান্ত গুণমণি। না দেখি তোমার মত চতুরা রমণী

কিন্তু মোরে সত্য বল ঠাকুর নন্দিনী। কেমনে শুনিলে শারী শুকের কাহিনী॥ হাসিয়া কহিছে তারা একথা কে পায়। এ তারা বিক্রীত আছে সে তারার পায়॥ কৃপাবতী হয়ে মোরে ভগবতী চান। নাথের চাতুরী হৈতে তেই পাইনু ত্রাণ॥ এইরূপে রসবতী করেন উত্তর। রজনী প্রভাতে হৈল উদয় ভাস্কর॥ বাটী হৈতে আনাইয়া মহাপা তখন। চড়িয়া আনন্দে ধনি করিল গমন॥ হেতায় জীবন রায় অশ্ব আরোহণে। উপনীত হৈল আসি শ্বশুর ভবনে॥ সমাচার পায়ে রাজা করে সমাদর। চিনিতে না পারি চিন্তে হইল বিস্তর॥ ইঙ্গিতে বৈদ্যরে কন লহ পরিচয়। বৈদ্য বলে কোথা হৈতে আইলে মহাশয়॥ কিবা নাম আপনি ধরেন যুবরাজ। আমি বৈদ্য বাড়ী মোর গরিটা সমাজ॥ মর্ম্ম বুঝে সুচতুর মৃদু২ হাসে। বৈদ্য উপলক্ষ মাত্র ভূপতি জিজ্ঞাসে॥ রায় বলে বৈদ্যরাজ শুন পরিচয়। সিন্ধুপুরে রঘুবীর রাজার তনয়॥ সংসারে জীবনকৃষ্ণ ধরিয়াছি নাম। ত্যজিয়ে সংসার ধর্ম্ম কাশীতে ছিলাম॥ তেয়াগিয়া বারাণসী আইলাম পুনঃ। গুপ্ত মহাশয় কিছু গুপ্ত কথা শুন॥ কাশী হৈতে পত্র লিখি সুধাও রাজনে। কাশীতে কুশলে আছি জীবনে২॥ সভাজন বলে হয়েছিলেন সন্যাসী। মুড়াইলে জটাভার কোন্ তীর্থে আসি॥ করেছেন কোন্২ তীর্থ দরশন। বল শুনি মোরা সভাজন অভাজন॥ রায় বলে হরিদ্বার বৃন্দাবন কাশী। ভ্রমিয়া মুড়াই জটা প্রয়াগেতে আসি॥ এইরূপে কথা হয় সভার ভিতরে। আনন্দে ভূপতি উঠে গেলেন অন্দরে॥ শয়ন মন্দিরে যান সহাস্য বদ

নে। দেখেন মহিষী মুখ দেখিছে দর্পণে ॥ রাজা কন দর্পণে কি দেখিতেছ মুখ। দেখ আসি যে মুখ দেখিলে পাবে সুখ ॥ আসিয়াছে জামাতা জীবন এভবনে। জীবন যুড়াবে চল দেখিতে জীবনে ॥ রাণী বলে চল বেনে কিবা কর ঠাট। সে আশার দ্বারে আমি দিয়াছি কপাট ॥ তুমি কি জানিবে নাথ জামতা কি ধন। কন্যা দিয়া পাইয়াছি অন্যের নন্দন॥ মম তার প্রতি আছে মমতা বিস্তর। পাষাণে বান্ধিয়া প্রাণ থাকি নিরন্তর ॥ তুমিহে নিষ্ঠুর বড় কি দিব তুলনা। ছিছি বেনে যাও২ ও দুঃখ তুলনা ॥ রাজা বলে তোমার সপতি পতিব্রতা। দেখ আসি আসিয়াছে বাহিরে জামতা ॥ শুনে রাণী ধায় রড়ে গবাক্ষের দ্বারে। উথলিল সুখ সিন্ধু দেখে জামতারে ॥ চক্ষু পালটিতে নারে রাজার রমণী। রসিক কহিছে বুঝ জামাই এমনি ॥

অথ কুল কন্যাগণের জামতা দর্শন।

রাগিণী বসন্ত বাহার। তাল।

চল চল চল চল চল যদি দেখিবি রঙ্গ। মনোহর রূপের তরঙ্গ ॥ লাজে লুকায় ছলে, ইন্দু সিন্ধু জলে, তাপে ভস্ম হলো অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

ত্রিপদী ॥ মহিষী আনন্দ মনে, যত কুল কন্যাগণে, চলিলেন সমাচার দিতে। এমনি বেগেতে ধায়, কবরী খসিয়া যায়, অঞ্চল লোটায় ধরণীতে। কোথা ওলো চন্দ্রাননি, ও ঠাকুর সুবদনি, শীঘ্র আয় যত কুল নারী। সন্যাসী বল্যেছে যাহা, আজি হইয়াছে তাহা, ধন্য২ সেই জটাধারী ॥ বিধি ঘুচালেন দায়, দেখিবি

যদ্যপি আয়, আসিয়াছে জামতা বাহিরে। ম ড়ায়েছে জটা তার গায়ে ভস্ম নাহি তাব, দেখে আসা ভার হবে ফিরে।। মরি কি রূপের ঘটা, কি ছার চাঁদের ছটা, বাঞ্ছা হয় দেখি সর্ব্বক্ষণ। যে রূপ দেখিনু আহা, কতক্ষণে দেখি তাহা, প্রমাদ গণিছে মোর মনঃ।। শুনে চন্দ্রা রড়ে ধায়, রাণী বলে আয়২, পিছে ধায় কুল কন্যা গণে। আলু থালু কেশ পাশ, খুলিল বুকের বাস, ঘন বাজে নূপুর চরণে।। গবাক্ষের দ্বারে গিয়া, দেখে সবে নিরখি য়া, আশে পাশে দেখে দাসী গণ। সে রূপ দেখিয়া তার, ফিরে আসা হৈল ভার, চায়্যে থাকে চাতকী যেমন।। কেহ বলে হরি২ কেহ বলে মরি২, কেহ বলে সেই বটে সই লো। কেমন করিয়া হায়, ও হেন সোণার গায়, মাখ্যেছিল ভস্ম রাশি ঐ লো।। একি রূপ হায়২, সৌদামিনী লজ্জা পায়, কি দিব লো উহার তুলনা। চাঁদেতে কলঙ্ক আছে, কাম অঙ্গ পুড়্যে গেছে, আর কেবা আ ছে লো বল না।। এই রূপে রামাগণে, খেদ করে জনে২; মহিষীর আনন্দ অপার। ব্যস্ত হয়ে শীঘ্রগতি, লয়্যে যত কুলবতী, করি লেন মঙ্গল আচার।। হাসি২ চন্দ্রাননী, বলে দিদি তারামণি, দুঃখের রজনী সুপ্রভাত। কান্ত আসিয়াছে ঘরে, সান্তনা করি বে পরে, ঘুচে যাবে ভাবনা উৎপাত।। সন্যাসিনী হবে এই, বাঞ্ছা করেছিলে সেই, আজি সন্যাসিনী সাজাইব। আনন্দে ঘুঁটিবে সিদ্ধি, মনোবাঞ্ছা হবেসিদ্ধি, নিতম্বতে তুম্ব বান্ধ্যে দিব শুনিয়েপরম সুখী, হাসিলেন চন্দ্র মুখী, চন্দ্রা বলে কেননাহাসিবে

আসিয়াছে গুণমণি, হবে প্রেম ধনে ধনী, আজি সুখ সাগরে ভাসিবে।। হাসিয়া কহিছে ধনি, শুন ওলো চন্দ্রননি, আমার সুখের দিন বটে। তুমি কি লো দুঃখী অতি, সে তোমার ভগ্নী পতি, বসাইবে সুখ সিন্ধু তটে।। এই রূপে করে রঙ্গ, পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ, চন্দ্রা পড়ে হাসিয়া ধরায়। এ পুথি জীবন তারা রসিকের আঁখি তারা, রচিল রসিকচন্দ্র রায়।।

অথ জীবনকে ভৎসনা।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল ঠেকা।

কেমনে বলিব ওহে তুমি মধুকর। কখন
ত শুনি নাই গুণ২ স্বর।। না জান ফুলে
বসিতে, নাহি জান গুঞ্জরিতে, ফুল ফুটা
য়ে মধু খেতে, অক্ষম বিস্তর।। ধ্রু।।

পয়ার।। এই রূপে রামাগণ ঘন২ হাসে। অন্তঃপুরে সন্তোষ হইয়া সদা হাসে।। এখানে জীবন রায় স্নান দান করি। ভক্তি ভাবে পূজিলেন শঙ্কর শঙ্করী।। রাণীর আজ্ঞায় আসি সহচরী হীরে। জীবনে লইয়ে গেল তারার মন্দিরে।। শাশুড়ী পিশেসে রায় প্রণাম করিয়া। বসিল পালঙ্গোপরে হাসিয়া২।। সখী দিয়া রাজরাণী করেন জিজ্ঞাসা। কোন তীর্থ হইতে এক্ষণে হৈল আসা আমার কপালে ছাই মরি মনঃ দুঃখে। ছাই নাকি মাখিয়া ছিলে নচাঁদ মুখে।। সুধাত লো হীরা সখি সুধাও জীবনে। কি দুঃখে সন্যাসী হয়ে ছিলেন কেমনে।। হীরা সখী ধীরে২ সুধাইয়া কয় এ কথার উত্তর করুন মহাশয়।। রায় বলে কি কব অধিক ধিক

মোরে। কি দিব উত্তর সখী উত্তর না সবে॥ এই রূপে হাসিয়া২ সুচতুর। বিনায়ে২ বাক্য কহে সুমধুর॥ তখন রাজার খুড়ী কালা বুড়ী আসি। কহেন মধুর বাক্য ঠোট ভরা হাসি॥ শুন ওরে জীবনের জীবন রে ভাই। জীবনেবে তোরে হেরে জীবন যুড়াই॥ শুন ভাই সুবিশেষ পরিচয় কই। আমি সে তোমার শ্বশুরের খুড়ী হই॥ জিজ্ঞাসি তোমারে ওহে নাতিনী জামাই। কেমনে মাখিয়াছিলে স্বর্ণ অঙ্গে ছাই॥ আমাদের তারামণি অপূর্ব্ব নলিনী। স পেছিন্ন তোমারে রসিক ভৃঙ্গ জানি॥ তুমি হে গুবুরে পোকা বুঝেছি কারণ। শুকাইল পদ্ম মধু পদ্মেতে এখন॥ বান দেব গলদেশে মুকুতার হার। পেত্নীকে হীবের কণ্ঠী কি বুঝিবে তার॥ নাহি জানি এবিধির বিধি বা কেমন। করেছে অন্ধের করে দর্পণ অর্পণ॥ জীবন বলেন দিদি আর না ভৎসিবে। গুবুরে পোকার গুণপশ্চাৎ জানিবে॥ কখন গুবুরে পোকা গোবরে বেড়াই। কখন ভ্রমর হয়ে পদ্মেবে ভুলাই॥ কভু চন্দ্র সুধা খাই হইয়া চকোর। চকোরিণী সঙ্গে রঙ্গে, কাম রসে ভোর॥ কভু হয়ে চাতক মেঘের জল খাই। কখন মৌমাচি হয়ে মৌচাকে বেড়াই॥ তারামণি পদ্মফুল দিয়াছ আমায়। কহিলে তাহার মধু শুকায়েছে তায়॥ আমি গুঞ্জরিলে শুষ্ক কাষ্ঠে রস হয়। তা রাত নবীন পদ্ম মধুর সময়॥ পাবড়ি ভাঙ্গা পুবাতন পদ্ম যদি পাই। গুণ২ মধুর স্বরে মধুতে ভরাই॥ শুনে জীবনের কথা রমণী সকল। আশে পাশে চারি দিগে হাসে খল২॥ তখন কহিছে বুড়ী কি বলিলে ভাই। ফিরে বল কানে কিছু শুনিতে না পাই॥

রায় বলে হায় বিধি এত বড় জ্বালা। শুনাইতে শক্ত বুড়ী শুনি বারে কালা॥ তখন কানের কাছে কহেন জীবন। ঠাকুর দাদাটি মোর ছিলেন কেমন॥ তোমার রূপের নাহি দেখি সমতুল। এত যে হয়েছ বুড়া তবু পদ্ম ফুল॥ এখন সৌরভ কিবা থাকি য়াছে কেশ। মধু নাই তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষ॥ বুড়ী বলে ওহে ভাই গেল তিন কাল। শেষ কালে কেনআর বাড়াও জঞ্জাল কি দেখ মধুর গুড়া অঙ্গের সৌরভ। বঁধু গেছে মধু গেছে ফুরা য়েছে সব॥ এই যে তোমার শালী দেখ হে চতুর। হইতেছে এই নব যৌবন অঙ্কুর॥ চন্দ্রাননী নাম ধরে রসেতে আবৃত। রূপে চাঁদ জিনে কথা চাঁদের অমৃত॥ পিশেসের কন্যা হয় কহিনু বিশেষ। বিস্তর চাতুরী জানে চতুরার শেষ॥ ইহার সঙ্গেতে ভাই কর আলাপন। কেমন চতুর তুমি বুঝিব এখন॥ অন্তরে হাসেন রায় ভাবেন তখন। সন্যাসীর বেশে জানা আছে যে যে মন॥ দিন কত যাকু আর পাইয়ে সময়। প্রকাশ করিব সেই কথা সমুদয়॥ এক্ষণে চন্দ্রারে লয়ে্য করি রঙ্গ ভঙ্গ। বাড়িবে প্রবল হয়্যে রসের তরঙ্গ॥ রসিক কহিছে এই যুক্তি বিচক্ষণ। শালী লয়্যে কর রায় বাক্য আলাপন॥

অথ শালী লয়্যে জীবনের রঙ্গ।

রাগিণী দেশ। তাল মধ্যমানে ঠেকা।

লুকাইয়ে কেন ধনি একি অসম্ভব। লুকালে কি ছাপা থাকে পদ্মের সৌরভ॥ তারা দিয়ে

টাক চাঁদে, মাণিক বসন ফাঁদে, তড়িত করে
তে ছাঁদ্যা, আছ লো নিরব ॥ ধ্রু ॥ *

পয়ার॥ কৌতুকে জীবন রায় ঘনং হাসে। বিনাইয়াং শালীরে সম্ভাষে॥ কি কর লো ঠাকুর ঝি রূপ গুণ বতি। কাছে আইস চন্দ্র মুখী করি লো মিনতি॥ দাসীর পশ্চাতে কেন বসি য়ে রূপসী। মেঘের আড়ালে লুকায়েছ পূর্ণ শশী ॥ বাক্য সুধা আশে দেখ মরিল চকোর। বরিষয়ে রক্ষা কর এ মিনতি মোর হাসিয়াং চন্দ্রা সুমুখী সুন্দরী। চক্ষু ঘুরাইয়ে কথা কহে রঙ্গ করি কি কথা কহিব ভাই তুমি যে নিদয়। পথিকের সঙ্গে কেন মিছে পরিচয়॥ তুমি হৈলে পর ভাই নহেত আপন। পবেং পরস্পর কেন আলাপন॥ পরের সঙ্গেতে প্রেম কি করিবে পরে। আজি আছে কালি নাই না ভাবিবে পরে॥ রায় বলে আপন যে সে কি পর হয়। তুমি ভাব পর কিন্তু আমি ভাবি নয় ॥ পর বল্যে ফেলে কোথা পলাবে এখন। জান না লো করিয়াছি মন্ত্রেতে বন্ধন॥ হাসিয়া চতুরা চন্দ্রা কহিছে তখন। যাওং জানি তুমি যেমন সুজন॥ নিষ্ঠুর হয়্যেছ প্রাণ পাষাণে বান্ধিয়া। তারা দিদি সারা হয় কান্দিয়াং॥ তুমি হৈলে অরসিক নাহি রস বিন্দু। প্রেম ধন কেমন না জান ওহে বন্ধু ॥ পড়িয়ে তোমার হাতে দিদি জ্বালা তনা সে যেন হয়েছে ভাই অন্ধের দর্পণ॥ সে যাহকু একি রঙ্গ শুনে পায় হাসি। প্রেম কথা কহ তুমি কেমন সন্যাসী ॥ ছাই ত্যজে আইলে ভাই কি ছাই দেখিতে। হরং বল্যে কত আ নন্দে থাকিতে॥ কি মজায় ছিলে হে গাঁজায় ভোর হয়্যে আন

ন্দে ঘুঁটিতে সিদ্ধি সন্ন্যাসিনী লয়ে ।। যে করে ধরিতে দণ্ড ওহে দণ্ডধর। সে করে কি আর শোভা করে পয়োধর।। হাসিয়া জীব ন বলে ও বিধুবদনী। সন্যাসী কি প্রেম কথা জানে না লো ধনী ত্রম বল প্রেম আমি বলি আশনাই। আশানাই করেছি এত আশনাইয়ে আশনাই ।। কহিলে যে সব কথা কি দিব উত্তর। উত্তব করিতে ধনি বাড়িবে বিস্তর ।। পীনোন্নত পয়োধর দণ্ড ধরা করে। দিয়ে দেখ ধনি শোভা করে কিনা করে।। আইলাম ত্যজে ধনি ভস্ম জটাভার। তোমার দিদির আশা পূরাব এবার নিশি দিন তার জন্যে জলে আঁখি ভাসে। বাধা আছি তোমার দিদির প্রেম পাশে।। চন্দ্রা বলে দিদির যৌবন হৈল ভারি। এখ ন না হবে কেন তার আজ্ঞা কারী।। সে কমল মধু ভরা হইল হে যেই। মধু লোভা মধু লোভে আসিয়াছ তেই।। কুড়ি দেখে গিয়াছিলে উড়িয়ে যখন। নারী বল্যে মনে নাহি করিতে তখন যৌবনে মদন জ্বরে দিদি জর২। বিশেষে বসন্ত কালে কাঁপে থর২।। গন্ধ লয়ে বহে মন্দ মলয় পবন। সঘনে দিদির মনঃ হয় উচাটন।। তোমা বিনে দিদির কি আছে হে ভরসা। নয়ন জলে তে করে বসন্তে বরষা।। কিকব অধিক দুঃখ ওহে রসময়। বসন ত থাকে না অঙ্গে বসন্ত সময়।। রায় বলে কি বলিলে শুনে দহে মনঃ। আর না ছাড়িব সঙ্গ নহিলে মরণ।। এত বলি ভোজন করিয়ে যুবরায়।। কনক পালঙ্গোপরে সুখে নিদ্রা যায়।। নিদ্রায় দিবস গত রজনী আইল। জীবন তারার খেলা রসিক রচিল ।।

অথ শালাজ লয়্যে রঙ্গ।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল কাওয়ালি।

আজ কি রস রঙ্গে ঐ রসরাজ খেলে। বামে
রাই সৌদামনী যেন মেঘের কোলে॥ চৌদি
গে সব গোপ বালা, চাঁদে যেন তারার মালা,
তারা দেয় বকুল মালা, গোকুল চাঁদের গলে॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী॥ জীবন তারার ঘরে, হাস্য পরিহাস করে, সুখে শালী শালাজে লইয়া। কথায়২ রঙ্গ, পদ্ম বনে যেন ভৃঙ্গ, মত্ত হয় আনন্দে মাতিয়া॥ রায় বলে ঠাকুর ঝি শুন। ঐ যে তোমার ভাজি, আড়ালে দাঁড়ায়ে আজি, বাক্যে সুধা বর্ষে পুনঃ২॥ কি কথা কহিল ধনি, যেন কোকিলের ধ্বনি, প্রেম ধনেধনী ওরূপসি অনুগ্রহ সুপ্রকাশ, করিয়ে পূরাও আশ, আনিয়া দেখাও মুখ শশী॥ শুনে চন্দ্রা বেগে ধায়, অমনি ধরিল তায়, বলে আয় ঘরের ভিতরে। সুন্দরী না যায় তথা, আড়ালে দাঁড়ায়ে কথা, চন্দ্রাবে কহিছে মধু স্বরে॥ দেখা দিব একি শুনি, উদাসী পথিক উনি, আমি হই কুলের কামিনী। কেমনে এমন বল, ঘৃণা নাহি চলং, ছিছি ছাড় ওলো ননদিনি॥ মিছে কর অনুবোধ, যার নাহি রস বোধ, তারে দেখা দেওয়া অনোচিত। আপনার প্রিয়ে যেবা, তারে চায়্যে দেখে কেবা, পরের দেখিতে একি নীত॥ চন্দ্রা বলে ওহে রায়, কি লাঞ্ছনা হায়২, শুনিতে কি পাও গুণা কর। বিনয়ে কহেন রায়, অপরাধী পায়২, ও কথার কি দিব উত্তর॥ মিনতি শুনিয়ে তার, দয়া হৈল সবাকার, বধূ আইল

ঘরের ভিতরে। চন্দ্রা দেখাইল তায়, রায় বলে হায়২, হেন রূপ নাহি চরাচরে॥ সে ধনি হাসিয়ে বলে, ঠাট দেখে অঙ্গ জ্বলে, ভাল বল কি দেখে আমারা তব নারী ননদিনী, সুন্দরী সে বিনো দিনী, তার কাছে মোরা কোন ছার॥ আনি গিয়া সে চাঁদেবে, চায়্যে রবে রূপ হেরে, কুতূহলে কোলেতে বসাবে। তার প্রাণ তুষ্ট হবে, তুমি হে আনন্দে রবে, সারানিশি সুখে সুধা খাবে রায় বলে শুন সার, নিত্য দেখা পাব তার, তোমাদের দেখা কোথা পাব। আজি তোমাদেব লয়্যে, সুরসের কথা কয়্যে, এ রজনী সুখেতে পোহাব॥ হাস্যা কহে চন্দ্রমুখী, তাহে কি হই বে সুখী; যাতে সুখ শুন যুব রাজ। তারে বসাইব বামে, যেমন শ্রীমতি শ্যামে, বৃন্দাবনে করেন বিরাজ॥ মোরা কেহ বৃন্দে হব সম্মুখে দাঁড়ায়ে রব, কেহ চিত্রে কেহ বা ললিতে। চারি পাশে দাঁড়াইব, মালা গাঁথি গলে দিব, নিশি যাবে হাসিতে২। এতেক বলিয়ারঙ্গে, চন্দ্রারেলইয়েসঙ্গে, চন্দ্রমুখীচলিলতখন। ত্বরায়তারা রেলয়্যে, পুনঃগেলদ্রুতহয়্যে, জীবনের যুড়াতে জীবন॥ তারারে কোলেতেকরি, কুলবধূ বিদ্যাধরী, নন্দাইয়েব কোলেদিলতায়। উঠিয়ে পলায় তাবা, বঁধু বলে একি ধারা, ননদীরে বশ কর রায়॥ চতুর চাতুরী করে, বশ করি কি প্রকারে, যে দুরন্ত তো মার ননদী। বিনয় বচনে কই, তব কেনা হয়্যে রই, বশ কর্য্যে দিতে পার যদি॥ সে নারী হাসিয়া কয়, তুমিহে রসিক নয়, এত ক্ষণে বুঝিলাম দড়। রমণী করিতে বশ, না জান এমন বস; অক্ষম পুরুষ তুমি বড়॥ হাস্যা রায় টলাটল, অমনি করেন ছল

এ বসের কিছু নাহি জানি। গঞ্জনে কি আছে যশ, শিখাইতে হবে রস, এ বিদ্যারে গুরু বলো্য মানি ॥ ধনি বলে একি রস, কথায় করিলে বশ, গুণেরসাগর মহাশয় ।রজনী পোহায়ে যায়, আজি মোবা আসি রায়, বিদায় করহ রসময় ॥ কুশলে রাখিলে কালী, পুনঃ দেখা হবে কালি, রাখ এই মিনতি আমার। আজি ঠাকুর ঘিরে লয়ো্য, চিত্তে পুলকিত হয়ো্য, নব রসে কর হে বিহার॥ এত বলি চলো্য যায়, কুসুম ফেলিয়া রায়, মারিলেন রমণীর গায় । তাবামণি মজে মানে, উপরোধ নাহি মানে, কহিতে পুস্তক বেড়ে যায়॥ জীবন করেন রঙ্গ, পরে হৈল মান ভঙ্গ, প্রেমের কন্দল দুই জনে। এ পুঁথী জীবন তারা, রসিকের আঁখি তারা, আনন্দে রসিক চন্দ্র ভনে॥

অথ অভিমানের কন্দল।

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালি।

প্রাণতো বাঁচে না প্রাণোপতি হে ।কোথা॰॰
ছিলে প্রাণ, জলে সদা জ্বলে প্রাণ, নিবে না
বিরহানলো মজিল যুবতী হে ॥ কান্ত কাম
বাণে, বাঁচি বল হে কেমনে, প্রাণ জ্বলো্য উঠে
সদা প্রাণ, শা, রী, গ, ম, প, ধা, নী, ধা, প, মা,
বকুলো ব্যাকুলো করে মজে কুল বতী হে॥ধ্রু॥

আক্ষেপোক্তি পয়ার॥

ছান্দ্যা ধরিয়া ভার্য্যায়। ছান্দ্যা ধরিয়া ভাষ্যায় ।
বদন চুম্বিয়া রায় ফেলেন শয্যায়॥

কহে চতুরা কুমারী। কহে চতুরা কুমারী।
কিবং কর ছাড় মেনে উহু মরি মরি ॥
যাও তীর্থেতেচলিয়া। যাও তীর্থেতে চলিয়া।
কি লাভ হবে বল এমন করিয়া॥
তীর্থে মাথ গিয়া ছাই। তীর্থে মাথ গিয়া ছাই।
সদানন্দ রাখিবেন আনন্দে সদাই॥
ফেলে তীর্থ দরশন। ফেলে তীর্থ দরশন।
কি ছাই দেখিতে হেথা আইলে এখন॥
চল কি কর কি কর। চল কি কর কি কর।
তীর্থে গিয়া সুখে বল বম বম হর॥
তাহে কৌতুকে থাকিবে। তাহে কৌতুকে থাকিবে।
কামিনী লইয়ে বল কি সুখ পাইবে॥
জ্বলি কতেক জ্বালায়। জ্বলি কতেক জ্বালায়।
তুমি কি জানিবে তাব কি কব তোমায়॥
ফুটে বসন্তে কুসুম। ফুটে বসন্তে কুসুম।
গুঞ্জরে ভ্রমর তার গুমর বিষম॥
পিয়ে মধু ফুলে২। পিয়ে মধু ফুলে২।
দেখে জ্বলো উঠে প্রাণ কাঁদি ফুলে ফুলে॥
কান্ত নিদাঘ সময়। কান্ত নিদাঘ সময়।
নয়ন জলেতে মোর যেন বর্ষা হয়॥
বর্ষা দু মাস বৎসরে। বর্ষা দু মাস বৎসরে।
বারোমাস আমাব নয়নে জল ঝরে॥

হেরে শরদ শশীরে। হেরে শরদ শশীরে।
ন্নদন শবদ জল রয়ো রয়ো ঝরে॥
হিমে হিম নাহি করে। হিমে হিম নাহি করে।
শিবে অগ্নি জ্বলে মোর কি করে শিশিরে॥
জ্বালা উঠিতে বসিতে। জ্বালা উঠিতে বসিতে।
সীতেব দুঃখের তুল্য দুঃখ মোর শীতে॥
আমি এমন করিয়া। আমি এমন করিয়া।
পাইয়াছি কত দুঃখ যৌবনে জ্বলিয়া॥
কহে সবিনয়ে রায়। কহে সবিনয়ে রায়।
হইয়াছি অপবাধী সাধি ধবো পায়॥
ক্ষম এ দোষ আমার। ক্ষম এ দোষ আমার।
তোমা বিনে রূপসী লো বল আমি কাব॥
ধনি তুমি পূর্ণ শশী। ধনি তুমি পূর্ণ শশী।
আমি লো চকোর তোর প্রিয়সি রূপসি॥
থাকি যথায় তথায়। থাকি যথায় তথায়।
তোমা বই কারো নই কি কব কথায়॥
হও পুণ্য ভাগী মোর। হও পুণ্য ভাগী মোর।
শাস্ত্র মত আমি লো পাপেব ভাগী তোর॥
তুমি এ তনুর আধা। তুমি এ তনুর আধা।
আমি লো তোমার প্রেম ডোরে আছি বাঁধা॥
প্রিয়ে ত্যজে অভিমান। প্রিয়ে ত্যজে অভিমান।
রাখো মান কহ কথা সুধার সমান॥

দেখা বহু দিন পরে। দেখা বহু দিন পরে।
আজি মান করে দুঃখ দিয় না অন্তরে॥
এত বলিয়ে নাগর। এত বলিয়ে নাগর।
মাতিল মদন মদে গুণের সাগর॥
করে পয়োধরে ধরে, করে পয়োধরে ধরে।
কান্ত করে দন্তাঘাৎ আদরে অধরে॥
ক্রমে সহলে সহলে। ক্রমে সহলে সহলে।
রসিক ভ্রমর হুল বসায় কমলে॥
ঘন মুখামৃত পান। ঘন মুখামৃত পান।
নিতম্বে নিতম্বে যুদ্ধ গজের সমান॥
দুই জনে মাতা মাতি। দুই জনে মাতামাতি।
তিন বারে কর্ম্ম সাঙ্গ পোহাইল রাতি॥
রঙ্গে উঠিয়ে দুজনে। রঙ্গে উঠিয়ে দুজনে।
জল ক্রিয়া করিল রসিকচন্দ্র ভনে॥

অথ বিদায় যাচিঙ্গা।
রাগিণী দেশ। তাল আড়া।
দেশেতে করিয়ে দ্বেষ হয়েছিলাম বিদেশ গামী।
গেছে সে দ্বেষ কর আদেশ স্বদেশে যাইব আমি॥
তুলিয়ে তান দেশ রাগিণী, উদ্দেশে জনক জননী,
দেশে যাব বিনোদিনী, প্রদেশে বিখ্যাত তুমি॥ ধ্রু॥
পয়ার॥ এ রূপে কামিনী লয়ে কুমার জীবন। নিত্য নব

রসে করে প্রেম আলাপন॥ শালী শালাজেবে লয়ো রজনী দিবস। কথায়ং বস প্রেম রসে বশ॥ নূতন পিরিতি রসে সর্ব্বদা মগন। ক্রমে দশ দিন গত হইল যখন॥ ভাবে রায় আর কি বিলম্বে ফল আছে। যোগ শিখিবারে যাব যোগিনীর কাছে॥ ভাবিয়া বলেন শুন ঠাকুর কুমারী। স্বদেশে যাইব আর থাকিতে না পারি॥ হাস্যা চন্দ্রা বলে যদি যাইবে স্বদেশ। তবে মোরে দেখাও সে সন্যাসীর বেশ॥ কেমন সন্যাসী হয়ো ছিলে মহাশয়। হাসি পায় দেখিতে বাসনা বড় হয়॥ জীবন ভাবেন তবে হৈল বড় রঙ্গ। প্রকাশিয়ে বলি কালী বাড়ীর প্রসঙ্গ॥ হাসিয়া বলেন আমি অবাক সুন্দরী। কি বলিলে ঠাকুরঝি আহা মরিং এখন দেখিতে ইচ্ছা সন্যাসীর বেশ। দেখিয়া কি মিটে নাই মনের আবেশ॥ সেই তুমি সেই আমি কথা মিথ্যা নয়। সেই কালী বাড়ী দেখা নিশি যোগে হয়॥ চাহি না ঔষধী বল্যে রাগিয়া অনল। সেই যে করিয়াছিলে রসের কন্দল॥ পরিয়াছ ঔষধী করিতে পতি বশ। ভুলেছ কি ঠাকুর ঝি সে সকল রস॥ এ বড় মরমে দুঃখ নাহি যায় মল্যে। উপকার করি যার সে যদ্যপি ভুলে॥ পতি বশ হৈল পরে ঔষধী গলায়। আর কি সে কাল আছে চিনিবে আমায়॥ এক্ষণে নূতন রসে রসেছে অন্তর। রোগান্তে কবিবে কেন বৈদ্যের আদর॥ শুনিয়া অবাক চন্দ্রা মোহিল লজ্জায়। উত্তর না করে আর ভাবে একি দায়॥ আড়ালে দাঁড়ায়ে রাণী আছিলেন তথা। বলে ওমা কোথা যাব কি ঘৃণার কথা॥ কি হবে ননদী একি করিল জামাই। এলজ্জাব সা

গরে কেমনে পার পাই ॥ কি কব অধিক মেনে মোরে ধিক২। কি রস প্রকাশ করে জামাই রসিক ॥

রাণীর লজ্জার খেদ।

রাগিণী মোল্লার। তাল তিয়োট।

মরমেতে মরি ওলো কি হবে কি হবে। মুখ না দেখাব কারে থাকিব নিরবে ॥ গিয়াছে মান গৌরব; উঠে যদি এ কুরব, কেমনে লো গৃহে রব, ভৈরব মজালে ভবে ॥ ধ্রু ॥

ভঙ্গ ত্রিপদী ॥ লাজে রাণী কহিছে শিহরি, ননদি লো সব পরিহরি। চল লো ত্যজি জীবন, যে লজ্জা দিলে জীবন, কি লাঞ্ছনা হরি হরি হরি ॥ কেমনং মন করে, কর দিয়াছি জামাই য়ের করে। ভয়ে বাক্য নাহি সরে, কে শুনাবে রাজ্যেশ্বরে, তনু কাঁপে থরে থরে থরে ॥ কেবা কবে শুনাবে রাজায়, অমনি যে মরিব লজ্জায় ং ভয়েতে লোমাঞ্চ দেহ, কি করিব যুক্তি দেহ, ভেবে প্রাণ যায় যায় যায় ॥ লাজে আঁখি করে চলং, জীবনের এ কেমন ছল। কি ভাবি উনিশ বিশ, এখনি খাইব বিষ, ননদি লো চল চল চল ॥ কি রঙ্গ করিল বংশীধর, ভয়ে শুকাইল ওষ্ঠাধর। এ কথা কহিব কায়, ভয়েতে কাঁপিছে কায়, ধনি মোরে ধর ধর ধর কথা শুনে হয়েছি দুর্ব্বল, যেন কে হরিয়ে নৈল বল। জামাই কি ছলে আইল, ছিছি কি ঘৃণা আইলো, কোথা যাব বল বল বল ॥ মরি মরি করি কি উপায়, কৃষ্ণ মোরে ঠেলেছেন পায়। রঙ্গ শুনে অঙ্গ জ্বলে, এখনি ডুবিব জলে, চল যাই পায় পায় পায় ॥ কৃষ্ণ

মোর হওহে সহায়, আজি যেন নিশি না পোহায়। নিশি পো হাইলে পরে, একথা শুনিলে পরে, কি বলিবে হায় হায় হায় ॥ ননদী প্রাণ ত্যজি গিয়া আলো, চক্ষে আর নাহি দেখি আলো। হাসিয়ে কহে রসিক, জীবন কি সুরসিক, সুচতুর ভাল ভাল ভাল ॥

অথ জীবনের দর্প চূর্ণ।

রাগিণী ঝিঝিটি। তাল পোস্তা।

বড় বাজিয়ে বাঁশী কালো শশী কর গোপীর মনো
চুরী। আজ দর্প চূর্ণ করিব তোমার শুন ওহে দর্প
হারি॥ আমরা সব ব্রজের রমণী, ওহে নাগর
চিন্তামণি, কেমন গুণের গুণমণি, জানিব এবার
বংশীধারী॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ দেখিয়া পতির রঙ্গ তারামণি হাসে। তখন চন্দ্রা রে ডাকি বিশেষ প্রকাশে॥ যে রূপে কালিকা তারে স্বদয়া হই ল। মধু কুঞ্জবনে নাথে যে রূপে ছলিল ॥ যে রূপে হয়েছে দাস খত লেখাইয়া। মুড়ায়ে দিয়াছে জটা যেমন করিয়া॥ শুনে চন্দ্রা চন্দ্রমুখী হাস্যে পড়ে ঢল্যে। লাজে মরি দাস খত লিখে ছে কি বল্যে॥ কি বলিলে তারা দিদি প্রাণ নিলে কাড়ি। এ যে দেখি চোরের উপর বাট পাড়ি॥ সে যেন সিদ দল চোর সিদ চুরি তার। দিবসে ডাকাতি দিদি দেখি যে তোমার॥ দেখি সেই দাস খত শুনে পায় হাসি। সাবাসি তোমারে দিদি সাবাসি২ ॥ শুনে দাস খত তারা দিলেন যতনে। না ধরে চন্দ্রার হাসি সে

চন্দ্র বদনে।। খত লয়ো দ্রুত হয়ো গিয়ে কহে ধনি। বসিয়া কি করহে চতুর চূড়ামণি।। দেখ ওহে বঁধু এই কিসের লিখন। পড়িয়া শুনাও মোরে রসিক সুজন।। এত বলি খত দিয়া দাঁড়াইয়া পাশে। দশনে অধর চাপি মৃদুং হাসে।। নিজ খত দেখে রায় চমকে তখন। সাত পাঁচ ভাবে কিছু না বুঝে কারণ।। রায় বলে সুন্দরী কি সুন্দর লিখন। কে দিলে পাইলে কোথা বল বিবরণ।। হাসিয়া মধুর বাক্য কহে বিনোদিনী। মধু কুঞ্জে আইসে ছিল এক সন্যাসিনী।। সে আসি বিক্রয় করে দিদির নিকটে। জানিনাই শুনিয়াছি দাস খত বটে।। ভাবি তাই এ খতের খাতক কোথায়। পাইলে নিযুক্ত করি দিদির সেবায়।। রায় বলে খত দেখে হইনু উল্লাস। অবশ্য খাতকে পাবে করিলে তল্লাশ।। শুনে হাস্যে ঢল্যে পড়ে রসিকা রমণী। আর কেন চাতুরী কর হে গুণ মণি।। পরায়েছ ঔষধী করিলে বড় জারী। জান না যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন দর্পহারী।। বুদ্ধি বল গেল জানা শুনহে সুজন। খতের খাতক তুমি দিদি মহাজন।। প্রকাশ করিয়ে তবে বলি এতক্ষণে। লিখিয়াছ দাস খত দিদির চরণে।। সেই সন্যাসিনী বেশে দিদি করে ছল। কি বুঝিবে গুণমণি রমণীর কল।। শুনে ছি প্রয়াগে মাথা মুড়ায় সকলে। তুমি জটা মুড়ালে দিদির পদ তলে।। স্বামি হয় নারীর পরম গুরু জানি। তুমি কর প্রণাম দিদিরে গুরু মানি।। চন্দন তেজিয়ে যেবা গায়ে মাখে ছাই। তার বুদ্ধি কি হবে ঘৃণায় মরে যাই।। ভাল খায় ভাল পরে সৎ সঙ্গে রয়। নীচ হৈলে তবু তার বুদ্ধি ভাল হয়।। শুনিয়ে জীবন

রায় চমকি উঠিল। মনেং ভাবে একি প্রমাদ ঘটিল॥ হাস্যে বলে আমি কোন ছার লো সুন্দরী। আপনি নারীর মান বাড়ান শ্রীহরি॥ লিখেছেন দাস খত শ্রীরাধার পায়। রসিকের কর্ম্ম এই লজ্জা নাহি তায়॥ চন্দ্রা বলে কথা শুনে হৈল সুখ লাভ। চল্যে পড়ে বলিলে শয়নে পদ্ম লাভ॥ রায় বলে ঠাকুরঝি মানি লাম হারি। এবড় আশ্চর্য্য কিছু বুঝিতে না পারি॥ সাজিল তোমার দিদি সন্ন্যাসিনী বেশ। করিল চতুরা বটে চাতুরীর শেষ॥ ব্রজে শুক শারী নিন্দে করিল আমারে। কেমনে জানিল ধনি সুধাও তাহারে॥ চন্দ্রা বলে কালী যারে সদয়া আপনি। এ কথা কি তাহারে সুধাব গুণমণি॥ সে যে নহে শারী শুক ওহে বিনোদিয়া। কালিকা করেন ছল দিদির লাগিয়া॥ শুনে শিহরিয়া উঠে জীবন অমনি। কি শুনি সামান্যা নারী নহে তারা মণি॥ চন্দ্রা বলে নাহি হয় যদ্যপি প্রত্যয়। সেই সন্যাসীব বেশ ধর মহাশয়॥ দিদিরে সাজাই তবে সন্যাসিনী সাজ। ভাল বল্যে তাহে সায় দিল যুবরাজ॥ দুজনে যোগিনী যোগী সাজিল ত্বরায়। সে সব কহিতে গেলে পুথি বেড়ে যায়॥ পুনঃ নিজ বেশ তবে ধরিলেন তারা। রচিল রসিকচন্দ্র এজীবন তারা॥

অথ জীবনের স্বদেশ গমন।

রাগিণী ললিত। তাল ঠেকা।

রজনী প্রভাতে উঠি অলসিত অলসেতে।
বসিয়া নাগর চলে রসিয়া সে প্রেম রসেতে॥

চলিতে পদ অচল, চপলা মত চঞ্চল, রস
ভরে ঢলং, ঢলো পড়ে প্রেম ভাবেতে।। ধ্রু।।

পয়াব।। - এই রূপে কত খেলা করিল জীবন। ভাবেন স্বদেশে তবে যাইব এখন।। শ্বশুর শাশুড়ী পদে প্রণাম করিয়া। বিদায় লইল রায় হাসিয়া২।। জামতার সঙ্গে রাজা কন্যা পাঠাইল দাস দাসী আর বহু রত্ন সঙ্গে দিল।। দিলেন বিবিধ পক্ষ সুন্দর২ হয় হয় বহু দামী দিলেন বিস্তর।। করি করি আরোহণ চলিল কুমার। দশ দিনে উত্তরিল দেশে আপনার।। উপনীত হৈল রায় নিজ নিকেতনে। প্রণাম করিল পিতা মাতার চরণে।। পুত্র শোকে রাজা রাণী সকাতর ছিল। পুত্র পুত্রবধূ হেরে আনন্দে মোহিল।। নানা রত্ন ধন রাজা বিতরণ করে। গর্ভবতী তারা মণি কিছু দিন পরে।। দশমাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল। ষষ্ঠী পূজা আদি কর্ম্ম সকল হইল।। ছয় মাসে অন্ন দিয়ে রাজ্য অধিকারী। আপন পৌত্রের নাম রাখিলেন প্যারী।। পুত্রে রাজ্য ভার দিয়া পৌত্রেরে দেখিয়া। কাশী বাসী হৈলরাজা রাণীরে লইয়া।। কিছুদিন থাকি তথা রঘুবীর রায়। তবে কাশীমৃত্যু তার হইল ত্বরায়।। রাজরাণী সহমৃতা গেলেন তখন। ত্রিশদিনে শ্রাদ্ধ আদি করিল জীবন।। রাজত্ব করেন রায় সর্ব্ব গুণ যুত। ক্রমে২ হৈল তাঁর আর দুই সুত।। মধ্যমের নাম রাখিলেন মতিলাল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বিজয় গোপাল।। তিন পুত্র লয়ো রাজা প্রফুল্ল অন্তরে। সিন্ধু পুরে পরম আনন্দে রাজ্য করে।। অধম রসিক যার বড়ায় নিবাস। জীবন তারার খেলা করিল প্রকাশ।।

অথ জীবনের রাজ্য হইতে পলয়ায়ন।
রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালি।

ত্রাণ পাবি যদি ভব ঘোরে। কালী২ মনঃ বল সর্ব্বক্ষণ,
শুনেছি এমন ও নাম সাধনে, হরের লিখন দুঃখ হবে
হরে.হরে।। ওরে ভ্রান্ত মনো কর কি চিন্তে, জাননা
কি হবে এ জীবনান্তে, না ভেবে ভৈরবী, ভাব কোথা
য় রবি, রবি সুতে বেঁধে লবে করে কবে।। দেহ
ছেড়ে যবে যাবেরে জীবন, কোথা রবি কোথা
রবে তখন, রসিক এভবে, নাম নাহি রবে, গেলং
কবে পরস্পরে পবে।। ধ্রু।।

পয়ার। ভারত কহিছে মহারাজ নিবেদন। কহিলাম সমস্ত সুখের বিবরণ।। যে দুঃখ জীবন তারা কাননে পাইল। সংক্ষেপেতে বলি শুন পরে যে হইল।। তিন পুত্র উপযুক্ত হৈল ভূপতির। নিত্যং পুলকেতে পূর্ণিত শরীর।। দৈবের ঘটনা বল কে পারে খণ্ডিতে। শ্রীমন্ত মশানে যায় লিখেছে চণ্ডীতে।। রামায়ণে লিখেছে রামের বনবাস। নলের দুর্গতি যত নৈষধে প্রকাশ।। মগধের রাজা হয়ে লৈল রাজ্য ধন। আজ্ঞা দিল জীবনের বধিতে জীবন।। ভয়ে ভার্য্যা পুত্র লয়ে পলায় ভূপাল। চলিতে না পারে শিশু বিজয় গোপাল।। পুত্রের বদন চাহি কান্দেন মহিষী। বসিলেন বৃক্ষ মূলে পোহাইল নিশি।। রাজা বলে কান্দিলে কি করিব উপায়। বিপদ পড়িলে শত্রু ফিরে পায়২।। চল২ কান্দ্যে বল কি আর করিবে। কে শুনিবে

কে দেখিবে কে আসি ধরিবে ॥ বিপদে বিশ্বাস কারে কভু নাহি হয়। সময়ের বন্ধু হয় শত্রু অসময় ॥ অতএব প্রিয়সিলো শীঘ্রগতি চল। রাণী বলে মহারাজ কোথা যাবে বল ॥ রাজা বলে বিধুমুখি লয়ে পুত্রগণে। তুমি যাও পিত্রালয় আমি যাই বনে॥ রাণী বলে এই যদি ভাবিয়াছ সার। যে বনে যাইব আমি সেবনে তোমার ॥ বল নাথ সতী কোথা ছাড়ে পতি সঙ্গ। রামায়ণে শুনি রাম সীতার প্রসঙ্গ ॥ শ্রীরামের সহ বনে গেলেন জানকী। নল দময়ন্তি কথা, আপনি জানকি॥ রাজা বলে একান্ত হয়েছে যদি মন। তবে চল প্রিয়সি লো প্রবেশি কানন। বিলম্ব উচিত নহে রজনী প্রভাতে। পূর্ব্বদিগ আলোময় ভানুর প্রভাতে ॥ পতির বচনে তবে উঠে তারামণি। অবনি নাথের সঙ্গে চলিল অমনি ॥ দুই দিনে বনে গিয়ে প্রবেশ করিল। বন দেখে কান্দে রাণী রসিক রচিল ॥

অথ রাণীর বনে রোদন।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

এসো মনঃ হরি বলে আনন্দেতে কাল হরি। হরি নাম হৃদে থুয়ে রাখরে জ্ঞান প্রহরী ॥ মিশাবি যদি হবিতে, ভাস ভক্তি লহরীতে, শমনে নারে হরিতে, স্বমনে বলিলে হরি ॥

ত্রিপদী। রাণী বলে হায়২, কোলে করি আয়২, প্যারীলাল ওরে বাছাধন। রাজ্য হৈল হরি হরি, বাছা মোর মরি২, তোদে

র কপালে কি লিখন ॥ ভাবি তাই মনে মনে, এ বয়েসে বনে বনে, ভ্রমিতে বিধাতা পাঠাইল। খল হাসে খল খল, দুটি আঁখি ছল ছল, শত্রুর মানস পূর্ণ হৈল॥ দুখে তনু জর২, কাঁপিতেছি থর থর, ধর ধর বাপধন প্যারী। কি হইল বল বল, কোথা যাব চল চল, আর দুঃখ সহিতে না পারি॥ উরু কাঁপে গুরু গুরু, হিয়া করে দুরু দুরু, ভয়ে ভীত কানন হেরিয়ে। ব্যাঘ্র ভয় স্থানে স্থানে, কি প্রকারে প্রাণে প্রাণে, বাঁচাইব কেমন করিয়ে॥ কি আনন্দ মনে মনে, যত শত্রুগণে গণে, বিধাতা সাধিল একি বাদ। ভেবে প্রাণ যায় যায়, ফিরে শত্রু পায় পায়, কি উপায় ঘটিল প্রমাদ॥ প্যারী বলে শুন শুন, জননি গো পুনঃ পুনঃ কেন মিছে করিছ রোদন। মুখে বল হরি হরি, দুঃখ লবে হরি হরি, হরি নাম বিপদ ভঞ্জন॥ যেজন অধরে ধরে, নাম জপ করে করে, তাহার বিপদ হরে হরি। অই নাম ধন্য ধন্য, আর যত অন্য অন্য, অনিত্য ভাবনা করে মরি॥ মুখে বল হরে হরে, তাহে দুঃখ হরে হরে, শাস্ত্রে শুনি ব্যাসের বচন। যেবা প্রেমভাবে ভাবে, তার ফল পাবে পাবে, উচ্চৈঃস্বরে কর উচ্চারণ॥ যেবা ভক্তি বলে বলে, নিজ শত্রুদলে দলে, স্থানে২ পুরাণেতে উক্ত। কেন কর ভয় ভয়, সদা বল জয় জয়, রাধাকৃষ্ণ কর মোরে মুক্ত॥ কৃষ্ণ নাম ধর ধর, তিনি ধরাধর ধর, বংশীধর জলদ বরণ। শরীর অবশে বসে, সর্ব্বদা ঐ রসে রসে, দীন হীন রসিকের মন॥

অথ জীবনের জীবন ত্যাগ ও রাণীর রোদন।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল ঠেকা।

মরি জ্বালায়, জ্বালার উপর জ্বালা দিয়ে কোথায় পলালেহে। ভালপ্রেম করো ভাল জ্বালান জ্বালালে হে। এত যে ভাল বাসিতে, দেখিলে অমি হাসিতে, এবে এ দাসী-নাশিতে, কি খেলা খেলালে হে ॥ ধ্রু॥

পয়ার। রাণী বলে প্যারীরে বালাই লয়ে মরি। আয়রে কণ্ঠের হার কণ্ঠে গাঁথে পরি॥ মরি২ আহারে আহার বিনে ক্ষীণ। শুকাইয়ে চন্দ্রমুখ হয়েছে মলিন॥ না রুচিত ক্ষীর সর নবনী তখন। দুর্লভ বনের ফল হয়েছে এখন॥ রাণীর রোদনে রাজা ফল অন্বেষণে। প্যারীলালে সঙ্গে লয়ে ভ্রমেণ কাননে॥ ফলের কারণে দেখ কোন ফল ঘটে। ফলাফল যত কিছু লিখন ললাটে॥ চলিতে২ হৈল চরণ অচল। দেখে এক তরুতে সুচারু চারি ফল॥ অমনি উঠিল বৃক্ষে অবনির নাথ। সুকোমল কলেবরে হৈল রক্তপাৎ॥ নির্ব্বাণ না হয় জ্বালা জ্বলে কলেবর। ধরাপতি পতিত সে ধরার উপর॥ অমনি জীবন ত্যাগ করিল জীবন। প্যারীলাল উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥ হায় আমি কোথা যাব একি পরমাদ। কি বলে মায়ের কাছে কহিব সংবাদ॥ বিধির বিবাদে হৈল জনম বিফল। ফলের লোভেতে ফলে কপালে কি ফল॥ কান্দিতে২ যায় জননী যথায়। বলিতেনা পারে কিছু সম্মুখে দাঁড়ায়॥ রাণী বলে কোলে আয় বাপধন প্যারী। চক্ষে জল কেন বল চন্দ্রমুখ ভারি॥ দুইজনে গেলি তোরা আ

নিতে যে ফল। একা ফিরে আইলি কেন তিনি কোথা বল॥ কান্দিয়া কহিছে প্যারী কি কব জননী। এত দিনে কাঙ্গালি করিল পদ্মযোনি॥ তরু হৈতে পড়ে প্রাণ ত্যজিলেন পিতে। বুঝিলাম ভাগ্য দোষে কালিকা কুপিতে॥ শুনি যে অধবা রাণী পড়িলেন ধরা। কপালেতে হানে কর হইয়ে কাতরা॥ উচ্চৈঃ স্বরে কান্দিয়া কহিছে ওরে প্যারী। কি শুনালি এ যাতনা সহিতে না পারি॥ কৃষ্ণ কি ভাঙ্গিয়া দিল অদৃষ্ট আমার। তনু হৈল তাঁর বিচ্ছেদের অধিকার॥ এত বলি প্যারীলালে সঙ্গে লয়ে যায়। দেখে মৃত্তিকায় পড়ে আছে মৃত্যুকায়॥ শব দেখে দুনয়নে বহে অশ্রুধারা। কান্দ্যে বলে এ সময় কোথাগো মা তারা॥ তারার নয়ন তারা তারা কি হরিলি। পাথরের মায়্যে গো মা পাথারে ভাসালি॥ আমরা যে দাস দাসী তোমার ভবানী। শুনিয়াছি জননি গো শ্রীমুখের বাণী॥ মোর দুঃখ দেখে হয়্যেছিলে শুক শারী। আজি কেন নিদয়া গো নগেন্দ্র কুমারি॥ এই রূপে হাহাকার করে তারা সতী। ভাসে আঁখি জলের তরঙ্গে বসুমতি॥ ওরে বাছা প্যারী দেহ সাজাইয়ে চিতে। সহমৃতা যাব সাধ নাহিরে বাঁচিতে॥ রসিক কহিছে রাণী ধৈর্য্য হয়ে শুন। জীবন জীবন দান পাইবেন পুনঃ॥

অথ প্যারী ও মতিলালের প্রাণ ত্যাগ।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালি।

মনরে। ভবার্ণবে ভাব কৃষ্ণ সারাৎসার। এ সংসার, সব অসার, সার মাত্র নাহি কিছু

সকলি অপ্রশংসার ॥ রয়েছবে কি উৎসবে,
তুমি যাবে জানে সবে, না ভাবিলে সে কেশ .
বে, কে সবে অন্তিম ভার ॥ ধ্রু ॥

লঘু ত্রিপদী। রাণী, নানা ছান্দে, বিনাইয়া কান্দে, হৃদে জ্বলে শোকাগুণ। বিপদ বিপদে, ঘটে পদেং, পরে যে হইল শুন॥ বিজয় কান্দিয়া, কহে বিনাইয়া, জননি মরি ক্ষুধায়। তা শুনিয়ে প্যারী, চক্ষে বহে বারী, ফল অন্বেষণে যায় ॥ মহিষী অ ম্লান, বলে যাদুমণি, কোথায় যাইবি বল। সুধাইলে রাণী, প্যারী কহে বাণী, যাইব আনিতে ফল॥ গত দুই দিন, তনু হৈল ক্ষীণ, আহার বিহনে আহা। যে কান্ত কাননে, সব রৈল মনে, বিধি কি না জানে ইহা ॥ রাণী বলে বাপু; কেন গণ হাপু, আমি না দিব যাইতে। আনিতে সে ফল, পায়েছি যে ফল, বাকি কি ফল পাইতে॥ যদি বাছা যাও, মোর মাথা খাও, ও কথা না বল ফিবে। ওরে বাপধন, শুনে ও বচন, বজ্রাঘাৎ পড়ে শিরে॥ প্যারী কহে মায়, না ঘটিবে দায়, জননী না কর ভয়। এখনি যাইব, অমনি আসিব, ক্ষুধিত বড় বিজয়॥ রাণী বলে শুন, যদি যাবে পুনঃ, বুঝিয়া চলিবে ঠাঁঞি। শাস্ত্রের বচন, শুনেছি এমন, সাবধানে নাশ নাই॥ মাতৃ অনুমতি, পায়ো প্যারী মতি, দুই সহোদরে চলে। কিছু দূর হাটে, দেখ কি ল ল্যাটে, ফলের কারণে ফলে॥ যাইতে অমনি, অজাগর ফণী, দংশিল প্যারীর পায়। না দেখে উপায়, কিসে রক্ষা পায়, বিষে [illegible] তনু কাপায়॥ কাঁপে থরং, বলে ধর ধর, মতিবে কি হৈল

গতি। মায়ের বারণ, না শুনে তখন, এখন যাতনা অতি॥ বলিতে বলিতে, চলিতে চলিতে, ঢলিয়ে পড়ে ভূতলে। ধরায় শয়ন, ধরায় তখন, কাল নিদ্রা কৃষ্ণ বলে॥ বনে প্যারী মরে, মতি উচ্চৈঃস্বরে, কান্দিতেং যায়। ভ্রাতৃ শোকে জ্বলে, আঁখি ভাসে জলে, সকল কহিল মায়॥ সে কথা শুনিয়া, আকাশ ভাঙ্গিয়া, পড়িল যেন মাথায়। মহিষী অমনি, লোটায় অবনি, কান্দিয়া ক্ষিতি ভাসায়॥ বলে ওরে মতি, কেনরে এমতি, সমাচার দিলি মোরে। তখনি সন্দেহ, লোমাঞ্চিত দেহ, হইয়াছে দেখে তোরে॥ ধিক মোরে ধিক, ওরে প্রাণাধিক, কোথায় প্রাণের প্যারী। অভাগীর পাপে, তাকে দংশে সাপে, এদুঃখ সহিতে নারি॥ এতেক বলিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া; দেখিতে চলিল ত্বরা। দেখে মৃত কায়, পড়ে মৃত্তিকায়, আছাড়িয়া পড়ে ধরা॥ প্যারীর কারুণে, প্রবেশি জীবনে, জীবন ত্যজিল মতি। রাণী অনিবার, করে হাহাকার, কি কব যাতনা অতি॥ সব শব লয়ে, একত্র করিয়ে, শোকেতে কান্দিল কত। রসিক রচিল, লিখিতে নারিল, রাণীর রোদন যত॥

অথ হীরে ব্যাধের কামিনী দর্শন।

রাগিণী দেশ মোল্লার। তাল জৎ।

শুনহে নৃপমণি, রমণী, কে ধনি, সে ধনী, রূপে কানন আলো করেছে। কত শোভা পায়, পদ্ম লজ্জা পায়, দেখে নিরুপায় তায়, অভিমানে জলে

জলজ ডুবেছে ।। কাননে রয়েছে বসি, নখে ধরে
দশ শশী, তায় ষোড়শী, কার প্রিয়সি, রূপসী, হবে
উর্ব্বশী, কি রাজ মহিষী; হয়ে তায় উদাসী, ত্যজে
হাসি, নয়ন জলে ভাসিছে ।। ধ্রু ।।

পয়ার। এইরূপে রাজরাণী করেন রোদন। পরে যে হইল তাহা কুরহ শ্রবণ ।। বনের উত্তরে আছে চন্দ্রনামে পুর। প্রেমা দিত্য মহারাজা তাহার ঠাকুর ।। করে ছিল দারুণ প্রতিজ্ঞা শুন বলি। এক শত রাজপুত্র দিবে নরবলি ।। সকল হয়েছে বাকি এক মাত্র শেষে। সন্ধান করিতে চর ফিরে দেশেং ।। সেই দেশে এক ব্যাধ হীবে তার নাম। পক্ষ মারিবারে বনে ভ্রমে অবিশ্রাম ।। সেই বনে প্রবেশিয়ে করে নিরীক্ষণ। মহিষীর রূপ হেরে ভাবিছে তখন ।। কে রমণী কি জন্যা আইল একাননে। এরূপ বর্ণিতে কেবা পারে একাননে ।। রূপে বন আলো করে বসেছে সুন্দরী। কি ললিত চন্দ্র দর্প দলিত মাধুরী ।। না জানি বরণী কার এতরুণী কন্যা। চম্পক বরণী রূপে ধরণীতে ধন্যা ।। অভিমানী রাজরাণী বুঝিনু আভাষে। কি রাগের ভরে কেবা দিল বনবাসে।। ধরি ধ্বনি ধ্বনিত ধনীর মনোলোভা। নির্দ্ধনীর ঘরে কি এধনি পায় শোভা ।। সুন্দরীর কোলে শিশু পরম সুন্দর। অন্তরে দেখিয়ে মোর প্রফুল্ল অন্তর ।। নিকট যাইতে ভয় কি জানি কি ঘটে। একথা উচিত বলা রাজার নিকটে ।। এত ভাবি ধরায় ধরায় দ্রুতগতি। উপনীত হয়ে বলে যথায় ভূপতি ।। অবধান মহারাজ কহিব স্বরূপ। আজি বনে দেখিলাম কি আ

শ্চর্য্য রূপ ॥ রোদন করিছে বসে কে এক রমণী। রমণীর শিরো মণি ওহে নৃপমণি ॥ কোন নৃপমণির রমণী হবে ধনি। হরে সে মুনির মনঃ কটাক্ষে অমনি ॥ কে সেবন কেশে জিনিয়াছে নব ঘনে। কামধনু ভুরু ভাঙ্গা ভুরু দরশনে ॥ নাসায় হয়েছে নাশা খগের গৌরব। শ্রবণ গিধনী বলি শ্রবণ সম্ভব ॥ দন্তপাতি মুক্তাহার কি সুখ তাহার। হেরে লাজে জলজ জীবন করে সার ॥ ধিক চাঁদে অধিক অভেদ সৌদামিনী। এলায়ে পড়েছে বেণী যেন পাগলিনী ॥ ভূপালক যে এক বালক কোলে তার। শতদল পদ্ম যেন ফুটে চমৎকার ॥ সেই শিশু ত্বরায় আনিয়ে আনি বলি। পণ পূর্ণকর তারে দিয়ে নরবলি ॥ রাজা বলে উপ যুক্ত যুক্তি এই বটে। শীঘ্র ডাক কোতয়ালে কে আছে নিকটে ॥ রাজ আজ্ঞা পায়ে দূত ছুটে যেন তীর। কোটালে আনিয়া করে হুজুরে হাজির ॥ মহিপাল বলে শুন শুনরে কোটাল। দেখিবি কেমন তোরা নিমকহালাল ॥ দক্ষিণ কাননে আজি গিয়াছিল হীরে। আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় আসিয়াছে ফিরে ॥ রমণীর শিরোমণি কে এক রমণী। রোদন করিছে বনে মদনমোহিনী ॥ শুনি লাম ভাসে চক্ষু জলের হিল্লোলে। পদ্ম ফুল তুল্য এক শিশু তার কোলে ॥ সেই শিশু আন গিয়ে বিলম্ব না সয়। তারে নর বলি দিলে পণ পূর্ণ হয় ॥ রাজার হুকুম পায়ে প্রবেশিতে বনে। রসিক কহিছে যুক্তি করে সর্ব্বজনে ॥

অথ কোটাল দিগের বনে গমন।

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥ রাজ আজ্ঞা অনুযাই, কোটালেরা যোল ভাই,

যুক্তি করে এক ঠাই বসো। কহিতেছে জয় কালী, মুখে বল জয় কালী, ধর ঢাল মার তাল কসো॥ বসনে করিয়া ফান্দ, আঁটিয়া কোমর বান্ধ, ব্যাঘ্র ভয় যদি হয় বল। বন্দুকে পুরিয়ে গুলি, লহ তীর কতগুলি, ধনুকে টঙ্কার দিয়ে চল॥ খাপ খুলে হাতি যাব, সঙ্গে লহ হাতী আর, অশ্ব উট যেবা মনে লয়। ভাই যাব খাই পরি, চাহিলে স্বর্গের পরি, পারি যদি আন্যা দিতে হয়॥ যদি চায় পারিজাতে, করি তাই পারি যাতে, তবে থাকে চাক্রীর ধর্ম্ম। খাই যার গাই তার, শোধি নিমকের ধার, নিমক হালালী এই কর্ম্ম॥ মাসে২ মাহিয়ানা, বুঝে লই ষোলআনা, হুজরী মহরী করি ভাই। বয়েস বৎসর আশী, এখন ডুবেলা আসি, হাজিরাৎ নাজিরে লিখাই॥ পাইবি পরম বল, মুখে কৃষ্ণ২ বল, দুর্ব্বলের বল বলে যারে। যে জন করে সাধন, কৃষ্ণ ধন আরাধন, বাঘে কি নিধন করে তারে॥ প্রহ্লাদেব কথা শুনে, আহ্লাদ উপজে মনে, অনল সলিলে নাহি মরে। ধ্রুব শিশু গিয়ে বনে, সদা ডাকে নারায়ণে, যেহইল ব্যক্ত চরাচরে॥ অতএব বলো হরি, চল আনি শিশু হরি, কামিনী যদ্যপি দ্বন্দ করে। শুষে রক্ত খাব তায়, যেন নাশে পূতনায়, হরিযেহরি সেব্রজপুরে যুক্তি করো সর্ব্ব জন, করে অস্ত্র আয়োজন, প্রবেশিল কানন ভিতরে। যায়২ চায় ফিরে, সঙ্গে ছিল ব্যাধি হীরে, বলে ঐ দেখরে দেখরে॥ রোদন করিছে ধনি; কারে করেরে নিধনী, হেন ধন কানন বাসিনী। আছে কি ভাবের ভাবে, কি ভাব বসিয়ে ভাবে, ভাবি কার ভাবের ভাবিনী॥ প্রহরী শিহরি কয়, একহূ

কামিনী নয়, বুঝি স্থিরা সৌদামিনী হীরে। কিম্বা সে গগণ শশী, ভূ তলে পড়েছে খসি, কেন আইলি চল যাই ফিরে॥ হীরে বলে ধীরে চল, কাছে গিয়ে দেখে বল, রসিক দিলেন তাহে সায়। কামিনীর সে মাধুরী, কাছে গিয়ে দৃষ্ট করি, কোটাল পড়িল ভাবনায়॥

অথ কোটালদের অনুভব।

রাগিণী আলিয়া। তাল একতালা।

কে রমণী করে কি চিন্তে। হের হের হের পার কি চিন্তে॥ এ কার ঘরণী, নবীন তরুণী, রূপে পারে ধনি ধরণী জিন্তে॥ জিনে সৌদামিনী, কামিনী কাননে, নলিনী দলিনী ও ধনি বদনে পদ নখে শশী ধরেছে রূপসী, কাহার প্রেয়সী ত্যজিল কান্তে॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ দেখিয়া রাণীর রূপ মোহিত হইয়া। কোটাল কহিছে দেখ দেখরে চাহিয়া॥ এমন রূপসী কভু দেখি নাই আর স্বর্গেতে নাহিক মিলে মর্ত্য কোনছার॥ এক ঠাই শতচন্দ্র হইলে উদয়। তবু এরূপের তুল্য হয় কিবা নয়॥ দেব কন্যা যক্ষ কন্যা কিম্বা নাগ কন্যা। বুঝি অভিমানে আসি কান্দিছে অরণ্যে॥ আর জন বলে কথা শুনে হাসি পায়। নাগ কন্যা হবে যদি ল্যা জটা কোথায়॥ আমাদের পানে চায়ো রহিয়াছে ধনি। নাগ কন্যা হৈলে ফণা ধরিত এখনি॥ কহে আর জন এটা কি মূখরে ভাই। পুরাণে পুরাণ কথা কভু শুনে নাই॥ পাতালেতে নাগ

কন্যা আছে এই ধারা। হেলে কাল নাগিনী গোখুরা নয় তারা তাদের নাহিক ল্যাজ ফণা নাহি ধরে॥ দেব কন্যা তুল্য তারা ব্যক্ত চরাচরে॥ দেব কন্যা নাগ কন্যা এত কভু নয়। শুন সবে বলি যাহা মোর মনে লয়॥ রাম বুঝি পুনঃ বনে দিল জানকীরে। বরং সে উহারে জিজ্ঞাসিয়ে জানা করে॥ আর জন বলে ভাল পড়িনু জ্বালায়। এ যে ধান ভাণিতে শিবের গীত গায়॥ কোথা ত্রেতাযুগে বিষ্ণু রাম অবতার। সেই যুগে লীলা খেলা ফুরায়েছে তাঁর॥ দ্বাপরেতে কৃষ্ণ হয়ে রস বৃন্দাবনে। করিলেন কত খেলালয়ে গোপীগণে॥ এক্ষণেতে কলিকাল জানত সকল। কোথা রামসীতে কোথা রাম লীলে বল॥ বলি তাই শুন ভাই মোর মনে লয়। এ নারী মানব কন্যা একথা নিশ্চয়॥ কেবা কোন রাগ ভরে ত্যজে গেল বনে। মনের দুঃখেতে জল বহিছে নয়নে॥ জয় কালী বলে ভাই এই কথা ঠিক। দেহে আছে ছায়া আর নয়নে নিমিক॥ বুঝিনু মানব কন্যা আর ভয় নাই। কি হেতু কান্দিছে চল উহারে সুধাই॥ জয় হরি ছোট ভাই কহিছে তখন। যে হকু শুনহ দাদা আমার বচন॥ বড় বধূ করে ঘরে রাখিব উহারে। রূপে হবে ঘর আলো না দেখাব কারে॥ ছোট বধূ হয় যদি তাহে ক্ষতি নাই। যে হকু সে হকু হবে চল লয়ে যাই জয় কালী বলে ভাই লয়ে যাব ঘরে। কোথায় বসাব বল কুড়ের ভিতরে॥ আমা সমাদের ঘয়ে এমন সুন্দরী। যেন কালকেতুর কুড়েতে মাহেশ্বরী॥ মেজ ভাই বলে দাদা কেন ভাব দায়। মেজ বধূ হয়ে গিয়া বসিবে মেঝায়॥ সেজ বলে সেজ বধূ বড় কন্দ

নিয়া।।এই হবে সেজবধ তারে খেদাইয়া।। নভাই কহিছে বলি তোমাদের কাছে। বহু দিন সেনবধূ মরিয়া গিয়াছে।। একা ঘরে শুয়ে করি বসন্তে বরষা।হইবে নবধূ এই হইল ভরসা ।। কহিছে নূতন ভাই দুঃখ যাবে দূরে।আমি দিব নদাদারে নূতন বধূরে পুরাণ নূতন বধূ নবধূ হইবে। নূতনং বধূ ইহারে বলিবে ।। আর ভাই বলে ভাই শুন সর্ব্বজনে । কুড়ায়ে পায়েছি ফল লব পাঁচ জনে ।। বাঁটোয়ারা কর মোর কথা শুন যদি। পঞ্চ ভাই পাণ্ডবের যেমন দ্রৌপদী।। জয় কালী হাসিয়া কহিছে ওরে ভাই । যে হকু হইবে পরে চল কাছে যাই ।। জয় কালী বল্যে তবে জয় কালী যায়। আর সকলেতে তার পিছেং ধায় । কাছে গিয়ে দেখিতে পাইল বহু শব। রাণীর নিকটে দেখে পড়ে আছে সব ।। শব দেখে ভয়েতে পলায়ে যায় সব। শ্মশানেতে পেত্নী ঐ করি অনুভব ।। জয় কালী বলে রামং একি রঙ্গ । রামং বল মুখে যাবেরে আতঙ্গ ।। পেত্নী বল্যে এত ভয় যদি হয় মনে। অভিরাম রামং বলরে বদনে ।। তবে সবে যায় করে রামং ধ্বনি। রসিক কহিছে গেল যথায় সে ধনি ।।

অথ রাণীর সঙ্গে কোটালের কথা।

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল মধ্যমানে ঠেকা।

তোর বিধু বদনের তুল্য নাহি এ ত্রিলোকে। পদ্ম শশী তুলনা কি ও কথা তুলনা মুখে ।। পদ নখরে কাসি, পড়্যে আছে কত শশী; ও পাদ পদ্ম হেরে পদ্ম, জলে ভাসে মনো দুঃখে ।। ধ্রু ।।

পয়ার॥ কোটালের দাফ্ফ দেখে ভয়ে কাঁপে রাণী। বলে বাপু কে তোরারে কিছুই না জানি॥ কেনরে আইলি করে রাম রাম ধ্বনি। সত্য বল ভয়ে মরি আমি যে রমণী॥ কোটাল কহিছে আগে দেহ পরিচয়। কাহার কামিনী তুমি কোথায় আলয়॥ কার কন্যা কি জন্যে অবণ্যে এ কামিনী। শ্মশানে বসিয়ে কেন বল সুরূপিণী॥ শিশু কোলে করে আছ শ্মশানেতে বসি। কেন আঁখি জলে বন ভাসাও রূপসী॥ কেন২ তোমার এ পাগলিনী বেশ। এলায়ে ধরণী তলে পড়িয়াছে কেশ॥ এমন সোণার অঙ্গে মাখিয়াছ ধূলা। তথাপি জগতে নাই এরূপের তুলা॥ পাছে লোক মুখের তুলনা দেয় শশী। পদ নখ দশচন্দ্র ধরেছ রূপসী পদ্ম মুখী বলে পাছে ঘৃণা করি মনে। ধরিয়াছ পাদপদ্ম জল পদ্ম জিনে॥ চম্পক বরণী মোরা কি প্রকারে বলি। চরণে চম্পক কলি পদাঙ্গুলী গুলি॥ যেবিধি মাণিক দিল সাপের মাথায়। সেই বিধি বনে বুঝি পাঠালে তোমায়॥ দেখিয়া তোমার রূপ ভুলিয়াছে মন। কেবা তুমি সত্য বল শুনি বিবরণ॥ রাণী বলে শুন বাপু আমি অভাগিনী। করিয়াছে বিধাতা পথের কাঙ্গালিনী অন্ন বিনে এই দেখ অস্থি চর্ম্ম সার। আপনার বলে হেন নাহি আপনার॥ মনঃ দুঃখে স্বামী সহ লয়ে পুত্র গণে। নগরে না পায়ে স্থল আইনু কাননে॥ এত নহে শ্মশান বলিতে কান্দে প্রাণ। হইয়াছে অভাগীর কপাল শ্মশান॥ অন্ন বিনে অই দেখ স্বামী মরিয়াছে। এই দেখ দুই মৃত্যু পুত্র পড়ো কাছে॥ এখন যে মা বলিতে আছে এই ধন। কোলেতে বসিয়া মোর কনিষ্ঠ

নন্দন ॥ কহিলাম ওরে বাপু মোর পরিচয়। তোরা কারা সত্য বল যাক্ মোর ভয় ॥ দুঃখ শুনে কোটালের বাক্য নাহি স্বরে। মনো দুঃখে দুনয়ন ছলং করে ॥ বলিতে না পাবে কিছু মায়ায় মোহিয়া। রহিল সে অধোমুখে গালে হাত দিয়া। কোটালের মেজ ভাই রুষিয়া কহিছে। দেখিয়া দাদার রীত সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিছে পরিচয় কহিতে দাদার কর্ম্ম নয়। শুন লো কামিনী আমি বলি পরিচয়॥ বনের দক্ষিণে আছে চন্দ্র নামে পুর। প্রেমাদিত্য মহারাজা তাহার ঠাকুর॥ তাহার কোটাল মোরা আইলাম বনে রাজা পাঠাইল লৈতে তোমার নন্দনে॥ কান্দিয়া কহেন রাণী ও বাপু কোটাল। মোর পুত্র লয়ে কি করিবে মহীপাল ॥ কোটাল কহিছে শুন তার কথা বলি। ইহারে কালীর কাছে দিবে নরবলি ॥শুনিয়ে অমনি রাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। অধরা হইয়ে পড়ে ধরার উপরে॥ কবি প্যারী মোহনের যুক্তি করি সার। কহিছে রসিকচন্দ্র খেলা অন্নদার॥

অথ রাণীর বিনয়।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমানে ঠেকা।

কোটাল রে। আর কেন দেহ এ দণ্ড। দণ্ডেং দণ্ডে বিধি এই দেখ যম দণ্ড॥ একি প্রতাপ দোর্দণ্ড, স্থির নহে এক দণ্ড, করেতে লয়ে কোদণ্ড, মারিতে উদ্দণ্ড॥ ধ্রু॥

ভঙ্গ ত্রিপদী॥ কান্দে রাণী অধরা হইয়ে। নানা ছান্দে বিনিয়েং কোতোয়াল ওরে বাপু, পরাণ গণিছে হাপু, তোর কটু বচন

শুনিয়ে।।কেমনে বলিলি তাই বলি।বিজয় গোপালে দিবি বলি। এই করিলেন বিধি, হারালেম প্রাণ নিধি, বাছা মোর নয়ন পুতলি।।মরে যাই লইয়ে বালাই। মা বলিতে আর মোর নাই। ভূতলে অঞ্চল পাতি, বিনয় পূর্ব্বকে অতি, বিজয় গোপালে ভিক্ষা চাই।। সবে ধন বিজয় গোপাল।যশোদার যেমন গোপাল কেমনে এধন চাহ, মুখ পানে নাহি চাহ, মমতা কি নাহিরে কোটাল।। বিজয় আছেরে সবে ধন। আর নাই মা বলে এমন। বিধাতায় ধিক২,এই দেখ প্রাণাধিক,দুটি পুত্র হয়েছে নিধন।। এই দশা করেছে কেশব। বল তোরা আলিরে কে সব। একে সবশব লয়ো, আছি শব প্রায় হয়ো, সই সব লয়ো এ শৈশব।। আর মোর নাহিরে উপায়। বিধি মোরে ঠেলিয়াছে পায়। যাতে বাছা রক্ষা পায়, কর তার সদুপায়, বাঁচি তবে তোদের কৃপায়।। আমি অভাগিনী অতিশয়। এ যাতনা আর নাহি সয়। গিয়া হে সব বিষয়, হয়েছে প্রাণ সংশয়, বিধাতা করেছে নিরাশয়।। যদি রক্ষা কর কৃপা করে। দিবাকরে যেন দিবা করে। পিতৃগণ পুণ্য হেতু,বান্ধ এই ধর্ম্ম সেতু,যাহে লোক ধন্য২ করে।।শোকে দুঃখে চক্ষে বহে বারী। যেন প্রাণ হইতেছে বারি। অন্তঃদাহ অনিবারি,ভাবিরে কিসে নিবারি,আর দুঃখ সহিতে না পারি।। কেন করি এমন মনন। প্রবেশিলি আসিয়া কানন। কি পাপে চতুরানন, আমারে সন্তুষ্ট নন, মনে তাই করিরে গণন।। করি আমি এই নিবেদন। মনে আর দিয় না বেদন।হেরে বিজয়ের ব দন, সর্ব্বদা করি রোদন, বাছা মোর সর্ব্ব আচ্ছাদন।। হয়ো

আইলি করেতে কোদণ্ড। একি দম্ভপ্রতাপ দোর্দণ্ড। স্থির নহে এক দণ্ড, মারিতে যেন উদ্দণ্ড, কি দোষেতে দিবি মোরে দণ্ড॥ রাণী যত করিল বিনয়। কোটাল তাহাতে তুষ্ট নয়। বলে রাখ এপ্রণয়, ত্বরায় দেহ তনয়, যদ্যপি থাকেলো জাতি ভয়॥ রাণী বলে কর যে বাসনা। আর না করিব উপাসনা। ভবসা সে শবাসনা, কালী মোর বিদসনা, লোল যার লম্বিত রসনা॥ নর মুণ্ডমালিনী অসীতোতিনি অরি নাশেন অসিতে। পাদেন গজ গামিনী ত, কৃপা আছে এ দাসীতে, রসিক লাগিল প্রকাশিতে॥

অথ কোটালের কটুবাক্য।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালি।

মরিং, কেন এত অযতনে। আজ আমার সঙ্গে চল তোমায় তুষিব প্রেম ধনে॥ মনের সঙ্গে মণি পুরে, সুন্দরী থুইব তোরে, মনের দুঃখে বনে কেন করলো রোদন॥ ডুবায়ে রাখিব রসে, যাতে তোমার মনঃ রসে, রসে র তরঙ্গে ভেসে যাবি সংগোপনে॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ কোটাল কহিছে এ যে বড় দেখি জোর। কেমনো কামিনী হৈল একবুদ্ধি তোর॥ সন্তানেরে দেহ যদি জাতি ভয় থাকে। নতুবা সুন্দরী আজি পড়িবি বিপাকে॥ কহিব উচিত কথা শুনলো রূপসি। মোরা হৈনু রাহু তুমি আকাশের শশী॥ এখনি করিব গ্রাস দেখিবি কেমন। মিথ্যা নয় নয় দণ্ড লাগাব

গ্রহণ॥ অমনি কান্দিয়া রাণী উচ্চৈঃস্বরে কয়। কোথা ওহে প্রাণনাথ রাখ এ সময়॥দংশে মোরে কোটালের কুবাক্য ভুজঙ্গ শয়ন করিয়ে তুমি দেখিছ কি রঙ্গ॥প্যারীলাল মতিলাল বাছা রে আমার। কতই ঘুমাও ওরে উঠ একবার॥ বিধাতা আমার ভাগ্যে এই লিখেছিল। এ সব নরক ভোগ করিতে হইল॥ শুনে কোটালের সেজ ভাই জয় রুদ্র। রুষিয়া রাণীর প্রতি কহিছে বিরুদ্ধ॥হেদে বেটী আমাদের বলিল নরক। মারিয়া এখনি করে ফেলিব গরক॥ প্রাণনাথ বল্যে কারে ডাকিস সদাই। এক্ষণেতে প্রাণনাথ মোরা কয় ভাই॥ চল আমাদের বাড়ী অতি সুখে রবি। তুই হবি পদ্ম ফুল মোরা হব রবি॥ রজনীতে মুদে রবি রবি না দেখিয়া। প্রত্যহ প্রভাতে তোরে দিব ফুটাইয়া॥সারা নিশি রাজার বাড়ীতে চৌকী দিবা।দিবসেতে তোরে লয়্যে কৌতুক করিব॥ আর জন বলে ভাই কেন কর বাদ। কোথায় রাখিব লয়্যে পূর্ণিমার চাঁদ॥ এ নারী কি আমাদের ঘরে শোভা পায়। আমি বলি ভেট দেওয়া উচিত রাজায়॥ বেলা বেলি চল সবে লয়্যে কামিনীরে।এই ভেট দিব সে দিবসে ভূপতিরে॥দোঁহে দোহা পায়্যে হবে মদন বেহারী। সে যেমন শুক পাখী এ তেমনি শারী॥ তার কথা শুনে আর জন কহে রাগে। তোর কথা মোর কানে তীর হেন লাগে॥ রাজারে ভেটালে বল কিবা সুখ হবে।দেখিতে না পাবে আর অন্দরেতে রবে॥ আমি বলি কাটিয়া করহ খান২। ষোল ভাই ষোল অংশ কররে সমান সাধারণ রাখ যদি ঘটিবে প্রমাদ। সুধা লয়্যে সুরাসুরে যেমন

বিবাদ॥ এই রূপে কোটালেরা করে কত যুক্তি। অধোমুখে থাকে রাণী নাহি করে উক্তি॥ কোটালের কটু বাক্যে দুঃখিত বিজয়। রসিক কহিছে কালী কোথা এ সময়॥

অথ বিজয়ের কৃত কালিকার স্তব।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালি।

ত্রাণ কর কালি একাতরে। এ দুঃখ না সয়, জীবন সংশয়, কোথা গো তারিণি, দুর্গতি বারিণি, হের শত্রু কেশে ধরে ধরে ধরে॥ শরণ লয়েছি চরণে পাস্তে, কভু না ভুলিব আর মনঃভ্রান্তে, সাপক্ষ হও দাসে; বিপক্ষ বিনাশে, মোরে বন্ধন করে করে করে করে॥ শুনগো শঙ্করি, নিবেদন করি, করি অরি পৃষ্ঠে আরোহণ করি, করি শত্রু ক্ষয়, ঘুচাও দাসের ভয়, রসিক কাঁপিছে থরে থরে থরে॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ বিজয় কাতরে ডাকে কোথা গো তারিণি। বিপদে বিমুক্ত কর বিপদ নাশিনি॥ বিশ্বরূপা বারীদ বরণি হে বিমলে। বনে আনি বধ মোরে বল কোন ছলে॥ বাঞ্ছারূপা করিলে গো বঞ্চিত বিষয়ে। বনে বঞ্চি তাহে কেন বিরূপা অভয়ে॥ ধিবিঞ্চ বাঞ্ছিত পদে বলে মা বিনয়ে। বিদীর্ণ হইল বপু হের এ তনয়ে॥ কোটালের কটু বাক্যে কাতর কিঙ্কর। কাল কান্তা কালি কালি হৈল কলেবর॥ কর্ম্মরূপা কর্ম্মভোগ কি মোর কপালে। করুণা করিবে আর বল কোন কালে॥ এইরূপে বিজয়

করিল কত স্তব। কৈলাসে থাকিয়া কালী জানিলেন সব ॥ ঘুচা তে ভক্তের দুঃখ হয়ে অভিলাষী। বিমানে কবেন নিত্য অট্টং হাসি ॥ শিবাসনা বিবসনা বিকট দশনা। লিহ লিহ লোল তাহে লম্বিত রসনা ॥ অসি ধরা ভয়ঙ্করা অসিত বরণী। বিমানে বিহ রে বামা হরের ঘরণী ॥ লগনা মগনা রক্তে গলে মুণ্ডমালা। এলো কেশে বিরাজেন গিরিরাজ বালা ॥ কটিতে কিঙ্কিণী কর শ্রেণী শোভা করে। ভালে অর্দ্ধ শশী কাটা নব মুণ্ড করে ॥ নাচে ভূত প্রেত দানা কালীং বলি। শিবা ঘেরে চারি দিগে শিবার মণ্ডলি ॥ মাভৈঃ মা ভৈরবী কবেন ভৈরবী। ভয় কিবে বিজয় বিজয় আজি হবি ॥ যাবে ডাক সেই আমি করবে বিশ্বা স। কে মারে কে মারে তোবে তোরা মোর দাস ॥ তোব পিতে জীবন রূপিতে আমি নয়। জীবন জীবন পাবে শুনবে বিজয় ॥ অতি শীঘ্রগতি মতি প বী পাবে প্রাণ স্ববার পাইবি বাছা শত্রু হৈতে ত্রাণ ॥ চন্দ্রসেন নরপতি সহিত সবংশ। মোর কোপ দৃষ্টে তোর হাতে হবে ধ্বংস ॥ রঙ্গে কোটালের সঙ্গে যাও তাব পুরে। তারে বধি সেই রাজ্য দিব বাছা তোরে ॥ আকাশ বাণী তে হাতে আকাশ পাইয়ে। আকাশ পানেতে চায় আকাশ গণিয়ে ॥ কালিকার পাদপদ্ম দেখিবারে পায়। জ্ঞানের উদয় হয়ে মনোদুঃখ যায় ॥ তখন বিজয় পুনঃ২ স্তব করে। অন্তর্দ্ধান হয়ে কালী থাকেন অন্তরে ॥ ভক্তি ভাবে প্রণমিয়ে কালীর চর ণে। চলিল বিজয় রায় কোটালের সনে ॥ শ্রীকবি কৃষ্ণ প্যারী দাস যুক্তি দিল। জীবনের বনবাস রসিক রচিল ॥

অথ শিশু লয়ে কোটালদের গমন।

রাগিণী দেশ মোল্লার। তাল ঝাপতাল।

রঙ্গের রঙ্গিণী কার, দেখে এলেম চমৎকার, একা কিনী ভ্রমে ধনি অরণ্যে। হবে ধনী ধরি ধনি সে ধনি ধরা ধন্যে॥ শুন ওহে নৃপমণি, তুমি গুণে গুণ মণি, সে রমণীর শিরোমণি রমণী, হৃদে ভাবি চিন্তা মণি, পুরে আনি তায় অমনি, হীরেমণি দিয়ে সাজাও যতনে॥ ধ্রু॥

ত্রিপদী। বার দিয়ে মহীপাল, যেন কালান্তের কাল, বসি য়াছে বাহির দেওয়ানে। হেনকালে ব্যাধি সনে, কোটাল আনন্দ মনে, শিশু লয়ে দিল সন্নিধানে॥ যোড় হস্তে নিবেদয়, নাহি দিল পরিচয়, মহারাজ ইহার জননী। আশয়েতে অনুমানি, বুঝি হবে রাজরাণী, ধনীর রমণী বটে ধনি॥ কি তার মধুর ধ্বনি, বলিলে আনি সে ধনি, কটাক্ষেতে করে সে নির্দ্ধনী। আপনি কি ধনে ধনী, যার সে ধন সেই ধনী, বুঝি পায় পূজে সুরধুনী কে জানে কামিনী কার, রূপ অতি চমৎকার, হেন আর নাহি ভূমণ্ডলে। করিলাম দরশন, মদনের শরাসন, হরিয়া লয়েছে ভুরু ছলে॥ দিয়াছেন ভগবান, দেখিলাম পঞ্চবাণ, পঞ্চ স্থানে আছে হে রাজন। চক্ষে দুটি শোভা করে, দুটি পয়োধরে ধরে, বাকি এক অমিয় বচন॥ হাসিয়ে কহেন ভূপ, শুনিয়ে তাহার রূপ, আনন্দে পূর্ণিত হৈল দেহ। এখন আনিলে তায়, পণ পূর্ণ হওয়া দায়, ইহারে জন্মিবে মোর স্নেহ॥ এতবলি শিশু প্রতি, বলিছেন নরপতি, কহহ হেদেরে বালক। কোথা বাড়ি বা।

বেটা, কাননে পাঠালে কেটা, বুঝি তোর মরেছে জনক॥ কি নাম ধরিস বল, শিশু বলে অকুশল, পরিচয়ে কায কি ভূপতি। দিবা যদি বলিদান, দিবা হব অবসান, আয়োজন কর শীঘ্র গতি॥ রাগিয়া ভূপতি কয়, নাহি দিলি পরিচয়, কেমনে বাঁচাবি আজি প্রাণ। শিশু বলে ধৈর্য্যধর, হেনরাগ যদি কর, মরমে মরিবু মতিমান॥ রাজা বলে হয়ে ব্যাঙ্গ, করীরে করিস ব্যাঙ্গ, পতঙ্গ আতঙ্গ নাহি মোরে। গেলি বেটা ছারে খারে, কোতয়াল ধরেথোরে, পাটা ধরে পাঠা যম ঘরে॥ হাসিয়া বিজয় কয়, কি দেখাও যম ভয়, যে অভয় দিয়াছে অভয়া। স্বমনে ডেকেছি মায়, আর কি শমনে পায়, মা আমার নগেন্দ্র তনয়া॥ আগমন হৈল মোর, মরণ নিকট তোর, অবিলম্বে যমালয় যাবি। বলি তোরে সাবশেষ, পরমায়ু হৈল শেষ, বাকি মাত্র খাবি ছুটা খাবি॥ রাজা বলে তাই বলি, কার বলে কৈলি বলী, বাল দিব বাখে কোন জনে। ঘুচাব মনের কালি; কালীর নিকটে কালি, কেবা তোরে বাঁচাবে কেমনে॥ বড় জোর দেখি বেটা, এমন্ত্রণা দিলে কেটা, প্রতিফল দিব আজি রহ। কোথা ওরে কোতয়াল, বন্ধন করিয়ে ভাল, নাজিরের হাওয়ালে করহ॥ ভূপতি হুকুম করে, কোতয়াল করে২, নিগড় বন্ধন করে তায়। যথায় নাজির ছিল, হাওয়ালে করিয়া দিল, রচিল রসিকচন্দ্র রায়॥

অথ রাজা প্রেমাদিত্য সবংশে বিনাশ।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

সেইরূপে দেখা দেমা ভক্তিহীন জনে। প্রত্যা

লীঢ় পদা ঘোরা শব বাহনে ॥ খর্ব্বা লম্বোদরী
মূর্ত্তি, কটি তটে ব্যাঘ্র কৃত্তি, লোল জিহ্বা
চলং আসব পানে।চতুর্দ্দিগে শবমুণ্ড, কে
শাঙ্গার অস্থিখণ্ড, দানবে করিছে খণ্ড, সুসাব
কৃপাণে। নবীন নীরদ বাণী, এক জটা শিরে
ফণী, রমণীর চূড়ামণি, কনক কুণ্ডল কানে॥ ধ্রু ॥

পয়ার॥ রজনী প্রভাতে উঠি আনন্দে রাজন। আজ্ঞা দিল পূজার করিতে আয়োজন ॥ আজ্ঞা মাত্র তখনি আইল পুরো হিত। খাঁড়া লয়ে অমনি কামার উপস্থিত ॥ কোটাল বিজয়ে লয়ে চলিল ত্বরায়। ভাবে শিশু কালী বিনে কে আর তরায়॥ ভয়ে ভীত আঁখি জলে ভাসিতেং। বলে কালি দেখা দেহ হাসি তেং ॥ আইস গো মা শত্রু কুল নাশিতেং। রণ সাজে মম শত্রু গ্রাসিতেং ॥ কৌতোয়াল ধাক্কা মাবে আসিতেং। শত্রু বংশ কর ধ্বংস অসীতে অসিতে॥ বিজয়ের বিপদ জানিয়ে মহেশ্ব রী। শূন্য পথে আসি নৃত্য করেন শঙ্করী॥ অভয়া অভয় দিয়ে তারার তনযে। দৈত্যকুল নাশা খড়্গ দিলেন বিজয়ে ॥ মাভৈ মাভৈবেটা কেন গণ হাপু। এই খড়্গে শত্রুকুল ধ্বংস কর বাপু ॥ শক্তির কৃপায় শিশু হৈল শক্তিবান। পদ ভরে কাঁপে ধরা করে হানং॥ কোটালেরা ষোল ভাই দাঁড়াইয়ে ছিল। রাগ ভরে লম্ফ দিয়ে অমনি কাটিল॥ আরং যেবা ছিল কালীর বাটী তে। প্রাণ ভয়ে পলাইয়া গেল চাবি ভিতে॥ সম্মুখেতে যেবা

পড়ে প্রাণ যায় তার। ক্ষণ মাত্রে নগরে হইল হাহাকার।। মারং করে শিশু চলিল সত্বরে। টলমল ক্ষিতি তল চরণের ভরে।। এমনি দম্ভেতে চলে বিজয় গোপাল। উপস্থিত হৈল যেন প্রল য়ের কাল।। রক্তে নদী বহায় ধূলায় রবি ঢাকে। দিবসে রজনী জ্ঞান কেবা কোথা থাকে।।মারং শব্দ যেন পড়ে বজ্রাঘাত। দশমাস গর্ব্বিণীর গর্ব্ভ হয় পাত।। আবাল যুবক বৃদ্ধ যায় পলা ইয়া। কোন নারী ধায় রড়ে সন্তানে ফেলিয়া।। কেবা কার পানে চায় কেবা কারে ধরে। হুচটিয়া পড়ে কেহ যায় যমঘরে।। মারং শব্দ শুনে সবে করে গোল। ঐ আইল ঐ আইল সবাকার বোল।। কেহ বলে বল ভাই আইল রে কেটা। কেহ বলে ওরে ভাই মাথা কাটা সেটা।। কেহ বলে মাথা কাটা একিবে অদ্ভুত। তবে বুঝি হবে ভাই স্কন্ধ কাটা ভূত।। কেহ বলে বরগী আইল বুঝি দেশে। কেহ বলে অই ভাই খাইল রাক্ষসে।। নগরেতে স্ত্রী পুরুষ যে যেখানে ছিল। কেহ পলাইল কেহ হুতাশে মরিল।। ওখানেতে শূন্য পথে কালিকা হাসিছে। ধেইং ভূত প্রেত ডা কিনী নাচিছে।। এখানে বিজ, মত্ত মাতঙ্গের প্রায়। অসি করে রাজারে নাশিতে শীঘ্র ধায়।। সভা মাঝে বসিয়ে আছেন মহী পাল। হেনকালে উপনীত বিজয় গোপাল।। শিশু দেখে শিহরি য়ে উঠে সভাজন। রাজা বলে পাত্র মিত্র এ আর কেমন।। বিজয় বলেন আজি যাও যমালয়। জাননা অভয়া মোরে দিয়েছে অভ য়।। এত বলি প্রেমাদিত্যে সহিত স্ববংশ। রসিক কহিছে শিশু করিলেন ধ্বংস।।

অথ জীবনের প্রাণ দান।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালি।

অই ব্রহ্মময়ী কালী নাচিছে। হাসি যেন কালো মেঘে বিজলি খেলিছে॥ নাচিতেছে শিব রাণী, চরণে নূপুর ধ্বনি, আমরি কি কিঙ্কিণী, সঘনে বাজিছে॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ সবংশে মরিল প্রেমাদিত্য মহীপাল। রাজ তক্তে বসিলেন বিজয় গোপাল॥ হেনকালে আকাশ হইতে কালী কন চল বাছা জীবনেরে বাঁচাব এখন॥ এ রাজ্য হইল সব তোর অধিকার। রাজত্ব করিবি বাছা আসি পুনর্ব্বার॥ শুনিয়ে হর্ষিত হয়ে বিজয় তখন। হাসিয়া বলেন তবে শুন সভাজন॥ একাকী জননী মোর আছেন কাননে। আমি চলিলাম আজি এখনি সে বনে॥ তোমরা সকলে মিলে লহ রাজ্য ভার। ত্বরায় আসিব হয়ে বিপদে উদ্ধার॥ সভাজন বলে কহ ধর্ম্ম অবতার। কোথা বাস কে আপনি তনয় বা কার॥ বিজয় বলেন তবে শুন অতঃপর। শুনিয়াছ সিন্ধু নামে আছয়ে সহর॥ ভূপতি জীবন কৃষ্ণ তথায় আলয়। বিজয় আমার নাম তাঁহার তনয়॥ শুনে শিহরিয়া উঠে সভাজন কয়। রাজাধি রাজার পুত্র হন মহাশয়॥ কি জন্য আইলে বনে কহ রাজেশ্বর। রায় বলে সে সকল কহিতে বিস্তর॥ বিশেষ কহিব আমি আসি পুনর্ব্বার। শীঘ্র যাই বিলম্ব নাহিক সহে আর॥ তবে রায় চলে করী আরোহণ করি নাচিতেং শূন্যে চলেন শঙ্করী॥ কাননে বিজয় গেল জননীব

কাছে। দেখে রাণী মূর্চ্ছাগতা ভূমে পড়ো আছে।। মা বলিয়ে বিজয় ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে। চেতন পাইয়া রাণী উঠিল সত্বরে।। বিজয়েরে দেখিরাণী উঠিল কান্দিয়া।নন্দনেরেলইলেনকোলেতে করিয়া।।সর্ব্বাঙ্গে দেখিয়া রক্ত করে হাহা কার।কাটিয়াছে কোন অঙ্গ বাছাবে আমার।। বিজয় বলেন কারে নাহি করি শঙ্কা। জয় কালী নামে বাজায়েছি জোর ডঙ্কা।। প্রেমাদিত্য ভূপতিরে করেছি সংহার। সেই রাজ্য হয়েছে আমার অধিকার।। রাণী বলে ওরে বাছা তুমিত শৈশব। কেমনে বধিলি তারে একি অস স্তব।।শিশু বলে মাগো আমি বধি কলি মিছে। বধিবাব কথা অই শূন্যেতে নাচিছে।। চায়ে্য় দেখি ঊর্দ্ধ পানে রাণী চমকিল। কব যোড়ে কালিকারে কহিতে লাগিল।। মা হয়ে মা বল কেন দা সীরে বঞ্চিলে। বিপদ ভঞ্জিনী হয়ে বিপদে ফেলিলে।। কালি কা কহেন আর না কর ভাবনা। এখনি [illegible]ব তোর এ সব যা তনা।। মতিপ্যারী জীবন জীবন দান পাবে। গাত্রে হাত দেহ তবে উঠিয়া বসিবে।। শুনে বাণী হাত দিল সকলের গায়। তারাব পরশে তারা প্রাণ দান পায়।। তখনি সে তিন জনে উঠি য়া বসিল। শূন্যেতে নাচিছে কালী দেখিতে পাইল।। তারা হেরে চক্ষে বহে আনন্দের ধারা। জীবন সকল দুঃখ জানাইল তারা।। কবি প্যারী মোহনের যুক্তি কবি সার। কহিছে রসিক চন্দ্র খেলা অন্নদার।।

অথ জীবনের পুনঃ রাজ্য প্রাপ্ত।
এবং কৈলাস যাত্রা।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

আসিয়ে হৃদয়ারণ্যে ত্রাণ কর মুক্তকেশি।
মহাকাল মহাকালি তুমি দিবা মহা নিশি॥
করাল বদনা ঘোরা, বামে অসি মুণ্ডধরা,
অভয় বরদ করা, সদত শ্মশান বাসি॥ দিগ
ম্বরি মহাবালা, গলে দোলে মুণ্ডমালা; ভালে
শোভে শশীকলা, বদন পার্ব্বণ শশী॥ লোল
জিহ্বা নিতম্বিনি, কৃতকাঞ্চি কর শ্রেণী, তাহে
বাজে কিঙ্কিণী, লইয়ে যোগিনী দাসী॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ প্রেমাদিত্য ভূপতি বধের বিবরণ। জনকে বিজয়
রায় কহেন তখন॥ [illegible]প আনন্দ তরঙ্গ মাঝে ভাসে। মনো.
দুঃখ গেল দূরে তারামণি হাসে॥ কথায়২ পোহাইল বিভাবরী।
জীবন বলেন শুন২ প্রাণেশ্বরী॥ চল আজি চন্দ্রপুরে যাই মোরা
সবে। বিজয়ের রাজ্য দেখে বাড়ী যাব তবে॥ প্রাণের বিজয়
রাজ তক্তে বসাইব। নয়নে দেখিয়ে দোঁহে প্রাণ যুড়াইব॥ ভাল
ভাল বল্যে রাণী তাহে দিল সায়। গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়ে চন্দ্র
পুরে যায়॥ প্রেমাদিত্য রাজার বাটীতে প্রবেশিল। রাজা বিজ
য়েবে রাজতক্তে বসাইল॥ অন্তঃপুরে রাজ রাণী গেলেন তখন
তিন দিন সেই রাজ্যে রহিল জীবন॥ রাজা হয়্যে বিজয় করেন
সুবিচার॥ প্রজাদের সুখের অবধি নাহি আর॥ ধন্য২ করে [illegible]

ন্য পুলকিত। আশীর্ব্বাদ করে যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।। কুতূহলে জীবন কালীর পূজা দিল। গজ পৃষ্ঠে চড়ি সবে স্বদেশ চলিল।। সঙ্গেতে চলিল লোক হাজারং। কদ্দী অশ্ব উট কত সংখ্যা নাহি তার।। পাঁচ দিনে সিন্ধুপুরে প্রবেশ করিল। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া সবে উত্তরিল।। বিজয় সে দৈত্য নাশা খড়্গ করে লয়ে বিনাশ করিল শত্রু রণে প্রও হয়ে।। মহারাজা দেশে আসি বিপক্ষ মারিল। শুনিয়ে আনন্দে লোক দেখিতে আইল।। পুন রায় জীবন বসিল সিংহাসনে। দেখিয়া হইল সুখী যতপ্রজাগণে কুতূহলে লয়েরাজা পুত্র আর ভার্য্যা। কিছু দিন রাজত্ব করিল নিজ রাজ্যে।। পবে রাজা আব রাণী কালিকা পূজিল। ত্রিলোক জননী আসি দরশন দিল।। দম্পতি মিনতি করে কালীর চরণে। আর কত দিন মাগো রব এভবনে।। কালিকা বলেন আমি আই সাম তাই। চল তোরা কৈলাসেতে [illegible] য়ে যাই।। শুন ওরে জীবন তোদের মত আর। [illegible] প্রিয় দাস দাসী নাহিক আমার সুখে দুঃখে যত খেলা কহিলি ধরায়। এ সব আমার খেলা শুন ওবে রায়।। এই খেলা যাহা হৈতে হইবে প্রচার। বলি আমি এ ক্ষণেতে সেই সমাচার।। হরিপালে শিবদাস রায় জানে সবে। তার বংশে ভুবনঈশ্বর রায় হবে।। তার পৌত্র হবে নাম শ্রীহরি কমল। বৈষ্ণবের চূড়ামণিপাবেমোক্ষফল।।মাতামহদত্তধন [illegible] বে বড়ায়। এই হেতু বসবাস হইবে তথায়।। তার পুত্র হইবে রসিকচন্দ্র রায়। সে রচিবে এই গান আমার কৃপায়।। কহিলা [illegible] যাহা হবে পরে। মোর সঙ্গে আয় তোরা কৈলাস [illegible]

বে।। কথা শুনে দম্পতিব অঙ্গ শিহবিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্যারী
লালে বাজ্য ভাব দিল।। বাণীবে লইয়ে রাজা পবম উল্লাসে।
কালিকার সঙ্গে২ গেলেন কৈলাসে।। শ্রীকবি কুঞ্জব প্যাবী দাস,
যুক্তি দিল। কালিকাব এই খেলা রসিক রচিল।।

সমাপ্তোযং গ্রন্থঃ।